কবি শেখ সাদী

(জীবন, যুগ ও কাব্যালোচনা)।

যাঁরা পৃথিবীতে কোনো একটা বড় স্থষ্টির কাজ করেছেন, কোনো সৌন্দর্য্যকে আকার দিয়েছেন, কোনো মহৎ ভাবকে প্রকাশ করেছেন, জীবনে বা সাহিত্যে বা কোন রকম ললিত কলায় সত্যকে সুন্দরকে কল্যাণকে বড় ক'রে দেখিয়েছেন, তাঁরা কোন বিশেষ দেশের অধিবাসী নন কিন্তু সকল দেশের অধিবাসী ও সকল কালের লোক। একথা যদি স্বীকার না করি, তাহ'লে সমস্ত মনুষ্য সমাজের মধ্যে আমাদের যে স্থান আছে, সেই স্থানকেই অস্বীকার করা হবে। রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নন্দী
প্রণীত
ও
শামস্‌-উল-উলমা, খাঁন বাহাদুর
অধ্যাপক ডাক্তার হেদায়েত হোসেন পি-এচ্‌-ডি,
লিখিত ভূমিকা।

বেঙ্গল পাবলিশিং হোম
কলিকাতা

মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রকাশক
শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
বেঙ্গল পাব্লিশিং হোম,
কলিকাতা।

কবি-জ্যোতির্ব্বিদ
ওমর খৈয়াম
যন্ত্রস্থ

৫নং নুর মহম্মদ লেন
এলবিয়ন প্রেসে
শ্রীইমাম উদ্দিন হাওলাদার দ্বারা
মুদ্রিত।

পরমারাধ্য স্বর্গীয়

অধর চন্দ্র নন্দী

পিতৃদেবের

শ্রীচরণোদ্দেশে ।

Be thou ware where Sadi dwells ;
Wisdom of the gods is he—
Entertain it reverently,
Gladly round that golden lamp
Sylvan deities encamp,
And simple maids and noble youth
Are welcome to the man of truth.
Most welcome they who need him most,
They feed the spring which they exhaust ;
For greater need.
Draws better deed :—
But, critic, spare thy vanity,
Nor show thy pompous parts,
To vex odious subtlety
The cheerer of men's hearts.

Emerson.

প্রকাশকের নিবেদন।

বঙ্গভাষায় পারস্যের কবি শেখ সাদীর জীবনী এই প্রথম। এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রস্তাব কতিপয় যখন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন হইতেই সাহিত্য-সমাজে বেশ একটু সাড়া জাগাইয়াছে।

মুসলমান সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র "সহচর" লিখিয়াছেন, বঙ্গভাষায় ফার্সী সাহিত্যের কোন প্রকার আলোচনা ছিলনা। পূর্ব্বে পারস্য ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট হিন্দু ও মোসলমান পণ্ডিত থাকা সত্বেও কেহ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণই বিরাট ফার্সী সাহিত্যের আলোচনা করিয়া নিজ মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ ও নিজেকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয় এতদিন যে কাজ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়ীভূত ছিল, বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গভাষায় সেই কাজ—ফার্সী সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শামস্-উল্-উলমা, খাঁন বাহাদুর, অধ্যাপক ডাক্তার হেদায়েত হোসেন, ডি-লিট্, পি-এচ্-ডি, খাঁন বাহাদুর আবদুল মক্তাদির প্রভৃতি ও শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র নন্দী মহাশয় অগ্রণী। মৌলভী হোসেন সাহেব ও মৌলভী মক্তাদির সাহেব সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র নন্দী মহাশয় নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞানপ্রণোদিত হইয়া ফার্সী সাহিত্যের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।—তিনি মাসিক সাহিত্যে জগদ্বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর সম্বন্ধে যে আলোচনা জাগাইতেছেন, তাহা বস্তুতই মূল্যবান ও গবেষণাপূর্ণ।

সুবিখ্যাত মাসিক "সাহিত্য" লিখিয়াছেন, ফার্সী কবির জীবন-কথা, কাব্য-পরিচয় বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব, সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক। প্রত্যেক সন্দর্ভে লেখকের পরিশ্রম, তথ্য সংগ্রহ, ও দক্ষতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশ প্রসিদ্ধ বসুমতী লিখিয়াছেন, এ যাবৎ ফার্সী কাব্য-সাহিত্য এ দেশ বাসীর পক্ষে চীনা জাপানীর মত দুর্ব্বোধ্য ছিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র নন্দী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ফার্সী কবি শেখ সাদীর জীবন- কথা ও কাব্যালোচনা করিতেছেন। অমর কবি শেখ সাদীর কাব্য কি মধুর, কি প্রাণ মনোহর, কি স্বর্গীয় সুধারসে পূর্ণ, তাহা ফার্সী কাব্যামোদী মাত্রেই জানেন। সুরেশ বাবু বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীকে এই উপহার দিয়া নিশ্চিতই বাঙ্গালীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন, বিশ্ব-ভারতীর অন্যতম কবি শেখ সাদীর জীবনী ও কাব্যালোচনা পৃথিবীর নানাভাষায় আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে শেখ সাদী সুপরিচিত হইলেও বঙ্গভাষায় পারস্য সাহিত্যের কবিগণের জীবনী বা কাব্যালোচনার যথেষ্ট অভাব আছে। পারস্যের কাব্য-সাহিত্যের আলোচনার অধিকার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এ যাবৎ কেহই এ বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। সুখের বিষয় বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র নন্দী মহাশয় পারস্যের কাব্য-সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এ অভাব দূর করিয়াছেন ও উভয় সম্প্রদায়ের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বস্তুতঃ সুরেশবাবুর এই আলোচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইতেছে।

এই পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে সকলেই এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এই আশায় ইহা প্রকাশ করিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার অধিকতর উন্নতি সাধনে যত্নবান হইব। ইতি—

বিনীত—

শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

নিবেদন।



দ্রাক্ষা-খর্জ্জুর-হেনা-গুলাব-কুঞ্জ-শোভিত বুলবুল-ঝঙ্কৃত পারস্য দেশও বঙ্গদেশের ন্যায় এক সময়ে কবি-বুলবুলের অবিশ্রান্ত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ন্যায় পারস্য দেশেও এত অধিক সংখ্যক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল যে তাহার কবি-তালিকা প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—"কবিত্ব নরের দুর্লভ বস্তু।" যেখানে কবির সংখ্যা অধিক, সেখানে নরের দুর্লভ "কবি-যশঃ" লাভ করা আরও কঠিন। পাঠান শাসন কালের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। এই সময়ে বঙ্গদেশের সাহিত্য-প্রতিভার জাগরণ হয়। এ জাগরণের শুভ মুহূর্ত্তে জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অসংখ্য কবির বীণার ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ মুখরিত হয়। কবি-প্রতি-যোগীতা-ক্ষেত্রে বহু কবির অদৃষ্টে "নর-দুর্লভ কবি-যশঃ" অর্জ্জন ঘটে নাই। পারস্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের মত পারস্য দেশের কবিগণেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

কবি-প্রতিদ্বন্দ্বীতা-ক্ষেত্রে পারস্যের যে সকল ভাগ্যবান কবি কবি-যশঃ অর্জ্জন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দুই দলে বিভাগ করিতে পারা যায়। যথা—(১) যাঁহাদিগের কবিতা ভাষান্তরিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; (২) যাঁহাদিগের কবিতা কেবলমাত্র স্বদেশেই আবদ্ধ। প্রথম দলের কবিগণের মধ্যে শেখ সাদী, হাফিজ, ফির্দ্দৌসী, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের

কবিতা পৃথিবীময় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই কবিগণের মধ্যে কবি শ্রেষ্ঠ শেখ সাদী সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। তাঁহার কাব্য যেরূপ বহুলপ্রচারিত, অধীত, ও পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অনুদিত; পূর্ব্বোক্ত প্রথম দলের কবিগণের কবিতা সেরূপ নহে। পারস্যের কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত শেখ সাদীর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিতযশা হইতে পারেন নাই। পৃথিবীর নানা ভাষায় যেমন তাঁহার কাব্যাদির অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার জীবন-কথারও আলোচনা হইয়াছে। প্রাচ্যভাষাবিৎ ফরাসীপণ্ডিত Garcin de Tassy প্রণীত ফরাসী ভাষায় লিখিত হিন্দ-সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, হিন্দি ভাষায় মহাকবি শেখ সাদীর জীবনী প্রচারিত হইয়াছে। কবি শেখ সাদী বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন; বিশ্বের নানা জাতি—নানা সম্প্রদায় তাঁহার উদ্দেশে নিজ নিজ হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। আমি বিরাট বিশ্বের ক্ষুদ্র মানব; আমারও বিশ্ব-কবির প্রতি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার অধিকার আছে, এই ভরসায় আজ শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলী হস্তে বঙ্গ ভারতীর দ্বারে উপস্থিত হইতেছি।

নিজেকে সম্পুর্ণ অযোগ্য জানিয়াও বিশ্ববরেণ্য কবির জীবনী বঙ্গভাষায় রচনা করিলাম। নানা কারণে জীবনী খানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে পারি নাই; যদি দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণের আবশ্যক হয়, সেই সময় ইহাকে সমস্ত দোষ মুক্ত করিব। এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রস্তাব সমুহ সাহিত্য, প্রবাসী, বসুমতী, সহচর, অলকা, প্রতিভা প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রবন্ধই এক্ষণে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন, ও পরিবর্দ্ধন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এই জীবনী রচনা করিতে যে সমস্ত পারস্য, উর্দ্দু ও ইংরাজী প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, পুস্তকের পাদটীকায় সেই সমস্ত

পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছি, এবং এই সকল গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতার সহিত ঋণ স্বীকার করিতেছি।

জীবনী-রচনা-কার্য্যে মৌলভী বন্ধুগণ নানাদিক দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পারস্যের কাব্য-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ (Authority) বাঁকীপুর খুদাবক্স লাইব্রেরির (Oriental Public Library) আরব্য ও পারস্য ভাষার পাণ্ডুলিপির তালিকাকার (Catologuer) ও সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মৌলভী খাঁন বাহাদুর আব্‌দুল মক্তাদির সাহেব ও প্রেসিডেন্সি কলেজের আরব্য ও পারস্য ভাষার অধ্যাপক শামস্‌-উল্‌-উলমা, খাঁন বাহাদুর, ডাক্তার হেদায়েত হোসেন ডি-লিট, পি-এচ্‌-ডি সাহেবের নাম সসম্মানে উল্লেখ যোগ্য। সুলেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ নানাবিধ সাহায্য ও মূল্যবান্ পরামর্শ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্তের নামও উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাক্তার হোসেন সাহেব আমার এই যৎসামান্য গ্রন্থের মূল্যবান্ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত ও আমার গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। নায়ক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার, বসুমতীর সহযোগী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার বসু প্রভৃতি শ্রদ্ধাস্পদ সুধী ও সাহিত্যিকগণ জীবনী রচনা বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পারস্যের কাব্য-সাহিত্যালোচনা বিষয়ক সন্দর্ভ গুলি যখন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, সেই সময় অনেক গুলি উদারচেতা সম্পাদক এই আলোচনার সম্পর্কে অনুগ্রহপূর্ব্বক মন্তব্য

প্রকাশ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন; আর যে সকল সম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া পারস্য-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব সমূহ নিজ নিজ পত্রে প্রকাশিত করিয়া এই আলোচনার প্রসার বৃদ্ধি করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, আজ এই অবসরে তাঁহাদিগকেও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পারস্য সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রাউন সাহেব প্রার্থনারত শেখ সাদীর ছবি খানি আমার পুস্তকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শেখ সাদী ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক অংশ টুকু পাঠ করিয়া বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ যে ছত্র কতিপয়ে আমাকে উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহাও এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—"শেখ সাদীর সহিত আমার তুলনা করিয়া আপনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। এজন্য আপনি আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।"

অনেক চেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানিকে নির্ভুল করিতে পারিলাম না। স্থানে স্থানে কয়েকটী ছাপার ভুল রহিয়া গেল। শুদ্ধিপত্র না দিয়া এই স্থানেই ইহাদের শুদ্ধ পাঠ লিখিয়া দিলাম; খুসবিসায়েৎ স্থলে খাবিসাৎ, বথ্যা স্থলে বদেয়া, বোস্তাঁ স্থলে বুস্তাঁ, নেগারিস্তাঁ স্থলে নগারিস্তাঁ, বেহারিস্তাঁ স্থলে বহারিস্তাঁ, রাশাল্লা স্থলে রিশালা, তোয়াবাৎ স্থলে তৈয়েবাৎ, হাতিফা স্থলে হতিফি, রাজকুমারীর স্থলে রাজকুমারী, ফরিউদ্দিন আটার স্থলে ফরিদউদ্দিন আত্তার, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্থলে ক্ষুদ্র, প্রসায় স্থলে প্রসার, নির্জ্জনতা-প্রিয় স্থলে নির্জ্জন প্রিয়, নাক-হৎ-উল-আনাস স্থলে নাফৎ-উল-আনাস হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ছাপা হইবার পর অনুসন্ধানে জানিতে পারি যে গুলিস্তাঁর রুষ ভাষায় দু'খানি, পোল ভাষায় একখানি, হিন্দী ভাষায় দু'খানি ও বাঙ্গালা ভাষায় দু'খানি অনুবাদ প্রচারিত।

আমার শেষ কথা এই যে সৎসাহিত্যের প্রচারক, সাহিত্য-রসিক বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমার ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ইতি

বিনীত—

কলিকাতা,
২২নং ছুতারপাড়া লেন
৯ই শ্রাবণ, ১৩৩০।

ভূমিকা।

(শামস্-উল্-উলমা ডাক্তার হেদায়েৎ হোসেন, ডি-লিট্,
পি-এচ্-ডি লিখিত)।

পারস্য চিরদিনই কবিতার দেশ,—গীতি-প্রবণতাও ইহার অধিবাসী-বৃন্দের মধ্যে অল্প নহে। যে সকল খ্যাতনামা কবি পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন, শেখ সাদী তাঁহাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান। তিনি একজন অনুপ্রাণিত (Inspired) কবি। যখন কলা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ একদল পণ্ডিত আতাবকের সিংহাসন ঘেরিয়া বিরাজমান, সেই সময় তাঁহারই রাজত্বকালে সিরাজ নগরে সাদীর জন্ম হয়। সাদীর প্রতিভা তদীয় পৃষ্ঠপোষক সাদ্-বিন-জঙ্গির আশ্রয়ে সর্ব্বপ্রথম সিরাজেই বিকাশ প্রাপ্ত হয় (৫৯৯—৬২৩ হিঃ অঃ) এবং ঐ নামের প্রতি সম্মান-বশতঃই তিনি 'সাদী' নাম পরিগ্রহ করেন।

সাদীর প্রতিভা অল্প বয়সেই পুষ্টিলাভ করে এবং নানাদেশ ঘুরিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষা ও জ্ঞানভাণ্ডার এতই পরিপূর্ণ করিয়া তোলেন, যে ছাত্র-জীবন ও ভ্রমণের সাহায্যে যে গ্রন্থরাজি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যকে অতিক্রম করা দূরে থাক, সম-অবস্থায় বৰ্দ্ধিত অপর কোনো লেখক তাঁহার সমকক্ষতাও লাভ করিতে পারেন নাই। গুলিস্তাঁন ও বুস্তাঁন, যাহার রচনা সাদীকে অমরতা দান করিয়াছে, যথাক্রমে ৬৫৬ ও ৬৫৭ হিজরাব্দে রচিত হয়। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদগুলি সমস্তই শেষ বয়সের রচনা। তাঁহার রচনাবলী বিশ্ববাসীর আদরের বস্তু। ইহার একটী কারণ এই যে,

নানাদেশের আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল ভ্রমণের ফলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সমসাময়িক প্রধান সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনাবলীর একটী নিজস্ব বিশেষ গুণও আছে। যদিও জীবনের শেষভাগেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বহুবিধ ছন্দ ও রচনা-রীতি অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং আজ জগৎ-সমক্ষে তাঁহার কবিতা-বলীর প্রায় ২০,০০০ কবিতা বিদ্যমান।

এশিয়ায় সাদী ও হাফিজ এতই শ্রদ্ধার পাত্র যে তাঁহাদের রচনা যাহারা পড়ে নাই অথবা তাঁহাদের জ্ঞান-গর্ভ বাণীসমূহ যাহাদের জীবনের নীতিতে পরিণত হয় নাই, তাহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়াই মনে করা হয় না। সাদীর রচনাবলীর অপর নাম "নিমকদান" বা কবিতার "লবণ-ভাণ্ডার"; এবং বিশ্বের বিচারালয়ে শেখ সাদী পারস্য ভাষার একজন সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য। মৌলানা হতিফি ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহার রচনার মূলে দৈবী-প্রেরণা বিদ্যমান।

সাদী পারস্যের শ্রেষ্ঠ মরমী কবি এবং এই জাতীয় কবিতার জনপ্রিয় সুলেখক। তাঁহার খ্যাতি প্রথম হইতেই। হাফিজের সময় তাঁহার গীতি-কবিতা এতই বিখ্যাত হইয়াছিল যে হাফিজও আপন অজ্ঞাতসারে তাঁহার কতকগুলি ছন্দ ও উক্তি স্বীয় রচনায় আত্মসাৎ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

স্বভাবতঃই সাদীর রচনা নীতি-নিষ্ঠ। তাঁহার প্রতিভার এই বিশেষত্ব তাঁহার যাবতীয় রচনাতেই অনুস্যূত। তাঁহার বুস্তাঁন ও গুলিস্তাঁনের রচনা-রীতি সম্পূর্ণ হৃদয়-রস-মধুর, অসংখ্য নীতি-গর্ভ বাণী দ্বারা উজ্জ্বল এবং জীবন্ত আখ্যায়িকায় এমন সুসজ্জিত যে তাহা অতীব সুখপাঠ্য।

সাদীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য যুক্তি বা উক্তি পারম্পর্য্য রক্ষায় নহে, পরন্তু তাঁহার মতামতের ঔদার্য্যে। তাঁহার রসভাণ্ডার সর্ব্বপ্রকার রুচিরই মালমসলায় পূর্ণ; অত্যুৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, সুরুচির-সুন্দর ও কুরুচি-পরিম্লান সবই সেখানে বর্ত্তমান। তাঁহার রচনাবলী হইতে এমন মতামতও উদ্ধার করা যায় যাহা একপক্ষে 'একহার্ডথ' বা টমাস্ 'কেম্পিসেরই যোগ্য; আবার অপরপক্ষে সিজার 'বোর্গিয়া'র' ও 'হেলিওগেবালুসেরই' কাছাকাছি। তাঁহার রচনাবলী উত্তম হইতে অধমতম স্তর-ভেদে প্রাচ্য ভাবধারারই ঘনীভূত সংগ্রহ, এবং ইহা নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে যে, যেখানেই পারস্য ভাষার চর্চ্চা হইয়াছে সেই-খানেই তাঁহার রচনাবলী সাড়ে ছয় শতাব্দী ধরিয়া শিক্ষার্থীদের হস্তে প্রাথমিক শিক্ষা-লাভের জন্য প্রদত্ত হইয়া আসিয়াছে।

সাদীর রসিকতা যেমন মৌলিক তেমনি অপূর্ব্ব; গুলিস্তাঁন ও বুস্তাঁনের সর্ব্বাঙ্গ এইরূপ রসিকতার চমৎকার নিদর্শন-সমূহে সমুজ্জ্বল।

একদিকে যেমন মহাকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, অপরদিকে নীতির সুমহান প্রচারক বলিয়াও সাদী অল্প বিখ্যাত নহেন। সাদীর নৈতিক উপদেশ-সমূহের মহামূল্যতা ইহাতেই সপ্রমাণ হয় যে তাঁহার নীতি-বিজ্ঞান-প্রণালী বহুদূর ব্যাপিয়া অনুসৃত হয়।

সাদীর প্রতিভা কল্প-লৌকিক (Mystical) নয়, বা স্পষ্টতঃ গীতি-প্রবণও নহে। তিনি ছিলেন একজন সাংসারিক হিসাবে জ্ঞানীলোক, ভূয়োদর্শন-সম্পন্ন একজন দার্শনিক; আর এইজন্যই, এমন কি তাঁহার গজলগুলিতে পর্য্যন্ত, নীতিবিষয়ক ও রুচি-সম্পর্কীত যুক্তি ও উক্তি বারংবার আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গজলগুলিও, গজলের পোষাকে ঢাকা 'নীতি-বিজ্ঞানমূলক কবিতা।'

সাদী একদিকে ছিলেন একনিষ্ঠ সুফী, অপরদিকে সম্পূর্ণ জগৎ-ব্রহ্মবাদী। 'তিনি বলেন যে মূর্ত্তি-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইলেও পূজা চিরকালই পূজা, এবং বাহ্য অবস্থা বা আবেষ্টনী এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে। সুফী অজ্ঞেয়বাদ মুসলমানের জীবন ও চিন্তার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবিত্বই এই অজ্ঞেয়-বাদের মূল উপাদান এবং পারস্যের প্রধান কবি মাত্রেই সুফী। এই অজ্ঞেয়বাদের বিশিষ্ট প্রণালীর সহিত সুপরিচিত না হইলে পারসী কবিতার মর্ম্মকোষে প্রবেশ করা অসম্ভব। সাদীর গীতি-কবিতার মূল কল্পনাগুলিও ঐ সুফীধর্ম্ম অধ্যয়ন ও সুফী-ভাবে অনুপ্রেরণারই ফল,—যদিও অধ্যাপক ব্রাউনের মতে, ইহা ঐ কাল-ধর্ম্মেরই প্রভাবে। জলালউদ্দিন শেখ সাদীর সমসাময়িক এবং ফরিদউদ্দিন আত্তার তাঁহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুফী মতবাদে পৃথিবী এতই ভরিয়া গিয়াছিল যে, অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, সাদী সুফী প্রবচনের পৌনপুনিক ব্যবহার কোনোমতেই পরিহার করিতে পারেন নাই।

মোটের উপর শেখ সাদী একজন মহাত্মা ও মহাকবি। তিনি যে মহাত্মা ছিলেন তাহার প্রমাণ, জীবিতাবস্থাতেই তাঁহাকে লোকে ঋষি হিসাবে দেখিত, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে নানা দিক-দেশের তীর্থযাত্রীরা তাঁহার সমাধি দেখিতে ও তদুপরি তাহাদের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকে। লেখক হিসাবে তাঁহার নৈপুণ্য সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি শিল্পকলার আধুনিক যুগেও জীবিত আছে এবং সুসভ্য ও সুপণ্ডিত সমালোচক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াও সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল মন্তব্য এড়াইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার অনেক ভাবরাজি একালের বহু উদারচেতা মনীষীর সম্পূণ্য যোগ্য, এবং যখন আমরা তাঁহার সমসাময়িক বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী বা তদ্দেশবাসী বহুকাল পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার

সাধনা সম্পদের তুলনা করি, তখন আমাদের শ্রদ্ধা যেন আরও বহুগুণে বাড়িয়া যায়।

— এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র নন্দী মহাশয়, বঙ্গসাহিত্যে পারস্যের এই মহাকবিরজীবনীর অভাব দূর করিতে যে প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দিত। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে একজন হিন্দু ইহা রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার অভিজ্ঞ ও তাঁহার সংগ্রহও যথেষ্ট। তিনি পারস্য ভাষায় এবং ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় এ সম্বন্ধে লিখিত অধিকাংশ প্রামাণ্য গ্রন্থই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে পারস্যের মহাকবিকে সুচিত্রিত দেখিয়া আমি পরিতৃপ্ত। 'পারস্যের গজল-রচয়িতাদের ইতিহাস,' সাদী-প্রতিভার 'তুলনায় বিচার,' 'সুফী-অজ্ঞেয়বাদের ইতিহাস' নিপুণভাবে লিখিত এবং প্রচুর তথ্য ও গবেষণায় পরিপূর্ণ। গুলিস্তাঁন ও বুস্তাঁনের সুন্দর ভাবধারা সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকার সাহায্যে যেভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা পড়িতে বড়ই সুখরাঠ্য। শেখ সাদী ও ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসিকত্বা ও প্রতিভার তুলনায় বিচার অতি চমৎকার; এই পরিচ্ছেদ গ্রন্থখানির মূল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। সুন্দর ভাষায় ও ভঙ্গীতে অতি যত্নের সহিত গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ করিয়া লিখিত। ইহা যে বাঙালী পাঠকের নিকট আদর পাইবে ও বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। যদি এই গ্রন্থ তরুণদিগের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়, তাহা হইলে আমি আনন্দ লাভ করিব।

আমি গ্রন্থকারের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাফল্য ও এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষয় বস্তু।

১—১৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয় বস্তু।

১৩—৩৪ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিষয় বস্তু।

৩৫—৭৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষয় বস্তু।

৮৫—৯৭ পৃষ্ঠা।

পরিচ্ছেদ

বিষয় বস্তু।

৯৭—১১১ পৃষ্ঠা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিষয় বস্তু।

১১২—১২২ পৃষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১২৩—১৩০ পৃষ্ঠা।



শেখ সাদী—পর্য্যটক বেশে

শেখ মসলেউদ্দিন সাদি

জীবন-কথা।

১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের পূর্ব্বতন রাজধানী সিরাজনগরে শেখ সাদি জন্ম গ্রহণ করেন। দৌলত সাহ বলেন, ইঁহার প্রকৃত নাম মসলেউদ্দিন অর্থাৎ সত্যধর্ম্মের বিচারক (umpire of the truth). মহম্মদের জামাতা আলি ইঁহাদের বংশের আদি পুরুষ। কবি জামি তৎপ্রণীত সুফিগণের জীবন-কথা-গ্রন্থ অর্থাৎ নাফ্‌ৎ-উল-আনাস্‌ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সাদি "শরিফ্‌" অর্থাৎ অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সাদির পিতার নাম শেখ আবদুল্লা। (১) সিরাজনগর বিদ্বান ও দার্শনিকের

জন্মও বংশ।

জন্মভূমি বলিয়া বিখ্যাত। সিরাজ এত স্বাস্থ্যপ্রদ যে সিরাজে বাসকালে দিবারাত্র পাঠ বা চিন্তা করিলেও মস্তিষ্ক অবসন্ন হয় না। সিরাজের একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন "জিন্নতেও (স্বর্গেও) রুকনাবাদ নদীর তটভূমি ও মুসল্লার পুষ্পোদ্যান পাইবিনা।" মস্তিষ্কের এই অসাধারণ স্বাস্থ্যের ফলে সিরাজ প্রদেশে এত বিদ্বান দার্শনিক ও কবি উৎপন্ন হইয়াছেন যে ততগুলি বোধ হয় সমস্ত ইরাণের অন্য অংশে উৎপন্ন হন নাই। (২) এই সময় পারস্যে আতাবক্‌ তক্‌লা বংশীয় রাজন্যবর্গ রাজত্ব করিতেন। সাদির পিতা শেখ আবদুল্লা মশ্‌লহ

---

(১) ঈশ্বরের দাস।

(২) মানসী ও মর্ম্মবানী ১ম খণ্ড ১৩২৫—২৬।

এই রাজ পরিবারের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। (১) তিনি অতিশয় বিচক্ষণ কর্ত্তব্যানুরাগী, ধর্ম্মভীরু, সৎসাহসী ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। সাদির মাতার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বোস্তাঁ পাঠে

পিতৃ-মাতৃ পরিচয়।

জানা যায় যে, সাদির মাতা পুত্রকে কঠোর শাসনের আবরণে রাখিতেন। মাতার শাসনের কথা সাদি গুলিস্তাঁয় লিখিয়াছেন। ডাক্তার জেমস্ রস্ বলেন, সাদির মাতুল বংশ পণ্ডিতের বংশ। পাণ্ডিত্যের জন্য প্রখ্যাত। বিখ্যাত বিদ্বান সুপ্রসিদ্ধ মোল্লা কুতব অলেমা সাদির মাতুল ছিলেন। অনেক পণ্ডিত বংশের সহিত ইঁহারা কুটুম্বসুত্রে আবদ্ধ ছিলেন। (২)

কবি জামি বলেন, কবির পিতৃ-প্রদত্ত নাম শেখ শর্ফ উদ্দিন; উপাধি মশ্‌লহ। কিন্তু তিনি সাধারণের নিকট শেখ মসলেউদ্দিন সাদি সিরাজী

কবির নাম ও 'সাদি' উপাধি গ্রহণ।

নামেই পরিচিত। কথিত আছে যে, ইহা ছাড়া কবির আরও দুটী নাম ছিল, যথা,—সাদি তাখাল্লাস- মসলেল্ কব্।

(১) সাদির অন্যতম জীবনী-লেখক হাজি লতিফ্ আলি বলেন—সাদির পিতা শেখ আবদুল্লা দৈব দুর্বিপাকে অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, এক দয়ালু ব্যক্তি তাঁহাকে এই রাজপরিবারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। আবদুল্লা দেওয়ানের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। এই কর্ম্ম তিনি এরূপ বিশ্বস্ততা ও পরিশ্রমের সহিত করিতেন যে দয়ালু পৃষ্ঠপোষক কর্ম্মের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দের সহিত আবদুল্লার পদোন্নতি করিয়া দেন। দৌলত সাহ, তাঁহার তুজ্-খিরহ-অস্-আ-হারা অর্থাৎ পারস্য কবিগণের জীবনচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—সাদির পিতা আবদুল্লা সিরাজ রাজদরবারে প্রধান মন্ত্রীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কবির রচনা হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) আটিশকাদা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক উদারহৃদয় ব্যক্তির অনুগ্রহে আবদুল্লা রাজদরবারে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন ও সেই ব্যক্তির কন্যার সহিত আবদুল্লার বিবাহ হয়। পরে সাদির জন্ম হয়।

সাদ্‌বংশীয় রাজন্যবর্গের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কবি 'সাদি' উপাধি গ্রহণ করেন।

শেখ সাদির জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে কবির জীবন পাঁচটীস্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে কবি ধ্যানরত তপস্বীর মত সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল কঠোর সাধনার দ্বারা বিদ্যার্জ্জন করেন; দ্বিতীয় স্তরে ভক্তপ্রেমিক কবি ভিস্তিরূপে মক্কাতীর্থে অবস্থান করেন; কবির ভিস্তি-মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যেন প্রেমপিপাসী কবি বাঞ্ছিত সন্ধানে মক্কাতীর্থে আসিয়া তাঁহারি প্রীতির জন্য ভিস্তি হইয়া তৃষ্ণাতুর পথিককে শীতলজলদান করিতেছেন; জলদেবতা খিজ্‌-অর ভক্ত-কবির সাধুকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "আবেহায়াৎ" অর্থাৎ স্বর্গমন্দাকিনীর পবিত্র বারি

কবির জীবনের পাঁচটী স্তর। দিতেছেন, কবি অঞ্জলি পুরিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই পবিত্র বারি পান করিতেছেন। তৃতীয় স্তরে পর্য্যটকরূপে কবি জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছেন। চতুর্থ স্তরে তাঁহার কবি-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়; এই স্তরই কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ স্তর; এই স্তরেই পারস্যের জাতীয় প্রতিভার মূর্ত্ত অবতাররূপে কবি সাদি জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান। পঞ্চম স্তরে কবি ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন ধর্ম্মসাধকরূপে সর্ব্বশ্রেণীর মানবের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন।

বাল্যকাল হইতেই সাদি অতিশয় পাঠানুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবন পিতৃ-সংসর্গেই অতিবাহিত হয়। সাদি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন। বাল্যকালেই সাদির তরুণ হৃদয়-ক্ষেত্রে যে ঈশ্বরপরায়ণতা,

বাল্য-কথা। সত্যবাদিতা, ধর্ম্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত হয়, ভবিষ্য জীবনে তাহা মহান মহীরুহে পরিণত হয়। সাদি বাল্যকাল হইতেই নমাজ উপাসনাদি ক্রিয়াকর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ব্রত, উপবাস ও রাত্র জাগরণ করিয়া হদিশ্‌ ও তফ্‌শির*

---

* হদিশ্‌ অর্থাৎ মুসলমান স্মৃতিশাস্ত্র, তফ্‌শির অর্থাৎ কোরান।

অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম্মাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন। পিতার ধর্ম্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, সাধু-প্রকৃতি, বালক সাদির তরুণ হৃদয়কে ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিয়াছিল। একদিন সাদি অধিক রাত্র পর্য্যন্ত তাঁহার পিতার সহিত বসিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন। রাত্র অধিক হওয়ায় অধিকাংশ শ্রোতৃমণ্ডলী নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। সাদি ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই, অনন্যমনা হইয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন। ক্রোড়ের উপর ধর্ম্মপুস্তকখানি রহিয়াছে। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে সাদি দেখিলেন যে সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; ইহা দেখিয়া সাদি তাহার পিতাকে বলিলেন, "দেখ, বাবা, ইহারা কেহই প্রার্থনার জন্য মাথা তুলিল না; ইহারা যেরূপ ভাবে ঘুমাইতেছে, ইহাদিগকে মৃতও মনে করিতে

সাদির পিতৃ-প্রকৃতি। পারা যায়।" পিতা পুত্রের কথা শুনিয়া, পুত্রকে বলিলেন, "প্রিয় পুত্র! পরোক্ষে নিন্দা করা অপেক্ষা তোমার নিদ্রিত থাকাই ধর্ম্মজনক।" ইহা হইতে সাদির পিতৃ প্রকৃতি কিরূপ ছিল, বেশ অনুমান করিতে পারা যায়। সাদির বাল্যকালে বিদ্বান ও সাধু এই দুই দলে ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল। কবির পিতা বিদ্বান অপেক্ষা সাধুর দলের পক্ষপাতী ছিলেন। কবি প্রথম জীবনে পিতার উপদেশ মত সাধুরদলের পক্ষপাতী হন। পরে যখন বিদ্যার্জ্জন করেন, তখন বিদ্বানগণের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। সাদি বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থা হইতেই সুফির দলে যাতায়াত করিতেন। কবি জামি তাঁহার "নাফ্‌ত-উল-আনাস্‌" (১) গ্রন্থে বলিয়াছেন, সাদি উত্তর জীবনে সুফীদলভুক্ত হইয়া পড়েন ও নিজে সুফিগনাগ্রগণ্য হয়েন। †

(১) সুফিগণের জীবন-কথা পুস্তক।

† সুফীধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনা ও রহস্যমূলক। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে এই মত প্রথম প্রচারিত হয়। আরবী ভাষায় সুফী শব্দের অর্থ পশম। এই ধর্ম্মমতাবলম্বী

সাদির প্রাথমিকশিক্ষা সিরাজ নগরেই হয়। সাদি তাঁহার মাতুল বিদ্বান-শ্রেষ্ঠ স্বনাম-প্রসিদ্ধ মোল্লা কুতব অলেমার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুলই বিজ্ঞানশাস্ত্রে সাদির প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন। বোস্তাঁ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কিশোর বয়সে কবির পিতৃ-বিয়োগ হয়। সাদির পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। রাজবাটী হইতে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা নিজ পরিবার প্রতিপালন করিয়া অতি সামান্য অর্থ যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, তৎ-সমুদায়ই সাধুসেবায় ব্যয় করিতেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি সঞ্চিত অর্থ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সাংসারিক এরূপ অবস্থায় কবির পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় সাদিকে বড়ই অর্থ কষ্টে পড়িতে হয়।

বিদ্যারম্ভ, পিতৃ-বিয়োগ।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অলূপ-অর্সলার মন্ত্রী খাজা নিজাম-উল-মুলুক্ তুসীর, কর্ত্তৃক হিরাট নয়শাপুর, ইস্পাহান, বসোরা ও বাগদাদে পাঁচটী

দরবেশগণ পশমের পোষাক পরিধান করিতেন বলিয়াই ইঁহাদিগকে সুফী বলা হইয়া থাকে, অনেকে এরূপ অনুমান করেন। আবার অনেকের মতে গ্রীক সফো (Sophos অর্থাৎ জ্ঞান) শব্দ হইতে সুফী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সুফীধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরই একমাত্র সৎস্বরূপ। তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য ও কল্যাণগুণের সমাশ্রয়। ভগবানের জীবের সহিত প্রেম-মিলন এবং পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় ইত্যাদি বিষয় সুফী ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। সুফীসাধকগণ ঈশ্বর প্রেমে উন্মাদ। সাদি, হাফেজ, জালালুদ্দিন রুমি, ফরিউদ্দিন আটার প্রভৃতি পারস্য কবিগণের রচনা পাঠ করিলেই সহজেই অনুমিত হইবে। সুফীমতবাদিরা বলেন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অবাঙ্‌মনস গোচর শ্রীভগবানের বহিঃ প্রকাশমাত্র; সর্ব্ববস্তুতেই তিনি বিদ্যমান আছেন, সুফিমত বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ড এবং আচার অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীভগবানের সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপনই এই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। সুফীধর্ম্মাবলম্বীগণ আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাধকগণের মত শ্রীভগবানকে প্রিয়জন, প্রেমাস্পদ, বা প্রেমপাত্রীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। আমাদের উপনিষদের ঋষি, কবীর, রামানন্দ, তুকারাম, তুলসী-দাস, মীরাবাই প্রভৃতি মরমীসাধক (mystic) ও বৈষ্ণব কবিগণের সহিত পারস্যের সুফী কবিগণের সাধনার যে আশ্চার্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

মদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তনকালে এই পাঁচটি মদ্রাসা বিদ্যাপীঠস্থান-

বাগদাদের নিজামিয়া মদ্রাসা।

রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বাগদাদের মদ্রাসাই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বোচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছিল। এই পাঁচটী মদ্রাসার ছাত্রগণ মধ্যে অনেকে বিদ্বান, দার্শনিক, জ্যোতির্ব্বিদ ও কবি রূপে জগতে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাগদাদের নিজামিয়া মদ্রাসা হইতেই সাদির উচ্চ বিদ্যারম্ভ হয়। সাদির জ্ঞান পিপাসা এতই বলবতী ছিল যে,—তিনি দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়াও মুহূর্ত্তের জন্য কখনো জ্ঞানার্জ্জনের কথা ভুলেন নাই। পিতৃবিয়োগের পরও কবি কিছুকাল সিরাজে থাকিয়া পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন, পরে

জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ ও বাগদাদ যাত্রা।

জ্ঞানান্বেষণের জন্যই প্রিয় জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া বাগদাদ যাত্রা করেন। এই সময় বাগদাদ প্রসিদ্ধ বিদ্বান পণ্ডিতগণের মিলন-মন্দির-রূপে পরিণত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ ত্রিশবৎসরকাল ধ্যানরত তপস্বীর মত কঠোর সাধনার দ্বারা কবি বিদ্যার্জ্জন করেন। এই কঠোর সাধনায় সাদির সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল।

সাধনায় সিদ্ধি ও উচ্চ সম্মানলাভ।

মদ্রাসার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ সাদিকে "ইদ্‌রার"* রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন।

বাগদাদে আসিয়া সাদি বড়ই অর্থ কষ্টে পড়েন। নিজামিয়া মদ্রাসার সুবিখ্যাত অল্লামা আবুল-ফারাজ-আবদুল রহমন শ্যামসুদ্দিন-বিন-জৌজি (১) সাদির তীক্ষ্ণ মেধাবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, পাঠানুরাগ ও

প্রথম রচনা।

বিনয়-নম্র ব্যবহারে সাতিশয় মুগ্ধ হন। একুশ বৎসর বয়সে সাদি একটী প্রবন্ধ রচনা দ্বারা শিক্ষাগুরু শ্যামসুদ্দিনকে সমধিক চমৎকৃত করেন। এই রচনাই কবির সাহিত্য-জীবন-

* ইদ্‌রার অর্থাৎ সভ্য, Fellow.

(১) ইনি জমালুদ্দিন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যাত্রার পাথেয় স্বরূপ। সাদির আশ্চর্য্য রচনাশক্তি দেখিয়া শিক্ষাগুরু

শিক্ষাগুরুর স্নেহ ও সাহায্য লাভ।

জৌজি সাদিকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে থাকেন। সাদির পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তাহার সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়াছে দেখিয়া তিনি সাদির জন্য একটী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইহাতে সাদির দুরবস্থা অপনীত হয়। সাদি তাঁহার শিক্ষাগুরু আবুল ফারাজ আবদুল রহমন শ্যামসুদ্দিন-বিন-জৌজির নিকট সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। গুলিস্তাঁর উনবিংশ উপাখ্যানে গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সাদি শিক্ষাগুরু আবুল ফারাজ আবদুল রহমন শ্যামসুদ্দিন-বিন-জৌজির উদ্দেশ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিয়াছেন। যৌবন-প্রারম্ভ হইতে জ্ঞানান্বেষী সাদি বিদ্বান মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিতেন।

মহাকবি জামি বলেন, সাদি ছাত্রজীবনেই বিখ্যাত বিদ্বান সুফীগণাগ্রগণ্য শেখ সাহাবুদ্দিন আবু হাফস্ উমর বি মহম্মদ অল্

শেখ সাহাবুদ্দিন সুরওয়ারদ্দিন।

বকৃরি অস্ সুরওয়ার্দ্দির (১) সহিত সুফি মতবাদ ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক ও বিচারে প্রবৃত্ত হন। সুফিশ্রেষ্ঠ সাহাবুদ্দিনের নিকট সাদি সুফি-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শুধু শেখ সাহাবুদ্দিনের ধর্ম্মশিষ্য ছিলেন না, সাহিত্য-শিষ্যও ছিলেন। কবি সাদির জীবনের উপর সাহাবুদ্দিনের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর লক্ষিত হয়। কবি বোঁস্তায় ছাত্রগণের প্রতি সুরওয়ার্দ্দির অনাবিল প্রেম ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা পরম শ্রদ্ধা ভরে বর্ণনা করিয়াছেন।

---

(১) ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান, সাহিত্য-সেবী ও ভাববাদী (mystic). রাজাব দেশে ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। শেখ সাহাবুদ্দিন সুরওয়ার্দ্দি তাঁহার পিতৃব্য আব-উন-নাজিব-এস-সুরওয়ার্দ্দির কর্তৃক মরমীপন্থাবলম্বন করেন (mysticism). ইঁহার রচিত আউ-আর্-ই-ফুল-মথা-র্-ইফ্ (স্বর্গের দান) নাম পুস্তক সবিশেষ প্রসিদ্ধ। শেখ সাহাবুদ্দিন বাগদাদের সুফি ও শেখগণের প্রধান আচার্য্য ছিলেন।

বোঁস্তার সপ্তম পরিচ্ছদে কবি ছাত্রজীবনের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিরাজের বাদশা আতাবক্ আবু বকর বিন্‌সাদ বিনজঙ্গীর * নামে আপনার তখল্লুস্ (১) 'সাদি' রাখেন। কবি গুলিস্তাঁর উপক্রমনিকাতে আবুবকর্ বিনসাদ্ বিনজঙ্গীর সবিশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। কবির কোন নিকট আত্মীয় বাদশাহের উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কবি বাদশাহের অনুগ্রহ-দৃষ্টিলাভ করেন।

বাদশাহের অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভ।

দৌলত সাহ বলেন, কবি ত্রিশ বৎসরকাল মদ্রাসায় সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে বাগদাদ ত্যাগ করিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানসঞ্চয় ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন।

পর্য্যটন সূচনা।

সাদি হজ করিতে চৌদ্দ বার মক্কাতীর্থে গমন করেন; তন্মধ্যে দ্বাদশবার পদব্রজে গমন করেন। গিলান দেশস্থ মহাজ্ঞানী পীর শ্রেষ্ঠ আবদুল কাদেরের সহিত কবি প্রথম বার মক্কা যাত্রা করেন। (২)

আবদুল কাদের গিলানির সহিত মক্কা যাত্রা।

পীরশ্রেষ্ঠ কাদের গিলানীর নিকট সাদি ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। মক্কাতীর্থ বাসকালীন সাদি কিছুকাল ভিস্তি হইয়া পবিত্র স্থান ধৌত করিয়া দিতেন ও তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান করিতেন। ভক্ত প্রেমিক সাদির এই সাধুকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া জলদেবতা খেজ্-অর্ আবেহায়াৎ অর্থাৎ স্বর্গ-মন্দাকিনীর পবিত্র বারি পান করিতে দেন এবং প্রত্যাদেশ করেন, কাব্যশাস্ত্রের সকল বিভাগে তুমি অপূর্ব্ব পারদর্শিতালাভ

---

* বিন্=Son of, বিনসাদ্=সাদের পুত্র।

(১) কবিতাতে ভনিতা দিবার জন্য সংক্ষিপ্ত নাম।

(২) পারস্যের অন্তর্গত গিলান প্রদেশে জন্ম বলিয়া, ইনি গিলানি নামে বিখ্যাত। ইনি ১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

করিবে ও তোমার সমকক্ষ কেহ থাকিবে না। ইহার পর হইতে সাদির কবিত্বের উন্মেষ ও স্ফুর্ত্তিলাভ হয়।

কবিত্বের উন্মেষ ও স্ফূর্ত্তিলাভ।

সাদির কবিত্বের উন্মেষ ও স্ফুর্ত্তিলাভ সম্বন্ধে আর একটী কৌতুককর ঘটনা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। একবার সাদি আরমিনিয়া দেশে তাঁহার কোন বন্ধুর বাটীতে দীর্ঘকাল বাস করেন। তৎকালে আরমিনিয়ার লোকেরা মৃত্যুর পূর্ব্বে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিত; আরমিনিয়া হইতে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে বৎসরের মধ্যে একবার কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহারা প্রান্তরে আসিয়া জড় হইত। এই স্থানে তাহারা নৃত্য-গীতবাদ্য আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইত। প্রমোদকারীগণ বয়সের তারতম্যানুসারে স্থির হইয়া পরস্পরের কোমরবন্ধ ধরিয়া পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া নমস্কার পূর্ব্বক মরুভূমির দিকে ছুটিত; কোথায় যে তাহারা যাইত, তাহার কোন সংবাদ কেহ বলিতে পারিত না। সাদির নিকট এ সমস্ত ঘটনা যেন প্রহেলিকার মত বোধ হইত; দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি কোন প্রকার সদুত্তর প্রাপ্ত হন নাই; প্রায়ই কবি এ রহস্যের কথা চিন্তা করিতেন, একদিন স্থির করিলেন, তিনি নিজেই রহস্যোদ্ঘাটন করিবেন। সুযোগ ও ঘটিল। পরবর্ত্তী বৎসরে এই উৎসবের সময় সাদি দেখিলেন, তাহার এক প্রিয় বন্ধু বানপ্রস্থের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; সাদি ঠিক সেই সময়ে তাহার বন্ধুর কোমরবন্ধ ধরিয়া কহিলেন, বন্ধু, তোমার চির-বিদায়-রহস্যের কথা যদি আমাকে বুঝাইয়া দাও, তবে তোমাকে ছাড়িব। বন্ধু, গম্ভীর-ভাবে সাদিকে কোমর বন্ধ ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিল, ম্যালিক-আল্-ম-অত্ মৃত্যুদূত (Angel of Death) আমার অপেক্ষা করিতেছে; বন্ধু, আমাকে আর ধরিয়া রাখিও না, ছাড়িয়া দাও। সাদির বন্ধু এই কথা বলিয়া সবেগে ছুটিল।

কবির কবিত্বের উন্মেষ সম্বন্ধে একটী গল্প।

সাদি পূর্ব্ববৎ তাহার বন্ধুর কোমরবন্দ ধরিয়াছিল, তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ছুটিলেন। বন্ধু এরূপ তীরবেগে সাদিকে লইয়া ছুটিতেছিল যে সাদির ভয় হইল, যদি দৈবক্রমে একবার হাত ফস্‌কাইয়া যায় তাহা হইলে মৃত্যু ত হইবেই, পরন্তু রহস্যোদ্ঘাটনও হইবে না। অবশেষে তাহারা মরুভূমির মধ্যস্থলে একটী শস্যশ্যামল প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবকটী সাদির হাত ছিনাইয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল ও একটী ঘাসের চাপড়া তুলিল। চাপড়া তুলিতেই একটী কবরের দ্বার বাহির হইল। সাদির বন্ধু ক্ষিপ্রতার সহিত সেই কবরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বন্ধুর কবরের চারি ধারে মাটি ছড়াইয়া দিয়া কবরের শিয়রে বসিয়া কয়েক দিন ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে হঠাৎ একটী কবিতা সাদির মুখ হইতে বাহির হয়। ইহার পর হইতে সাদির কবিত্বের উন্মেষ ও স্ফুর্ত্তি লাভ ঘটে। (১) কবিজামি বলেন, সাদি খেজ্‌-অরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শুধু যে কাব্যশাস্ত্রের সকল বিভাগেই অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, বিজ্ঞানশাস্ত্রেও তিনি অপূর্ব্ব পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। আবার তিনি গৃহস্থের কল্যাণের জন্য অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডও করিতেন। কবির অমানুষিক ক্রিয়া-কাণ্ডের সম্বন্ধে দৌলত সাহ বলেন যে, কবি শেষ জীবন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেন সেই সময় তিনি গৃহস্থের কল্যাণের জন্য অনেক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেন। কবি এশিয়া মাইনর, বারবরা, আবিসিনিয়া, মিশর, ত্রিপলী, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন. আরমিনিয়া,

পর্য্যটন। আরবের নানা প্রদেশ, সমগ্র পারস্য, তুরাণের অনেক নগর, সমরখণ্ড, কাশগর, ভারতবর্ষ, ইয়োরোপের ইটালি, রোম প্রভৃতি নগর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে যে দেশের মধ্যদিয়া গিয়াছিলেন, সেই

---

(১) প্রথম ঘটনার সহিত দেবী সরস্বতীর নিকট হইতে কবি কালিদাসের বরলাভ ঘটনার সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় ঘটনার সহিত কবিগুরু বাল্মিকীর কবিত্বের উন্মেষ ও স্ফুর্ত্তিলাভ ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

সেই দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া, সেই সকল ভাষায় কবিতা রচনা করেন।

ভাষা শিক্ষা; ভাষা জ্ঞানে পারদর্শিতা।

কথিত আছে, সাদি সর্ব্বশুদ্ধ আঠারটী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন ও এই আঠারটী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া প্রভূত যশ লাভ করেন। ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে লাটিন ভাষায় কবি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ রোমক অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ Senecaর গ্রন্থাবলী বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।*

তিনি একাদিক্রমে সুদীর্ঘ চল্লিশবৎসরকাল ভ্রমণ করেন। ইব্রাহিম খাঁ বলেন, এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের ফলস্বরূপ সাদি নানা বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন, ও তাঁহার পর্য্যটক-জীবনের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তন্মধ্যে

পর্য্যটনের ফল।

কতকগুলি উল্লেখযোগ্য; যথা,— আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দেশ ও রাজ্য দর্শন ও তৎঅধিবাসীগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ, অবস্থার পরিবর্ত্তন, ভাগ্য-বিপর্য্যয়, সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের সহিত আলাপ-আলোচনা, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জ্জন, সর্ব্বোপরি খিজ্ ্অরের প্রদত্ত আবেহায়াৎ পান ও জলদেবতার প্রত্যাদেশে কাব্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ। কবির জাগতিক ব্যাপারের জ্ঞানলাভের নিদর্শন স্বরূপ আমরা পাঠক পাঠিকাগণকে গুলিস্তাঁর তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্বিংশ উপাখ্যানটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই সময় তাঁহাকে কখনো স্বচ্ছল অবস্থায়, কখনো বা অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ পর্য্যটন কাহিনী সাদি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইহাকে কবির আত্মজীবনী বলিতে পারা যায়। এই পর্য্যটন কাহিনী তাঁহার কঠোর পরিশ্রম, অর্থাভাব কষ্ট ও ধৈর্য্যশীলতার পরিচয়

* "That Videt Egyptiam et Italiam; and that he was much skilled in the oriental languages; nay, that he had studied the Latin tongue, and had deligently perused the works of Seneca."

E. Kœmpher,

দেয়। এই সময়কার একটী মাত্র কাহিনী আমরা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পর্য্যটন সময়ে কষ্টের কাহিনী ও জুতার খেদ।

একবার সাদি পদব্রজে মিসরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। অর্থাভাব প্রযুক্ত জুতা কিনিতে পারেন নাই; নগ্নপদেই চলিয়াছেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিকটস্থ এক মস্‌জিদে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এইস্থানে বসিয়া তিনি জুতার অভাবের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বারবার বলিতেছিলেন, আর নগ্নপদে মিসরের উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া চলিতে পারি না। জুতার অভাবে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। আর বোধ হয় হাঁটিতে পারিব না। ঠিক সেই সময় একটী লোক অতিকষ্টে ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিল এই লোকটীর দু'টী পা-ই ছিল না। এই হতভাগ্যকে দেখিয়া সাদির জুতার খেদ মিটিয়া গেল। সাদি মনে মনে পরম দয়ালু ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, মেহেরবান আল্লা, আমার প্রতি তোমার কত দয়া। আমার তবু পা আছে, এ হতভাগ্যের দু'টী পা-ই একেবারে নাই।"

বন্দী, দাসরূপে বিক্রিত ও উদ্ধার লাভ।

দামস্কাস ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে সাদি ফ্রাঙ্কদিগের হস্তে বন্দী হন এবং পূর্ব্ব ত্রিপলীতে ইহুদী দাসগণের সহিত বিক্রীত হন। এই সময় তাঁহার ক্লেশের সীমা ছিল না। আলপ্পো নিবাসী জনৈক বণিক দশ দীনার* পরিবর্ত্তে কবিকে ক্রয় করেন। এই বণিকের সহিত সাদির পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। বণিক সাদিকে উদ্ধার করিয়া নিজ বাটীতে আশ্রয় দেন। কিছুকাল পরে বণিক সাদির সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহে সাদি সুখী হইতে পারেন নাই। এই স্ত্রীর সম্বন্ধে সাদি গুলিস্তাঁর একবিংশ উপাখ্যানে লিখিয়াছেন

---

* তৎকালীন স্বর্ণ মোহর বিশেষ। প্রত্যেক দীনার মূল্য পনর টাকা।

"সাধু ব্যক্তির সংসারে মন্দ স্ত্রী ঢুকিলে তাহাকে নরক ভোগ করিতে হয়।" এই উক্তি হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,

বিবাহ; দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি ও পত্নী বিয়োগ।

কবির দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। যাহা হউক বেশী দিন তাঁহাকে দাম্পত্য-জীবনের অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। সত্বর তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়।

১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে সাদ্‌বিন জঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবুবকর্ বাদশা হন। ইনি পিতার মত রাজ্যউচ্ছেদকারী, কীর্ত্তিলোলুপ ছিলেন না, পক্ষান্তরে ইনি শান্তিপ্রিয় ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। দৌলত সাহ বলেন, বাদশা আবুবকৃর তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উদার ও জ্ঞানী ছিলেন তৎকালীন বিদ্বান, কবিগণের প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ ছিল। রাজ-কার্য্য সমাপন করিয়া বাদশা অধিকাংশ সময় বিদ্বানগণের সহিত জ্ঞানালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। পূর্ণ উদ্যমে নবীন বাদশা সিরাজের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সিরাজের ঘরে ঘরে সুখশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। নবীন বাদশার অক্লান্ত পরিশ্রমে সিরাজের পূর্ব্ব গরিমা ফিরিয়া আসিল। এই সময় সাদি সিরিয়া দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। জন্মভূমি সিরাজের পূর্ব্ব গৌরব, শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সাতিশয়

স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন।

আনন্দলাভ করেন। স্বদেশে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। ইহার কিছুদিন পরেই কবি জন্মভুমি সিরাজ-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সাদি স্বভাবতঃ বড়ই আমোদপ্রিয় ও পরিহাস রসিক ছিলেন।

পরিহাস রসিকতা।

আমোদ বা পরিহাসের সুযোগ পাইলে কি বালক, যুবক, বয়োবৃদ্ধ সকলেরই সহিত আমোদ ও পরিহাসে মাতিতেন। নর্ম্মোক্তিতে সাদি তৎসাময়িক প্রত্যেক গ্রন্থকার অপেক্ষা

গরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পরিহাসের মধ্যে শ্রোতারা উপদেশ-রত্ন লাভ করিত। কবি কখনো কখনো প্রকাশ্য স্থানে অথবা মস্‌জিদে

বক্তৃতা। বক্তৃতা, উপদেশ দিতেন। তাঁহার বক্তৃতা-সভায় বিস্তর লোকের সমাগম হইত। অন্যান্য বিদ্বানগণের মত তিনি কখনো কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেন না। অন্ধ গোঁড়ামি তাঁহার সাধু চরিত্র স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই; হৃদয়ের প্রশস্ততা উদারতা যে তাঁহার রচনাবলীর সহিত এক সূত্রে গ্রথিত, তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিলে ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সাদির মত উদার প্রকৃতির বিদ্বান, বাগ্মী, দেবত্বের পবিত্র ব্যাখ্যাতা (unsullied instructor of divinity) সিরাজনগরে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি এতই উদার

উদারতা। ছিলেন যে তাঁহার জীবনী-লেখকেরা তাঁহাকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত স্থির করিতে না পারিয়া অনুমানে কেহ তাঁহাকে সিয়া, কেহ বা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জনসাধারণ যে কবিকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিত, তাহা তাঁহার দৃঢ়তার জন্য নহে পরন্তু হৃদয়ের প্রশস্ততা ও সার্ব্বভৌমিক উদারতায় (catholicity) মুগ্ধ হইয়া। সার্ব্বজনীন প্রীতি ও উদারতাই কবির সর্ব্বজনপ্রিয়তার (Popularity) কারণ হইয়াছিল।

সাদির আত্মসম্মানজ্ঞান এতই প্রবল ছিল যে তিনি অতিকষ্টে পড়িলেও কখনো আত্মসম্মান বর্জ্জন করেন নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাটী

আত্মসম্মানজ্ঞান। তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। একবার সাদি দরবেশের বেশে দামস্কাসের কোন মস্‌জিদে উপস্থিত হন। সেই সময় দামস্কাসে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। গৃহস্থেরা অর্থাভাব প্রযুক্ত দরবেশ-গণের সেবা করিতে পারিত না। নগরের এক ধনবান নপুংসক এই সময় দরবেশগণের সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মস্‌জিদের সমস্ত দরবেশ নপুংসকের বাটীতে আহার করিতে

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা যাইবার সময় সাদিকে ডাকিল। সাদি নপুংসকের বাটীতে আহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "পশুরাজ সিংহ ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইলেও কখনো কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষা করে না।"

বোস্তাঁ পাঠে জানা যায়, যে, কবি ভারতে আসিয়াছিলেন। কবির জীবনী-লেখকেরা বলেন যে সাদি একাধিকবার ভারতে আসিয়াছিলেন। একবার গুর্জ্জরের সোমনাথ মন্দির দর্শন করিতে, একবার আফগান বাদশা আগলুমশের নিকট, ও দুইবার দিল্লির প্রসিদ্ধ কবি অমির খস্রুর নিকট। কবির একাধিকবার ভারতে আগমন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। শুনা

ভারতে আগমন ও সোমনাথের মন্দির দর্শন।

যায় এই সময়েই তাঁহার সহিত দিল্লির প্রসিদ্ধ কবি অমির খস্রুর সহিত পরিচয় হয়।* সাদি খস্রুকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। কবি গুর্জ্জরের সোমনাথের মন্দির দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করেন কিন্তু, মন্দিরের পাণ্ডাগণের ব্যবহারে বড়ই ক্ষুব্ধ হন। বোস্তাঁর অষ্টম অধ্যায়ে সোমনাথের মন্দির দর্শন সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত গল্প আছে। সেই কাহিনীটী আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

---

* সৈয়র-উল-মুতক্ষরিণ পাঠে জানা যায় যে, সাদির সময়ে অত্যাচারী বাদশা জেঙ্গীষ খাঁর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পারস্যের যে সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় পারস্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তন্মধ্যে কবি অমির খস্রু ও অমির হোসেন এই দুই কবি দিল্লির বাদশা সুলতান মহম্মদের পিতা গিয়াসুদ্দিন বোলবনের রাজত্ব সময়ে পারস্যের সীমান্তবর্ত্তী মুলতানে আগমন করেন। সুলতান মহম্মদের রাজত্ব সময়ে কবি অমির খস্রু দিল্লির রাজকবি-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কবি অমির খস্রু সুলতান মহম্মদের সদাসঙ্গী ছিলেন। মহম্মদ পিতা অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত এবং তিনিই খস্রু মুখে সাদির কবিত্বের প্রশংসা শুনিয়া ও তাঁহার গুলেস্তাঁ ও বোস্তাঁ পাঠ করিয়া প্রীত হন এবং কবিকে রাজকবি-রূপে দিল্লিতে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সাদি লিখিয়াছেন, "সোমনাথের মন্দির মধ্যে একটী হস্তীদন্তের মূর্ত্তি দেখিলাম। হীরা-মণি-মুক্তা-জহরৎ প্রভৃতি যত প্রকার বহুমূল্যবান ঐশ্বর্য্য আছে তদ্দ্বারা এই মূর্ত্তিটী মণ্ডিত। মূর্ত্তিটী এত সুন্দর যে ইহা অপেক্ষা সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে না। সমস্ত দেশের তীর্থ-যাত্রীরা এই স্থানে আসিয়া জড় হয়। দেখিলাম, সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার

অদ্ভুত গল্প।

সহিত এই জড়পুত্তলিকার পূজা করিতেছে। একটী ব্রাহ্মণকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা চেতন মানুষ হইয়া অচেতন জড়ের পূজা করিতেছ কেন? তোমাদের কর্ম্ম দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি; তোমরা সকলেই কুসংস্কার-কুপের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছ। এই জড় পুত্তলিকার হস্ত বা পদ উত্তোলন করিবার কোন ক্ষমতা নাই, যদি তোমরা ইহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, মাটী হইতে উঠিতে পারিবে না। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, এই জড় পুত্তলিকার দু'টী চক্ষু ধাতু পদার্থে নির্ম্মিত? চেতন মানুষ হইয়া স্ফটিক চক্ষু জড়ের পূজা করা মূর্খতার পরিচায়ক।" ব্রাহ্মণ আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে ঘেরিয়া ফেলে। আমি দেখিলাম যে ইহারা আমাকে অনায়াসে বধ করিতে পারে। বিপদ বুঝিয়া মন্দিরের প্রধান পাণ্ডাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, তোমরা আমার বক্তব্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পার নাই, আমি এই ঠাকুরকে বড় ভক্তি করি; আমি বিদেশী লোক, ঠিক মত বুঝিতে পারি নাই, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেলাম। ভালরূপ বুঝিয়া খুব ভক্তিভরে পূজা করিব। তখন ব্রাহ্মণেরা আমার কথা বিশ্বাস করিল ও আনন্দের সহিত আমাকে বলিল, আজ রাত্রে মন্দিরে অবস্থান কর, কাল প্রাতে এ মূর্ত্তির ক্ষমতা দেখিও, তখন তোমার অবিশ্বাস দূর হইবে। পরদিন প্রাতে দেখিলাম নগরের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ মন্দির মধ্যে একত্রিত হইল। তখন মূর্ত্তিটী এরূপভাবে হস্তোত্তলন করিল, যেন

বা বরদান করিতেছে। তাহারা সকলে পূজার জন্য নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিয়া গেল। প্রধান পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'এইবার তোমার অবিশ্বাস দূর হইয়াছে?' প্রধান পূজারির অজ্ঞানতা দেখিয়া ক্রন্দনের ভান করিয়া বলিলাম, পূর্ব্বের উপহাসের জন্য আমি বড়ই অনুতপ্ত হইতেছি। আমার প্রতি প্রধান পাণ্ডার বড়ই দয়া হইল; আমাকে মূর্ত্তির নিকট যাইতে দিল। আমি মূর্ত্তির হস্ত চুম্বন করিলাম। পাণ্ডারা আমার ভক্তিভাব দেখিয়া আমাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লইল। ব্রাহ্মণ হইয়া তাহাদের সহিত বিস্তর তর্ক করিয়াছিলাম। কিছুদিন মন্দিরে বাস করিবার পর এক রাত্রে দেখিলাম মন্দির মধ্যে কেহই নাই; তখন মন্দিরের সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। সিংহাসনের নিকট আসিয়া আমি এই জড় পুত্তলিকার হাত উঠাইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সিংহাসনের পশ্চাতের পরদা তুলিতেই দেখিলাম, একজন ব্রাহ্মণ রজ্জু হস্তে বসিয়া আছে। জড় মূর্ত্তির হস্তোত্তলন-রহস্য তৎক্ষণাৎ আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। আমাকে দেখিয়া রজ্জুধারী ব্রাহ্মণ পলায়ন করিল। আমি দেখিলাম, এই ব্রাহ্মণ যদি অন্যান্য পাণ্ডাগণকে লইয়া আসে, তাহ'লে আমার আর নিস্তার নাই। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া তাহাকে ধরিয়া একটী কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তৎপরে গুজরাত হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম।"

এই গল্পটীর মত অদ্ভুত গল্প বোধ হয় আর নাই। ইহা সাদির রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার জীবনী-লেখকেরা বলেন যে গল্পটী সাদির রচনা। আমাদের বিশ্বাস, এই অদ্ভুত গল্পটী কোন পরবর্ত্তী লেখক প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কেননা গল্পের মধ্যে মুসলমানকে হিন্দুর দেব-মন্দিরে প্রবেশ অধিকার দেওয়া, মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে দেওয়া, মন্দির মধ্যে রাত্রিকালে অবস্থান

করিতে দেওয়া এবং মুসলমানকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া, এ সমস্ত অদ্ভুত কথা যে অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কারণেই আমাদের মনে হয় গল্পটী কোন পরবর্ত্তী লেখকের প্রক্ষিপ্ত রচনা।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, কবি অতি হীন অবস্থায় পতিত হইলেও কখনও আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইতেন না; ইহা যে তাঁহার দৃঢ় চরিত্র ও অসামান্য মানসিক বলের পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি একদিকে যেমন অসাধারণ কবি, অন্যদিকে তেমনি অসাধারণ বিদ্বান, বক্তা, সাধু বলিয়া বিশেষরূপে খ্যাত ও সম্মানিত ছিলেন। এতগুলি সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও সাদি সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ছিলেন। সিরাজ-বাসিগণ কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। কবি যে শুধু আপন

প্রকৃতি ও চরিত্র। কবিত্ব দ্বারাই জনসাধারণের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা নহে; তিনি তাঁহার অনন্য-সাধারণ হৃদয়-মাধুর্য্য, উদারতা, শিশুর মত সরল ব্যবহার, পুষ্প-কোমল প্রকৃতি ও সাধু-চরিত্র বলেই কি স্বদেশবাসী, কি বিদেশবাসী সকলেরই হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি কবিত্ব-সৌরভ মুগ্ধ ভক্ত, কি জ্ঞানপিপাসু ধর্ম্মানুরাগী ভক্ত, কি বাদশা, উজির, বণিক, কি জনসাধারণ সকলেরই মস্তক সাদির কবিত্ব ও পূত চরিত্রের নিকট আপনা আপনি ভক্তিভরে নত হইত। সর্ব্বসাধারণেই কবির উদার হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া ভ্রাতৃ-নির্ব্বিশেষে প্রীতি-স্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। সাদির প্রকৃতি ও চরিত্র এতই মধুর ও উদার ছিল।

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশবাসী বেশভূষার আদর করিয়া থাকেন। মনুষ্য সমাজের সকলেই বেশবিন্যাসের পক্ষপাতী। সমাজের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বেশবিন্যাসের বিষয়ে সম্পূর্ণ

। ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু ও কবিগণকে এ বিষয়ে বেশবিন্যাস নিস্পৃহতা। উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়।* এই নিস্পৃহতার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রথমে ইঁহাদের সমুচিত সম্মান প্রাপ্ত হন না। সভ্যতা-দীপ্ত সমাজ অপরিচিতের গুণের অপেক্ষা বেশ-বিন্যাসের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখেন। সাদিও বেশবিন্যাস বিষয়ে বড়ই উদাসীন ও নিস্পৃহ ছিলেন। তজ্জন্য সাদিকেও সময়ে সময়ে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

কবি হামামুদ্দীন ও শেখ সাদি।

একবার সাদি তাব্রিজের প্রসিদ্ধ কবি হামামুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কবি হামামুদ্দিন খোজার সহিত সাদির পূর্ব্ব বা প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না কিন্তু উভয়ে উভয়ের কবিত্বে মুগ্ধ ছিলেন। কবি হামামুদ্দিন সাদির হীনবেশ দেখিয়া সাদিকে সামান্য ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরে শেখ একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া আত্মপরিচয় দিলে, কবি হামামুদ্দিন সাদির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাহার হস্তচুম্বন করিয়া সাদিকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেন। আর একবার এক বিদ্বান-সভা সাদির দীন বেশ দেখিয়া সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার অসম্মান করিয়াছিল। ঘটনাটী এইরূপ,—

এক ধনী কাজীর বাটীতে এক বিদ্বান-সভার অধিবেশন হয়। সাদি দরিদ্রের বেশে তথায় উপস্থিত হন এবং সেই সভার বিদ্বানগণের বসিবার উচ্চাসনে নিজ আসন গ্রহণ করেন। দরিদ্র ব্যক্তিকে পণ্ডিত-

---

* পারস্যের কবি হাফেজ, ওমরখৈয়াম্, ইংলণ্ডের কবি কাউপর, টেনিসন বাঙ্গালার কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কবির জীবন-কথায় উদাহরণ স্বরূপ কবিদেরই নাম উল্লেখ করিলাম।

গণের নির্দ্দিষ্ট সম্মুখস্থ উচ্চাসনে বসিতে দেখিয়া গৃহস্বামী কাজি অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং কর্ম্মচারীর সাহায্যে সাদিকে তথা হইতে উঠাইয়া গৃহের সর্ব্বশেষের আসনে বসিতে বলেন। সাদি কিছুই না বলিয়া কাজির নির্দ্দেশ মত আসনে বসেন। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বিদ্বান মহাশয়েরা মোরগের যুদ্ধের অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া করতালি লাভ করিতে লাগিলেন।

কাজি ও সাদি।

কিছুক্ষণ ধরিয়া এরূপ চীৎকার করিয়া পণ্ডিত মহাশয়েরা পরিশ্রান্ত হইলেন; কিন্তু তর্কের কোন প্রকার মীমাংসা হইল না; ঘরের শেষের দিক হইতে কবি কিছু বলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী দরিদ্র ব্যক্তির অসম্ভব স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরান; কিন্তু পরে কবির বিনয় নম্র বচনে মুগ্ধ হইয়া অনুমতি প্রদান করেন। সামান্য কথায় সরলভাবে সাদি যখন সেই অমীমাংসিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিলেন, তখন সভা গৃহের চারিধারে ধন্য ধন্য রব উঠিল। তখন গৃহস্বামী কাজী অনুতাপ করিয়া বলিলেন, "বিজ্ঞবর! আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই; আপনার দীন বেশ দেখিয়া আপনাকে সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়া পণ্ডিতের উচ্চাসন হইতে নামাইয়া যে অসম্মান করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পূর্ব্বে আপনার পরিচয় পাইলে, কখনই এরূপ ঘটিত না।" এই বলিয়া কাজী নিজ মস্তকস্থিত মূল্যবান রেশমী পাগড়ী খুলিয়া সম্মানের উপহার স্বরূপ কবির মস্তকে পরাইয়া দিবার জন্য কোন কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারী কাজির আদেশ মত সাদির মস্তকে পাগড়ী পরাইতে আসিলে, তাহাকে সাদি নিরস্ত করিয়া কাজিকে বলিলেন, "আমি দরিদ্র ব্যক্তি, আপনার ও পাগড়ীতে আমার আবশ্যক নাই, আপনার ও পাগড়ীর এমন একটা বিশেষ গুণ আছে, উহা যে মস্তকে উঠে, তাহারি মস্তকে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া দেয়।

পাগড়ীধারীর হিতাহিত বিচারের কোন ক্ষমতা থাকে না। মানুষের জ্ঞান তার মস্তিষ্কেই থাকে, শতহস্তপরিমিত পাগড়ীর মধ্যে থাকে না। গর্দ্দভ রেশমী পোষাক পরিলেও সে গর্দ্দভই থাকে। সুতরাং এরূপ বিশেষ গুণবিশিষ্ট পাগড়ী মস্তকে ধারণ করিয়া আমি পশু হইতে ইচ্ছা করি না।” এই বলিয়া সাদি সেই সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

সাদি যে কেবল বেশ বিন্যাসের সম্বন্ধেই নিস্পৃহ ছিলেন, তাহা নহে। সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার নিস্পৃহতা ও বৈরাগ্য প্রকাশ পাইত। কতশত ভক্ত কত অর্থ, কতশত মূল্যবান দ্রব্য সম্ভার আনিয়া কবিকে উপহার দিত। কবি এই সমস্ত অর্থ বা দ্রব্যাদি নিজে ব্যবহার করিতেন না। সমস্তই দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। পারস্যের নরপতি আবাখাঁর রাজস্বসচিব শ্যামসুদ্দিন * সাদির একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন ও “ পিতা ” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি সাদিকে দশ সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটী থলি উপহার দেন। সাদি এই থলির একটী মুদ্রাও নিজ কার্য্যের জন্য ব্যয় করেন নাই। তিনি এই অর্থ দ্বারা সাধু সেবা ও একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই সকল ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাদি জীবন-যাত্রার বাহ্য আয়োজনে কিরূপ নিস্পৃহ, ও ত্যাগে কিরূপ আত্মবিস্মৃত ছিলেন। সাদি নিজেই বলিয়াছেন, “যে ঈশ্বরপরায়ণ সে আধপেটা খাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব সাধু সন্ন্যাসিকে দান করে।” একথা সাধু-চরিত্র সাদির সম্বন্ধে যেমন খাটে এমন আর কাহারও সম্বন্ধে খাটে না।

* ইনি তাব্রিজের বিখ্যাত কবি আলাউদ্দিনের ভ্রাতা।

সাদি তাঁহার সমসাময়িক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকগণের সহিত পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ কবি জেলালুদ্দিনরুমি,* হকিম নিজারী ও খোজা হামামুদ্দিনের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। খে়লা-সা-উল-আস্‌-হর নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, সিরাজের বাজারের এক ফল বিক্রেতার দোকানে ঘটনাক্রমে সাদির সহিত কবি নিজারির সাক্ষাৎ হয়। ইহার পূর্ব্বে কেহই কাহাকেও চিনিতেন না। কিন্তু উভয়ে উভয়ের কবিত্বের সহিত পরিচিত ছিলেন। সাদি যেরূপ রহস্যপ্রিয় ছিলেন, কবি নিজারি সাদি অপেক্ষা কম রসিক ছিলেন না; সরস কথাবার্ত্তায় উভয়ে উভয়কে কবি বলিয়া চিনিতে পারেন। কবি নিজারি সাদিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার কবিতা তিনি আবৃত্তি করিতে পারেন কিনা;— কবি সাদি ও কবি নিজারি। ইহার উত্তর স্বরূপ সাদি, কবি নিজারির কবিতার মত্‌লা অর্থাৎ প্রথম শ্লোক (stanza) আবৃত্তি করেন। সাদি কবি-ভ্রাতা নিজারিকে নিজ গৃহে মহা সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং কবি-বন্ধুর সম্মানের জন্য মহা আড়ম্বরের সহিত একটী প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন। এই প্রীতি-ভোজে তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হয়। কিছুকাল পরে সাদি খোরসান গমন করিলে তাঁহার সহিত কবি নিজারির সাক্ষাৎ হয়। নিজারি মহা আনন্দের সহিত সাদিকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন ও শেখ সাদির প্রচুর পরিমানে মূল্যবান খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন ও ব্যয় বাহুল্য প্রকাশের জন্য রহস্য করিয়া সাদিকে প্রথম দিবস একটী মৃন্ময় পাত্রে একটু গরম দুগ্ধ ও একখণ্ড রুটি প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিন এক

* সাধারণতঃ ইনি মুলোউই মানো-ই অর্থাৎ mystical doctor নামে প্রসিদ্ধ। সাদি ও জেলালুদ্দিন উভয়েই মন্ত্রী শ্যামসুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষিত ছিলেন। উভয় কবির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও কেহই কাহারও সম্বন্ধে নিজ পুস্তকে কোন প্রকার উল্লেখ করেন নাই।

থালা, ভর্জ্জিত মৎস্য, তৃতীয় দিন সিদ্ধ মাংস আহার করিতে দিয়া বলেন, "বন্ধু, আমার গৃহের এই সামান্য খাদ্য-দ্রব্য তোমাকে সারাবৎসর দিতে পারি, কিন্তু তুমি অতিরিক্ত খরচ করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিলে, ওরূপ ব্যয়-বাহুল্য ও আয়োজন বেশী দিন চলে না।" রহস্য করিয়া চটুল জবাব দিতে তৎকালে সাদির সমকক্ষ কেহই ছিল না। কবির চটুল জবাব সম্বন্ধে যে কৌতুককর গল্প প্রচলিত আছে, সেটী আমরা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পারস্যের কোন দেশে এক রাজকুমারী বাস করিতেন। এই রাজকুমারী যেরূপ অপরূপ সুন্দরী, তেমনি আশ্চর্য্য রকম বিদ্যাবতী ও কলাবতী ছিলেন। রাজকুমারীর অপরূপ রূপ লাবণ্যের খ্যাতির সহিত তাঁহার অপূর্ব্ব মানসিক-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ হৃদয়ের খ্যাতি চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাজকুমারীর অপূর্ব্ব বিদ্যাবত্তা ও অপরূপ সৌন্দর্য্যের

সাদির চটুল জবাব।

খ্যাতি বহু পূর্ব্ব হইতেই কবি সাদির কর্ণ-গোচর হইয়াছিল। অনেক দিন হইতেই কবির হৃদয়ে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিবার ইচ্ছা জাগরূক ছিল। সাদি সদাই রাজকুমারীর দর্শনের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। একদিন রাজকন্যা রাজপ্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান-বাটিকায় দিনযাপনের জন্য গিয়াছেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া তিনি হুকুম দেন যে, বাগানের চতুর্পার্শ্বস্থ দরজাগুলি এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যেন, কোন ব্যক্তি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। রাজকুমারী উদ্যান বাটিকায় অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া সাদি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-প্রতিমা দর্শন করিতেই হইবে। তিনি অনেক কৌশলে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী ঝোঁপের মধ্যে এমনভাবে লুকাইয়া রহিলেন, যাহাতে কবির মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখা না যায়! সাদি মস্তক তুলিবামাত্র রাজকুমারী ও কবির চারি

চক্ষুর মিলন হইল। রাজকুমারী কবি সাদিকে দেখিয়া ছন্দে বলিয়া উঠিলেন,

"মাটি ফাটিয়া এক বাঁদরের মাথা দেখা দিয়াছে!"

রাজকুমারীর এবম্প্রকার কথা শুনিয়া সাদি বলিলেন, মাদী গাধার কর্কশ ধ্বনি শুনিয়া মদ্দা মাটির মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে।* সাদির এই চটুল জবাব (Repartees) শুনিয়া রাজকুমারী লজ্জিত হইলেন ও বুঝিলেন এ ব্যক্তি কবি সাদি ভিন্ন আর কেহই নয়। রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ মহাসমাদরে কবিকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

কবি সাদি প্রিয়দর্শন যুবকগণ অথবা রাজকুমারগণের সাহচর্য্য এত ভাল বাসিতেন যে আত্মগোপন করিয়া সামান্য আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারীরূপে তাহাদের সহিত বেড়াইতেন। একদিন একটী ঘটনা ঘটিল, সাদি এক কন্দর্প-বিনিন্দিত প্রিয়দরশন রাজকুমারের ঘোড়ার সহিসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। একদিন রাজকুমার এই ছদ্মবেশী সহিসের সহিত ঘোটকে চড়িয়া ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন; রাজকুমারের মন সেদিন বড়ই প্রফুল্ল ছিল। তিনি প্রফুল্ল মনে একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে চলিতেছিলেন, কিন্তু একটী চরণ বিস্মৃত হওয়ায় অনেক চেষ্টা করিয়াও এই শ্লোকটীর পাদপূরণ করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে মন্ত্রী, সভাসদ, তাঁহার রাজ্যের বিদ্বানগণ সকলে মিলিয়া এই কবিতাটীর পাদ পূরণের জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলেই অপারগ হইল। রাজকুমার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বৃত্তি বন্ধ ও গৃহ বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দিলেন। তখন ছদ্মবেশী সহিস উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কবিতাটীর পাদ পূরণ করিয়া দিলেন। ছদ্মবেশী সহিসের রচনা শক্তি দেখিয়া রাজকুমার এতদূর আশ্চার্য্যন্বিত

কবিতার পাদ পূরণ।

* বর্ত্তমান রুচিতে এরূপ রসিকতা অপরিপাক যোগ্য।

হইয়াছিলেন, যে প্রথমে কিছুক্ষণ তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত সহিসরূপী সাদির হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি কবি শেখ সাদি, তিনি ভিন্ন এরূপ পাদ পূরণ করিবার ক্ষমতা কাহারও হইতে পারে না। আপনি সহিসের ছদ্মবেশে আমার সহিত আসিয়াছেন।" কুমার মহা সমাদর ও শ্রদ্ধার সহিত কবিকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান।

এই সময় (৮২ বৎসর বয়সে) কবি বোস্তাঁ রচনা করেন এবং ইহার এক বৎসর পরেই গুলিস্তাঁ রচনা করেন। বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ প্রকাশের পর সাদির কবিত্ব-সৌরভ বসন্তের বাতাসের মত চারি ধারে ছড়াইয়া পড়ে। গুলিস্তাঁ প্রকাশিত হইলে কি

কবিত্বের প্রসার। স্বদেশ—কি বিদেশ—কি ধনী, নির্ধন, সুলতান, বাদশা উজীর মহাজনের গৃহে, কি রাজদরবারে সর্ব্বত্রই পঠিত হইতে থাকে; সর্ব্বত্রই কবির কবিত্বের প্রশংসা হয়। জনসাধারণে দলে দলে আসিয়া কবিকে অভিনন্দন প্রদান করে। কেহ বা কবিত্ব-সৌরভ লুব্ধ হইয়া, কেহ বা কবির মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণের আশায়, কেহ বা জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য, কেহ বা কবির সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে আসিত। সাদির কবিত্বের সৌরভ এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে, দিল্লীর বাদশা সুলতান মহম্মদ, সাদির কবিত্ব, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ও রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া কবির প্রতি বাদশার শ্রদ্ধা-নিবেদনের চিহ্ন স্বরূপ অনেক মহা-মূল্যবান উপহার ও নিমন্ত্রণ-পত্র সমেত একজন মাননীয় রাজকর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। এই পত্রে সুলতান কবি সাদিকে দিল্লির রাজ-কবিরূপে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শেখ সাদি সুলতানের উপহারে পরিতুষ্ট হইয়া নিজহস্তে বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ নকল করিয়া সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ বাদশাকে উপহার দেন এবং বলিয়া পাঠান

যে বৃদ্ধবয়সে (তখন সাদির বয়স নব্বই বৎসর) পারস্য ত্যাগ করিয়া যাইতে তিনি অপারগ। সাদির জীবনী-লেখক দৌলত সাহ বলেন, সুদীর্ঘকাল পর্য্যটনের পর সাদি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন, সেই সময় ভক্তগণ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া কবিকে উপহার দিত। কবি ইহার কিয়দংশ উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বণ্টন করিয়া অবশিষ্টাংশ সিরাজের দরিদ্র কাঠুরিয়াগণের জন্য তুলিয়া রাখিতেন।

সাদি যে কেবল শুধু বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে—যে সমস্ত বিষয় উপদেশ দিতেন, সেই সমস্ত কার্য্য তিনি ধর্ম্মজ্ঞানে যথা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার উপদেশাবলীর সার মর্ম্ম এই যে, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য ও অপরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলেই তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইল। জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করাই ধর্ম্ম—জপের মালা ঘুরাইলে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করা হয় না। সাদি ধর্ম্মের ভান, সাধুর ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি চিরদিনই ভণ্ডের শত্রু ছিলেন। সাধুগণের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল না। সাধুদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, সাধুরা আত্মমুক্তির জন্য যেরূপ চিন্তিত

সাদির ধর্ম্মমত ও সাধু বিদ্বেষ।

থাকেন, তাহাতে পতিতের উদ্ধারের দিকে তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি থাকে না; গুলিস্তাঁর একটী উপাখ্যানে কবির সাধু-বিদ্বেষ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাদির সাধু-বিদ্বেষ-চিত্রটী নিম্নে আমরা চিত্রিত করিয়া দিলাম। এক রাজা রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মানসিক করিল যে, শীঘ্র রোগমুক্ত হইলেই সাধুদের ধন দান করিবেন। রোগ-মুক্ত হইয়া রাজা এক ক্রীতদাসের হস্তে প্রচুর অর্থ দিয়া সাধুগণের মধ্যে বিতরণ করিতে পাঠাইলেন। সে সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে জানাইল, "প্রভু, নগরে একটীও সাধু পেলাম না!"

রাজা সক্রোধে বলিলেন, "সেকিরে! আমি খুব ভাল রকম জানি যে আমার রাজ্যে অন্ততঃ চারিশত সাধু আছে।" ক্রীতদাস বলিল "প্রভু, যাহারা সাধু, তাহারা আপনার অর্থ স্পর্শ করে না, আর যাহারা অসাধু তাহারাই অর্থ গ্রহণ করে।" রাজা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কথাটা কিন্তু সত্য।"

সাদির প্রকৃতি যেরূপ মধুর, হৃদয় যেরূপ মানস-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ছিল, তাঁহার শারীরিক গঠন প্রণালী কিন্তু তদ্রূপ সুকুমার ও সুঠাম ছিল না। আকৃতি। তিনি সুপুরুষ ছিলেন না। সিরাজবাসীগণের অনেকের মত তাঁর মস্তকে টাক ছিল। তিনি শীর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি ছিলেন।*

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর সাদি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহ কার্য্য আরব দেশস্থ ইয়ামান রাজ্যের অন্তর্গত সানা প্রদেশে সংসার। সাধিত হয়। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্র সন্তানটি শৈশবেই ইহলীলা সম্বরণ করে। বোস্তাঁর নবম অধ্যায় পুত্র-বিয়োগ-কাতর কবির বিয়োগবিধুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেছে। হাজি লতিফ আলিবেগ বলেন, কবি হাফেজের সহিত এই কন্যার শুভ বিবাহ হয়।

সাদি নির্জ্জনতা-প্রিয় ছিলেন। সুদীর্ঘকাল পর্য্যটনের পর স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত কবি নির্জ্জনেই ধর্ম্ম ও নির্জ্জন-প্রিয়তা ও কবির ঈশ্বর-সমাধির পূর্ব্বরাগ। কাব্যালোচনাতেই অতিবাহিত করেন। কবির এই সময়ের মানসিক অবস্থা ঈশ্বরমুখী ছিল। ঊষার পূর্ব্বকাশের অরুনিমার ন্যায় ভক্ত কবি-হৃদয় ঈশ্বর-সমাধির পূর্ব্বরাগ রঞ্জিত ছিল।

---

* সাদির মত বাঙ্গালার কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও দেখিতে কদাকার ছিলেন। অনেক বিষয়ে সাদির সহিত মজুমদার-কবির সাদৃশ্য আছে।

সিরাজের যে নির্জ্জন মনোরম স্থানটীতে কবির বাস-গৃহ ছিল। সেই স্থানটী সৌন্দর্য্য ও সুষমায় স্বর্গের নন্দন-কাননের তুল্য ছিল।

কবি জামি তাঁহার নাফ্-হ্যাত্-উল-আনাস্ নামক গ্রন্থে সাদির দৈবানুগ্রহ-লাভ ও ঐশী শক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পবিত্র মক্কাতীর্থ অবস্থানকালে সাদি ভিস্তি হইয়া মক্কা সহরের রাস্তায় জল সেচন করিতেন ও জলদান করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত পথিকগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। ভক্ত সাদির এই সাধুকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া জলদেবতা খিজ-অর্ সাদিকে "আবেহায়াৎ" দান করেন।* ইহার পর হইতে সাদি কাব্যশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শিতা ও বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেন। সাদির এক আত্মীয় এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, পরন্তু অবিশ্বাস করিতেন। রাত্রিকালে খিজ-অর্ এই অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে তাহার সন্দিগ্ধচিত্ততার জন্য স্বপ্নে অতিশয় তিরস্কার করেন। স্বপ্নদর্শনের পর এই ব্যক্তির চৈতন্যোদয় হয়। (১১) "নাকাতুল-আনাস" নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত অলৌকিক ঘটনাটী এরূপ লিখিত আছে।

---

* কবি জামি তৎপ্রণীত দিল্লির কবি আমির খস্রুর জীবন-কথা গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে কবি খস্রুও জলদেবতা খিজ্-অরের নিকট হইতে প্রেরণা ও স্বর্গমন্দাকিনীর পবিত্র পানীয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু জলদেবতা খিজ-অর তাঁহাকে বলেন যে, যাহা ছিল সমস্তই সাদি ও হাফেজ পাইয়াছে, আর কিছুমাত্র নাই। কবি হাফেজ দৈব-প্রেরণা ও ঐশীশক্তি লাভের পর "দ্বিতীয় সাদি" রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। হাফেজ নিজ দৈবানুগ্রহ লাভ সম্বন্ধে একটী গজলে লিখিয়াছেন, "গতকল্য প্রত্যুষে ভগবান জগতের দুঃখকষ্ট হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া কৃপা পূর্ব্বক স্বর্গ-মন্দাকিনীর পবিত্র পানীয় দান করিয়াছেন।"

(১১) ভক্ত প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস, নরোত্তমদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ প্রথমে অবিশ্বাস করিতেন, পরে দেবতার দৈবাদেশ ও তিরস্কারে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয়।

এক দরবেশ সাদিকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিত। সে সাদিকে ভক্ত-কবি বা বিদ্বান বলিয়া স্বীকার করিত না। একদিন রাত্রিকালে এই দরবেশ স্বপ্নে দেখিল, যে দেবদূতগণ আলোক-বর্ত্তিকা ও পারিজাত-মালা হস্তে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছে; দরবেশ দেবদূতগণকে ইহার কারণ

দরবেশের স্বপ্ন। জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, কবি সাদি বিশ্বস্রষ্টার গুণ কীর্ত্তন করিয়া একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সম্মানের জন্য এই ভাবে যাইতেছি। দরবেশ জাগ্রত হইয়াই সাদির গৃহাভিমুখে ছুটিল। কবিকে নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনাইল। দরবেশ যে সময় সাদির বাটীতে উপস্থিত হইল, ঠিক সেই সময় কবি সেই কবিতাটীর রচনা শেষ করিয়া গুণ গুণ স্বরে কবিতাটী আবৃত্তি করিতেছেন। আমরা নিম্নে কবিতাটীর ভাবানুবাদ করিয়া দিলাম—"যে বিজ্ঞ সেই কেবল শ্যামলপল্লবপূর্ণ বৃক্ষপত্রে স্রষ্টার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য-রহস্য দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে সৃষ্ট বস্তুর চারিধারে স্রষ্টার কত বুদ্ধি ও শক্তির ক্রীড়া বিরাজমান।"

দৈবানুগ্রহলাভ ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর হইতে জনসাধারণে কবিকে পয়গম্বর বিশ্বাসে ভক্তি করিত।* নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে এ কথার যাথার্থ বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সাদি বলিতেছেন, আমি যখন পবিত্র মক্কাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তাব্রিজ সহরে উপস্থিত

---

* পরবর্ত্তী যুগের কবি মৌলানা হাতিফা তাঁহার একটী গজলে সাদির পয়গম্বরত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যদিও পয়গম্বর মহম্মদ বলিয়াছেন "লা নাবিয়া বা আদি" অর্থাৎ আমার পর আর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিদের মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ প্রেরণায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পয়গম্বররূপে ভক্তি ও পূজা পাইবে। ফার্দ্দুসি বীররস কাব্যে, আনওয়ারী বিষাদ সঙ্গীতে ও সাদি গজল বা গীতিকাব্য রচনায় চির অমরত্ব লাভ করিবে।"

হইলাম, তখন তত্রত্য কবি, দার্শনিক ও যাবতীয় বিদ্বানগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া পরম প্রীতিলাভ করি। সেই সময়ে কবি আলাউদ্দিন ও তাহার ভ্রাতা, পারস্যের সুলতান আবাখাঁর রাজস্ব-সচিব, ভক্ত শ্যামসুদ্দিনের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা হওয়ায়, এই ভ্রাতৃ যুগলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলে পথিমধ্যে দেখিলাম, উভয় ভ্রাতা সুলতানের সহিত অশ্বারোহনে ভ্রমনে বহির্গত হইয়াছেন। তখন তাহাদের দর্শনাশায় হতাশ হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ভ্রাতৃ-যুগল অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমার চরণ বন্দনা করিল। সুলতান ইহা দেখিয়া শ্যামসুদ্দিনকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্যামসুদ্দিন বলেন, "ইনি আমাদের পিতা।" সুলতান বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে কতবার আপনাদের পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু আপনারা ত আপনাদের পিতার পরিচয় কখনো বলেন নাই।" শ্যামসুদ্দিন বলিলেন, "সুলতান, ইনি আমাদের পিতা অপেক্ষা পূজনীয় "শেখ সাদি"। ইঁহারই কবিত্ব-সৌরভ চারিধারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সুলতানের ও কর্ণগোচর হইয়াছে।" সুলতান আমাকে অভিবাদন করিয়া দরবারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কয়েক দিন পরে রাজদরবারে উপস্থিত হইলাম। রাজা সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে আমাকে বসিতে স্থান দিলেন। আমি আসন পরিগ্রহ করিলে, রাজা কোন একটী উপদেশ দান করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম, "পুরস্কার অথবা শাস্তি ব্যতীত কিছুই আপনার সঙ্গে যাইবে না, অতএব সুলতান! আপনি সত্যব্রত ও দানব্রত হউন।" সুলতানের অনুরোধে এই বিষয়টী ছন্দে রচনা করিয়া আমি কবিতায় তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—

"হে রাজন! যে রাজা পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন ও রাজ্যশাসন করেন, রাজকর তাঁর পুরস্কার স্বরূপ এবং তিনি রাখালতুল্য; আর যে রাজা প্রজা পালন রূপ মহাব্রত পালন করেন না, তাঁর রাজকর বিষতুল্য অর্থাৎ তিনি দুগ্ধদিয়া সর্পভীতি ক্রয় করেন।"

রাজা আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "শেখ, আমি কি রাখাল হইতে পারিব?" আমি বলিলাম, "সুলতান! আপনি যদি রাখাল হইতে পারেন, তাহা হইলে আমার কবিতার প্রথমার্দ্ধই যথেষ্ট, নতুবা অপরার্দ্ধই যথেষ্ট হইবে।" পুনরায় কবিতা আবৃত্তি করিলাম,

"সুলতান, রাজা ঈশ্বরের ছায়া সদৃশ জানিবেন। এই ছায়া কি কখনো কায়া ছাড়িয়া থাকিতে পারে? আর স্থির জানিবেন, অধম ব্যক্তিদ্বারা কখনো সুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, আর ইহাও জানিবেন, তরবারি দ্বারা কখনো রাজ্য শাসন করা যায় না। যে রাজা পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করেন, তাঁর কীর্ত্তি-খ্যাতি এ ক্ষিতি পৃষ্ঠে চিরদিন বিরাজমান থাকে।"

সাদির মন্ত্র প্রভাব ও বাক্‌সিদ্ধিলাভের নিদর্শন স্বরূপ আমরা দুইটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, সুদীর্ঘ পর্য্যটনের পর কবি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, জনসাধারণ, বাদশা, সুলতান, উজীর কবিকে দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে উপদেশলাভ করিতে আসিতেন এবং সকলেই কবিকে শ্রদ্ধার উপহার স্বরূপ প্রচুর অর্থ ও নানাবিধ মহা মূল্যবান দ্রব্যাদি দিতেন। একদিন একটী ঘটনা ঘটিল, এক চোর মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি করিবার জন্য কাঠুরিয়ার বেশে সাদির নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সুযোগ বুঝিয়া চোর চুরি করিবার জন্য হাত উঠাইবামাত্র, তাহার হাত ঊর্দ্ধে রহিয়া গেল। সে কোনমতেই হাত নামাইতে পারিল না।

হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। চোর অতি কাতর ভাবে সাদিকে বলিল, "শেখ, আর যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। আমাকে রক্ষা কর।" সাদি চোরের কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যদি কাঠুরিয়া হও, তোমার হস্তে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই কেন? আর যদি দস্যু হও, তোমার বাহুতে বল, ও হৃদয়ে সাহস নাই কেন?" যাহা হউক কবি চোরের জন্য মন্ত্রজপ করিলেন; জপ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চোর যন্ত্রণা মুক্ত হইল ও তাহার হাত ধীরে ধীরে নামিল।

কাঠুরিয়া বেশী চোর ও সাদি।

এক যুবক এক রাজকুমারীর প্রেমে পড়িয়াছিল। কিন্তু দুভাগ্যের বিষয় বিধাতা যুবককে দেহ-সৌন্দর্য্য অথবা ঐশ্বর্য্য এই দুটী জিনিষ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। রাজকুমারী যুবককে আদৌ পছন্দ করিতেন না বরং বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার কল্পনার মত দরিদ্র যুবকের রাজকুমারীর পানিগ্রহণ করার ইচ্ছার জন্য মনে মনে ঘৃণা করিতেন। রাজনন্দিনীর রূপ এবং প্রেমে যুবকের এতই আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং রাজকুমারী ভিন্ন বাহ্য জগতের অন্য কোন প্রকার চিন্তা তাহার মনে ছিল না; আত্মবিস্মৃত যুবকের রাজকুমারীর প্রতি প্রেমানুরাগের কথা বাদশার নিকট পৌছিলে, সুলতান এই উন্মাদ যুবককে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে বলেন, "যুবক, যদি তুমি সত্য সত্যই আমার প্রিয়তমা কন্যাকে ভাল বাসিয়া থাক, আমি তোমাকে আমার কন্যার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি এই রাজ-প্রাসাদের প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অক্ষত দেহে আমার নিকট আসিতে পার, তাহ'লে বুঝিব, সত্য সত্যই তুমি আমার কন্যার প্রকৃত অনুরাগী এবং তোমার হস্তেই আমার প্রিয়তমা কন্যাকে দান করিব। রাজকুমারী লাভের উন্মাদ কল্পনায় বিভোর হইয়া প্রেম-বলে বলীয়ান যুবক বাদশার অসম্ভব প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। বাদশা

তৎক্ষণাৎ এই বার্ত্তা রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বৃহৎ সভামণ্ডপ বসিল। দলে দলে আসিয়া জনসাধারণ সমবেত হইল। প্রেম-বলে বলিয়ান যুবক রাজ-আদেশে অট্টালিকার প্রাচীরে উঠিল। সকলেই উন্মাদ যুবকের কাণ্ড দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। যুবক প্রাচীরের উপর উঠিয়া লম্ফ দিবার পূর্ব্বে বলিল "হে রাজন! আমার মৃত্যুর পর রাজকন্যাকে এখানে আনিবেন; আপনার নিকট আমার অনুরোধ, আমার মৃতদেহ তাঁহারি ক্রোড়ে সমর্পন করিবেন; যদি আমার প্রিয়তমা অনুরাগে আমাকে চুম্বন করে—" যুবকের কথা শেষ হইতে না হইতেই সে লম্ফ দিয়া মাটিতে পড়িবা মাত্র, তৎক্ষনাৎ তার মৃত্যু হইল।

এই সভামণ্ডপে কবি শেখ সাদি উপস্থিত ছিলেন; তিনি প্রকৃত প্রেমিকের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা দেখিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে যুবকের অসমাপ্ত বাক্য ভবিষ্যৎবাণী স্বরূপ উচ্চারণ করিলেন, "তাহা হইলেই আমি বাঁচিব, তোমরা কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইও না।"

সভামণ্ডপের মধ্যে কবি শেখ সাদি উপস্থিত আছেন, জানিতে পারিয়া, সুলতান তৎক্ষণাৎ কবিকে মহা সমাদরে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; সাধু-প্রকৃতি কবির গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সুলতান এবং তাঁর সভাসদবর্গ শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিলেন ও তাঁহার অভাবনীয় আগমনকে যেন দৈব প্রেরণার মত অনুভব করিতে লাগিলেন। সুলতান কবির নিকট সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে, সাদি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া মৃত যুবকেরউক্তি-মত সাহজাদিকে সভা মধ্যে উপস্থিত করিবার জন্য বাদশাকে অনুরোধ করিলেন; রাজকুমারী উপস্থিত হইলে কবি, তাহাকে যুবকের মৃত দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া মৃত আত্মার তৃপ্তি ও শান্তির জন্য চুম্বন করিতে বলিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার দু'টী অধরের মিলন হইল। বড়ই আশ্চর্য্যের

বিষয় রাজকুমারীর অধর যুবকের অধরে মিলিত হইবা মাত্র, যুবক ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল, যেন গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিতেছে।

নিজ ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে দেখিয়া শেখ সাদি প্রেমিক যুবকের অসমাপ্ত রহস্যময় বাক্যের বিষয় বাদশা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সমবেত সভাসদবর্গকে বুঝাইয়া দেন। পরে প্রেমিক-প্রেমিকার শুভ-মিলন হয়।

সাদি সর্ব্বশুদ্ধ বাইশখানি গ্রন্থ রচনা করেন।* তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ইহাদের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

* কবির গ্রন্থাবলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে, নানা জনের নানা মত আছে। প্রাচ্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত D'Herbelot এবং সুবিখ্যাত Sir William Jones বলেন, বোস্তাঁ, গুলিস্তাঁ ও মুলুম্যাৎ এই পুস্তকত্রয় ভিন্ন সাদি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মেজর ষ্টুয়ার্ট (MajorStewart) তৎপ্রণীত ইতিহাস বিখ্যাত সুলতান টিপুর রাজকীয় পাঠাগারের তালিকা মধ্যে সাদিপ্রণীত সতের খানি গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আলি ইবন আহম্মদ দ্বাবিংশখণ্ডগ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয়খানি রাশাল্লা অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তিকা

৭। গুলিস্তাঁ

৮। বোস্তাঁ

৯। —আরব্য ভাষায় রচিত বিয়োগ-সঙ্গীত

১০। দুইখণ্ড আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত শোককাব্য (গজল)

১১। মিরাজি অর্থাৎ শোককাব্য (গজল)

১২। মুলুম্যাৎ অর্থাৎ পারস্য ও আরব্য ভাষায় মিশ্রিত কবিতা পুস্তক

১৩। তুর্জ্জইয়্যাৎ অর্থাৎ বিবিধ কবিতা

১৪। তায়াব্যাৎ অর্থাৎ (গজল)

১৫। বদ্যা অর্থাৎ ভক্তি রসাশ্রিত (গজল)

১৬। খাওয়াতিম অর্থাৎ সাদির পরিণত বয়সের রচনা

১৭। পন্দনামা সাদির প্রাথমিক রচনা

১৮। সাহাবিয়্যা অর্থাৎ সাদির ভক্ত শ্যামসুদ্দিনের উদ্দেশে স্নেহ-পুষ্পাঞ্জলি

১৯। ম্যাকাইতাআৎ অর্থাৎ খণ্ড কবিতা

(১) গুলিস্তাঁ—অর্থাৎ গোলাপ-বাগান।

(২) বোস্তাঁ—অর্থাৎ ফলের বাগান।

সাদির যে সমস্ত মূল্যবান রচনাবলীর দ্বারা পারস্য-সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করে, তন্মধ্যে বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ বিশ্বসাহিত্যে সমধিক আদৃত ও প্রসিদ্ধ। আমরা বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর কথাই লিপিবদ্ধ করিলাম; স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ সিরাজের নির্জ্জন পল্লীতে বসিয়া অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও পর্য্যটনক্লান্ত জীবন-সায়াহ্নে—বিরাশী বৎসর বয়সে কবি বোস্তাঁ, তৎপর বৎসরে গুলিস্তাঁ রচনা করেন।

বিশ্বসাহিত্যে বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ

বোস্তাঁয় কবি নিজ জীবন ও পর্য্যটন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বোস্তাঁকে কবির আত্মজীবনী বলিতে পারা যায়। কবির সমগ্র জীবনে সঞ্চিত জগতের কর্ম্মক্ষেত্র-লব্ধ জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার কথায় গুলিস্তাঁ পূর্ণ। যে যুগে কবি তাঁহার জগৎ-প্রসিদ্ধ কাব্য বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ রচনা করেন, সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইয়োরোপ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, তখনো প্রতীচ্যে জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত হয় নাই—অন্ততঃ সাদির রচনাবলী নিহিত স্বর্গীয় ভাব বুঝিবার মত জ্ঞানের অভাব ছিল।* সাদির মত কোন পারস্য কবিই কি স্বদেশে ও কি বিদেশে এত অধিক সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। ধনী, নির্ধন, রাজা, উজীর, সকল সম্প্রদায়ের লোকের মুখে কবির কবিত্বের প্রশংসা।

২০। খুসবিসায়েৎ গদ্য এবং পদ্যে রচিত (খেউড় গজল)

২১। রোবাইয়াৎ অর্থাৎ চতুষ্পদি কবিতা

২২। মুফ্‌রি দাআত্‌ অর্থাৎ দ্বিপদী কবিতা।

* When we consider indeed, the time at which it was written, the first half of thirteenth century a time when gross darkness brooded over Europe, at least darkness which might have been, but alas !' was not felt the justness of many of its sentiments and the glorius views of the Divine attributes contained in it are truly remarkable.

Prof. Eastwick.

জগতের সকল সভ্য দেশেই তাঁহার কাব্যাদির আদর ও প্রচার। অধ্যাপক ব্রাউন, গুলিস্তাঁকে পারস্য ভাষার নীতি-শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* কবি বলিয়াছেন, গুলিস্তাঁ রচনা করিতে তাঁহার জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয়িত হইয়াছে। এই কাব্যদ্বয় পারস্যের সুলতান আবুবকর সাদ-বিন-জঙ্গীর নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। †

বোস্তাঁ রচনার কারণ

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ রচনার জন্য কবি তাঁহার কাব্য মধ্যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "অনেক দেশ পর্য্যটন ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সংসর্গে কাল কাটাইয়া আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করিয়া বুঝিয়াছি যে, সিরাজবাসীর মত সাধু চরিত্র, ভক্ত মানব আর কোথাও নাই—সিরাজের উপর শ্রীভগবানের অসীম করুণা বর্ষিত হউক—এই কারণেই যখন আমি সিরিয়া ও তুরস্কে বাস করিতেছিলাম, তখন আমার সমস্ত প্রাণ সিরাজের উপর পড়িয়া থাকিত। প্রিয় বন্ধুগণের নিকট জগৎ-রূপ বাগান হইতে আমাকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি বড়ই কাতর

* That the Gulistan in particular is one of the most macchiavelian work in the Persian language. History of Persian Literature দ্রষ্টব্য।

† বোস্তাঁ কাব্যের জন্যকবি নিম্নলিখিত প্রকার উৎসর্গ পত্র রচনা করেন। কবি বলিতেছেন, "রাজন্যবর্গের গুণগান না করিয়া আমার এই কাব্যগ্রন্থ একজন বাদশার নামেই উৎসর্গ করিলাম। ইহাতে বোধ হয়, ধার্ম্মিকগণ বলিবেন যে, সাদের পুত্র সুলতান আবুবকরের রাজত্ব কালে প্রাদুর্ভূত, কবি শেখ সাদি প্রতিভা ও বাগ্মিতায় অন্যান্য কবিগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছে। যতদিন আকাশ-সাগরে চন্দ্রসূর্য্য ভাসমান থাকিবে, ততদিন এই কাব্যের সহিত বাদশার স্মৃতি অক্ষয়, চিরস্মরনীয় ও জয়যুক্ত হইয়া থাকিবে। ভগবান বাদশার মঙ্গল কামনা পূর্ণ করুন, জগৎবাসী তাঁহার বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হউক, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে সতত মঙ্গলে রাখুন।"

হইয়া বলিতে ছিলাম, "প্রত্যেক পর্য্যটক তাহাদের প্রিয় বন্ধুগণের প্রীতির জন্য মিশরের মধুর ইক্ষু উপহার আনিবে। আমার নিকট যদিও সুমিষ্ট ইক্ষু নাই তাহা হইলেও ইক্ষু অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট এবং সদ্ভাবপূর্ণ কাব্য আছে। আমি যে সুমিষ্ট দ্রব্য আনিয়াছি, যদিও তাহা ভক্ষণ করা যায় না, কিন্তু তথাপি সত্যান্বেষীরা পরম শ্রদ্ধাভরে ইহা গ্রহণ করিবে।"

ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদরূপ বোস্তা রচনা শেষ হইলে, ইহাকে শিক্ষাপূর্ণ দশ দরজা রূপ দশম অধ্যায়ে বিভক্ত করিলাম। হিজরীর ৬৫৫ বৎসরে এই বিখ্যাত ঐশ্বর্য্য-রত্নাগার মুক্তারূপ বাগ্মিতায় (pearls of eloquence) পূর্ণ হয়। চীনের সূচি কার্য্য খচিত রেশমী পরিচ্ছদের মধ্যেও কার্পাশ বস্ত্রের গদির আবশ্যক হয়। যদি তোমার কিঞ্চিৎ পরিমানে সৌন্দর্য্য জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে রেশমী পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া কার্পাস বাহির না করিয়া বরং সযত্নে এই কার্পাস বস্ত্রের গদিকে লুকাইবে, অর্থাৎ এই কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ হইতে বিরত থাকিয়া উদার চিত্ত ব্যক্তিগণের মত ইহার গুণ গ্রহণ করিবে। মানব অপূর্ণ, সকল মানবই দোষ-গুণ-সম্পন্ন। মানব চরিত্র অনুসন্ধান করিলে দোষ ও গুণ দুই বাহির হইবে। মানব চরিত্র ত কোন ছার, নীল আকাশ-সাগরে ভাসমান পূর্ণচন্দ্রও কলঙ্ক শূন্য নহেন। গুণগ্রাহী সুধী ব্যক্তিগণ এই কাব্যের দোষের ভাগ আলোচনা না করিয়া উদারভাবে গুণভাগেরই আলোচনা করিবেন।

আমি শুনিয়াছি, মানব-জীবনের শেষের দিনে দয়াময় ভগবান মঙ্গলের জন্য মন্দকেও ক্ষমা করেন। যদি তুমি আমার এই কাব্য গ্রন্থে রুচি বিগর্হিত কোন চিত্র দেখিতে পাও, তাহা হইলে গুণগ্রাহী সুধীর মত মন্দ অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাল অংশের প্রশংসা করিও। এই সহস্র শ্লোকের মধ্যে যদি একটী শ্লোকও তোমার চিত্ত বিনোদন করিতে পারে, তাহা হইলে দয়া করিয়া তুমি এই কাব্যের

দোষ-রূপ ছিদ্রান্বেষণ হইতে বিরত থাকিবে। ইহাও ঠিক যে আমার রচনাবলী খুতানের মৃগনাভির অপেক্ষা অমূল্য। প্রস্ফুটিত গোলাপ দ্বারা সাদি এই বাগানের শোভা-সম্পদ বাড়াইয়াছেন। তাঁহার কবিতা খর্জ্জুরের মত মিষ্ট ও রসপূর্ণ, যতই চিবাইবে ততই সত্য-শিব-সুন্দরের মধুর রসে স্নিগ্ধ হইবে।—

গুলিস্তাঁ রচনার কারণ সম্বন্ধে কবি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

গুলিস্তাঁ রচনার কারণ

একদিন রাত্রিকালে অতীত কালের কথা ভাবিয়া অতীত জীবনের জন্য অনুতাপ করিয়া পাষাণে রচিত হৃদয়-মন্দিরকে অশ্রুবিন্দুরূপ হীরক খণ্ড দ্বারা বিদীর্ণ করিতে করিতে মানসিক অবস্থানুযায়ী একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে ছিলাম। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম যে, সমাজে বাস না করিয়া নির্জ্জনেই আশ্রয় লইব। বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়া কালহরণ করিব না। এই সময় আমার এক প্রিয় বন্ধু আমার বাটীতে আগমন করিলেন। বন্ধুবর সহাস্যবদনে মহা উৎসাহের সহিত কৌতুক ও স্নেহরূপ কার্পেট বিস্তৃত করিলেও, আমি তাহার কথার কোন উত্তর প্রদান করি নাই, ধ্যান হইতে মস্তক না উঠাইয়া মৌনী হইয়া রহিলাম। বন্ধু ব্যথিত অন্তঃকরণে ব্যগ্রতা সহকারে কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আমার পার্শ্বসহচরেরা আমার প্রতিজ্ঞার কথা বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনার বন্ধু আজ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মৌনীভাবে কাটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সেই কারণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এস্থান হইতে প্রস্থান করুন অথবা ভাল যাহা বুঝেন, তাহাই করুন। তিনি বলিলেন, " আমাদের বহুদিনের বন্ধুত্বের অনুরোধে ও ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যতদিন না আমার বন্ধু আমার সহিত পূর্ব্বেকার মত সহাস্যবদনে বাক্যালাপ করিতেছেন, ততদিন আমি এইস্থান হইতে প্রস্থান করিব না এবং বন্ধুর সম্মুখেই প্রানত্যাগ

করিব।" প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তও যখন দুঃসাধ্য নহে,* তখন বন্ধুর সন্মুখে মৌনাবলাম্বন করিয়া থাকা নিতান্ত অভদ্রজনোচিত ও বন্ধুকে ক্লেশ দেওয়া অথবা ত্যাগ করা নির্ব্বোধের কার্য্য ভাবিয়া আমি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ সে আমার জীবনের সুখ-দুঃখের দোসর, অভিন্নহৃদয় বন্ধু। মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বন্ধুর সহিত আমি ভ্রমনের জন্য বহির্গত হইলাম; বসন্তকাল; হিমবর্ষণসঙ্কুচিতা প্রকৃতি পত্রপুষ্প শোভিত হইয়াছে; বসন্ত সুন্দরী আপনার কণকরূপমাধুরী ছড়াইয়া সমস্ত প্রকৃতিকে লাবণ্য বিভাসিত করিয়া প্রেম ও স্বপ্ন সঙ্গীতের ধারায় জগত ভাসাইয়া চলিয়াছে। বুলবুলের ঝঙ্কারে দ্রাক্ষা ও হেনার কুঞ্জ শিহরিয়া উঠিতেছে; সবুজ পত্রে শিশির বিন্দু বাতাসে দুলিতেছে; দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন রূপসীর গোলাপী গণ্ডবহিয়া অশ্রু-মুক্তা ঝরিতেছে।

আমরা উভয় বন্ধুতে অধিক রাত্র পর্য্যন্ত ফুলবাগানে বেড়াইতেছিলাম। এই বাগানটী অতীব মনোহর ও সুন্দর; বাগানস্থ দ্রাক্ষা বৃক্ষে নক্ষত্র পুঞ্জের ন্যায় আঙ্গুরের স্তবক শোভা পাইতেছে। আমার বন্ধু নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও বিচিত্র পল্লবে অঞ্চল পূর্ণ করিয়াছেন দেখিয়া আমি বলিলাম, বন্ধু, তুমি কি জান না যে, এই বাগানের পুষ্পপ্রসবিনী শক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, আর ইহা অবিনশ্বর নহে? পণ্ডিতগণ বলেন, যে জিনিষের স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে আমাদের মন আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। আমার কথা শুনিয়া বন্ধু বলিলেন, তাহ'লে আমার মত লোকের উপায় কি? আমি বলিলাম, তোমার মত

* মুসলমানেরা হঠাৎ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে তিনদিন উপবাস করিয়া অথবা দশজনকে ভোজন করাইয়া কিম্বা একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

লোকের চিত্ত-বিনোদন ও দর্শকগণের মনোরঞ্জনের জন্য বোধ হয় গুলিস্তাঁ নামক এমন একখানি কাব্য আমি রচনা করিতে পারিব, যে হিমকুহেলিসমাচ্ছন্ন প্রকৃতি অথবা পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি কখনও আমার গোলাপ বাগানের (গুলিস্তাঁর) সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারিবে না। হে বন্ধো, তবে আর তোমার পুষ্পের প্রয়োজন কি? যদি পুষ্পের প্রয়োজনই হয়. তাহা হইলে আমার গুলিস্তাঁ হইতে পুষ্প চয়ন কর; প্রকৃতির স্বহস্তরচিত বাগানের পুষ্প দুই দিনের জন্য সৌরভ বিতরণ করিয়া ঝরিয়া পড়িবে, আর আমার গোলাপ বাগানের পুষ্প-সুরভি অবিনশ্বর, চিরদিনের জন্য থাকিবে। আমার কথা শুনিবামাত্র বন্ধু, তাঁহার যত্নআহরিত গোলাপ ও বিচিত্র পল্লবগুলি অঞ্চল হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া বলিলেন, "মহতেরা প্রতিজ্ঞা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সুতরাং হে বন্ধো! সত্বর তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করিলে সুখি হইব;" কথোপকথনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেইদিনের মধ্যেই শিক্ষার উপকারিতা বিষয়ক দুই অধ্যায় রচনা করিলাম; আমার বিশ্বাস আছে যে, ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। প্রকৃতি সুন্দরীর গোলাপ বাগানের শোভা শেষ হইতে না হইতেই আমার গুলিস্তাঁয় ফুল ফুটিতে লাগিল ও ক্রমে গুলিস্তাঁ প্রকৃতপক্ষেই গুলিস্তাঁয় (গোলাপ বাগানে) পরিণত হইল। যখন ইহা রাজসভায় পঠিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের চিত্ত বিনোদন করিল, তখন বুঝিলাম, আমার গোলাপ বাগান প্রকৃতই গোলাপ বাগানে পরিণত হইয়াছে। কাব্যখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য অধ্যায়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া স্বর্গের নন্দন কাননের মত অষ্টম অংশে বিভক্ত করিলাম। (১) যথা,—

(১) কোরাণের মতে স্বর্গস্থিত নন্দনকানন অষ্টভাগে বিভক্ত এবং ইহারা পবিত্রতা প্রকাশক।

গুলিস্তাঁর অষ্টম অধ্যায়।

(১) রাজকীয় ব্যবহার (Of the Customs of Kings).
(২) দরবেশের গুণাবলী (Of the Morals of Darweshes).
(৩) সন্তোষের উপকারিতা (Of the Preciousness of Contentment).
(৪) মৌনাবলম্বনের উপকারিতা (Of the Benefit of Silence.)
(৫) যৌবন ও প্রণয় (of Love and Youth).
(৬) জরা ও দুর্ব্বলতা (of Imbecility and Old Age).
(৭) শিক্ষার উপকারিতা (Of the Impressions of Education)
(৮) সামাজিকের কর্ত্তব্য (Of the Duties of Society).

গুলিস্তাঁর পূর্ব্বাভাষ-চিত্র অতি চমৎকার ও পরম উপভোগের বস্তু; স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ ও মঙ্গলময়ের মহিমা গানে পূত; ভগবদ্ভক্ত কবির লেখনীর উপযুক্ত। এই পূর্ব্বাভাষ-চিত্র পাঠ করিলে অতি বড় পাষণ্ডেরও পাষাণ হৃদয়ে বিভু-প্রেমের প্রস্রবণ ছুটে।

সাদির গুলিস্তাঁর গোলাপ, কৃত্রিমশাখায় বদ্ধ কারুকার্য্যময় কৃত্রিম গোলাপ নহে—ইহা কবির মানস-প্রকৃতির উর্ব্বর ক্ষেত্র জাত কণ্টকাচ্ছন্ন অকৃত্রিম গোলাপ বৃক্ষের স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত প্রস্ফুটিত গোলাপ। তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপরূপ অনেক কণ্টক যদিও কবির গোলাপ বৃক্ষে আছে, কিন্তু গোলাপ, কণ্টকের বহু উর্দ্ধে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ ছড়াইয়া দিগন্ত মাতাইতেছে। সে কণ্টকে বিষ নাই বা সেই ভ্রমরগুঞ্জরিত, বুলবুলঝঙ্কৃত গোলাপের কুঞ্জে বিষধর সর্প লুকাইত নাই। সে গোলাপ-কুঞ্জ আত্মসমাহিত কবির পবিত্র আত্মার বেদী। বসন্তের মধুর ও উজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত সৌরভ পূরিত গোলাপ-কুঞ্জের দিকে আজও জীবন-পথের পথিক আনন্দ-বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। পথিক

দেখে যে ভগবানের আশীষে মানবাত্মার আনন্দের জন্য উদ্যান রচয়িতার প্রাণই গোলাপ পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি তাঁহার উর্ব্বরমস্তিষ্কপ্রসূত সুচিন্তাগুলি দ্যোতনাপূর্ণ ভাষায় সুপ্রযুক্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই চিন্তাগুলি সারবান ও অমূল্য বলিয়া ইহা হইতে সার সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই। উদ্যান-স্থিত অসংখ্য কুসুম রাশির মধ্যে কোনটী বর্ণরাগে উজ্জ্বল, কোনটী বা সুগন্ধে ভরপুর অথবা বাক্সস্থিত মনিমুক্তাবলীর মধ্যে কোনটী সুন্দর, কোনটী বা অতিশয় সুন্দর ও অত্যুজ্জ্বল, ইহাদের মধ্য হইতে যেমন উৎকৃষ্টতর বস্তু নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়, তেমনি পারস্যের পুণ্য-শ্লোক সাধু কবির গুলিস্তাঁ হইতে কতকগুলি নয়নান্দ সুরভিপূর্ণ গুল চয়ন করিতে পারা যায়। গুলিস্তাঁ সুগন্ধি পরিমল পূরিত প্রস্ফুটিত গোলাপে পূর্ণ। ইহা হইতে কতকগুলি গুল চয়ণ করিয়া পাঠক-গণকে উপহার দিলাম। প্রথম অধ্যায় রাজকীয় ব্যবহার বিষয়ক। গল্পচ্ছলে কবি উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, হিংস্র শার্দ্দুল যেমন কখনও মেষ পালনে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অবিচারী অত্যাচারী রাজা কখনও প্রজাপালন করিতে পারেন না। যে রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করেন, তাঁর রাজস্ব দুগ্ধ দিয়া সর্প-ভীতি ক্রয় করার তুল্য। প্রজার জন্যই রাজার আবশ্যক, রাজার জন্য প্রজা নহে; প্রজারাই রাজ্যের ভিত্তি এবং রাজা সৌধ; প্রজারা বৃক্ষকাণ্ড—রাজা বৃক্ষ। বৃক্ষ কাণ্ড হইতে শক্তি সংগ্রহ করে, সৌধ মৃত্তিকা মধ্যস্থ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। এই নীতিটী কবি গল্প-চিত্র মধ্যে সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; আমরা এই চিত্রটী পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম ঃ—

পারস্য দেশে এক অত্যাচারী ও অবিবেচক নরপতি ছিলেন। প্রজারা তাঁহার অত্যাচারে এতই উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, একে একে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে লাগিল। প্রজাগণ

রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে রাজস্ব সংগ্রহ হইল না, ক্রমশঃ ধনাগার শূন্য হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া নিকটবর্ত্তী কোন রাজা, রাজ্য আক্রমণ করিবে, এইরূপ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। শাহনামার যে অংশে জাহ্‌কের রাজ্য নষ্ট ও ফরিদুনের রাজ্য প্রাপ্তির বিষ বর্ণিত আছে, রাজার সম্মুখে সেই অংশটী পাঠ করিয়া শুনান হইতে-ছিল। রাজমন্ত্রী বলিল, মহারাজ! ফরিদুনের রাজ্য ছিল না, ধন-বল প্রথম অধ্যায়ের গল্প-চিত্র। ছিল না, সৈন্য-বল ছিল না—তবুও তিনি কি প্রকারে হৃত-রাজ্য শত্রু রাজার কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন? রাজা বলিলেন, আপনারা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রজারা ফরিদুনকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রেমের চক্ষে দেখিত; সুদৃঢ় প্রেম-রজ্জুই ফরিদুনকে তাহার হৃত-রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিল। রাজমন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! রাজার প্রতি প্রজার প্রেমানুরক্তিই যদি ফরিদুনের রাজ্য প্রাপ্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আপনি কেন রাজ্য হইতে প্রজাগণকে বিতাড়িত করিতেছেন? অবশ্য আপনার যদি রাজত্ব করিবার বাসনা না থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। মন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, মন্ত্রীবর! কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজারা রাজার অনুরাগী হয়? মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! প্রজা-পুঞ্জকে বশীভূত ও অনুরক্ত করিবার দু'টী উপায় আছে; সে উপায় দু'টী হ'চ্চে রাজাকে ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হইতে হইবে। তাহা হইলে প্রজারা পরম শান্তিতে রাজকীয় কৃপার ছায়ায় পরম সুখে বাস করিবে। মহারাজ! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, বড়ই দুঃখের সহিত বলিতেছি যে এ দু'টী গুণের কোনটীই আপনার নাই। জ্ঞানীরা বলেন, অবিচারক, অত্যাচারী রাজা, হিংস্র শার্দ্দুল সদৃশ, কখনো প্রজা-পালন করিতে পারেন না; যে রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করেন, তিনি নিজ রাজ্য-ভিত্তি ধ্বংশ করেন জানিবেন" মন্ত্রীর উপদেশ

রাজার মনঃপুত হইল না; তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। কিছুকাল পরে এই রাজার খুল্লতাত ভ্রাতারা গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাদের পিতৃ-রাজ্য প্রার্থনা করিল; যে সকল প্রজা রাজার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহারা সকলে বিপক্ষ রাজার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে প্রেমশূন্য অত্যাচারী রাজা সিংহাসন চ্যুত হইলেন।

দরবেশের গুণাবলী অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, যাহারা ভগবানের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া জগৎরাজ্যের বাহিরে আসেন তাহারাই যথার্থ দরবেশ,। এই অধ্যায়ের একটী চিত্র এইরূপ ঃ—

এক উজীর মিশর দেশের সাধু জুনন্নুনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে আমি সুলতানের অনুগ্রহ লাভের আশায় ও তাঁহার ক্রোধের ভয়ে দিনরাত তাঁহারি কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছি। ইহা শুনিয়া ভগভক্ত সাধু জুনন্নুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি সুলতানকে যেরূপ শ্রদ্ধা কর, আমি যদি ভগবানকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিতাম, তাহা হইলে আমি একজন প্রধান ভক্ত হইতাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের গল্প-চিত্র।

সন্তোষের উপকারিতা নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, সন্তোষের মত শ্রেষ্ঠ ধন দৌলত ইহ সংসারে আর নাই। স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তির কেহ কোন প্রকার হিত বা অহিত করিতে পারে না। এই উপদেশপূর্ণ গল্প-চিত্রটী আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

এক অপুত্রক রাজা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এই মর্ম্মে একখানি উইল প্রস্তুত করান যে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিবস প্রাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম নগরের তোরণ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেই রাজ-



শেখ সাদী—প্রার্থনা রত

সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে; তৎক্ষণাৎ যেন তাহারি মস্তকে রাজমুকুট, হস্তে রাজদণ্ড দিয়া রাজত্বের ভার অর্পণ করা হয়। রাজার মৃত্যুর পরদিবস প্রাতে নগর-তোরণ-দ্বারে এক ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজমন্ত্রী এবং সভাসদবর্গ একত্র হইয়া এই শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্নবাসপরিহিত ভিখারীর হস্তে রাজদণ্ড দিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইল। ভিখারী সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড হস্তে সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে কতকগুলি পারিষদ্ এই ভিখারী রাজার আদেশ অমান্য করিতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী রাজারা চারিপার্শ্ব হইতে রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভিখারী রাজার সৈন্যদল, ধনাগার শূন্য করিয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইল।

তৃতীয় অধ্যায়ের গল্প-চিত্র।

বিপদে পড়িয়া ভিখারী রাজা হতাশ ভাবে রাজ্যের অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজার ভিখারী-জীবনের এক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুর অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন দেখিয়া, সে অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিল, "বন্ধু, সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিন পরে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া আমি অতিশয় সুখী হইলাম। আবার বলি, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ। দুঃখের পর সুখ, কুঁড়ি হইতে ফুল ফুটে, আবার পরেই ঝরিয়া যায়—জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, কখনো দেখি বৃক্ষ পত্রপুষ্পশূন্য, আবার দেখি বৃক্ষ পত্রপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া মানবের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ভিখারী রাজা বলিল, "বন্ধু! তুমি কি বলিতেছ, আমার এ অবস্থায় আনন্দ করিবার কিছুই নাই। তোমার সহিত শেষ সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমার একমাত্র চিন্তা ছিল যে কেমন করিয়া দিনের আহার জুটিবে; আর আজ আমাকে রাজত্বের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহাই যদি অবস্থার

পরিবর্ত্তন হয়, বন্ধু, তা হলে আমি অতি কষ্টের মধ্যে আছি জানিবে। এই রাজ-জীবন অপেক্ষা ভিখারী-জীবনই আমার শ্রেষ্ঠ। আমি বুঝিয়াছি যে সন্তোষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কিছুই নাই; স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তির কেহ কোন প্রকার অনিষ্ট বা ভাল করিতে পার্রে না।

মৌনাবলম্বনের উপকারিতা বিষয়ক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নীরবে কর্ম্ম করাই ভাল, যেহেতু তোমার কর্ম্মে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেনা। এতদ্বিষয়ক গল্প-চিত্রটী এইরূপ ঃ—

এক বণিকের ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ লোকসান হইয়াছিল। তিনি পুত্রকে এই ক্ষতির কথা অন্যকে জানাইতে নিষেধ করিলেন। পুত্র পিতার আদেশ শুনিয়া বলিল, আপনি যখন নিষেধ করিতেছেন, তখন অবশ্যই অন্যকে জানাইব না। কিন্তু ক্ষতির কথা গোপন করিয়া, লাভের কথা প্রচার করিলে কি কার্য্য সাধিত হয়? বণিক বলিল, এরূপ করাতে দুই রকম যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। প্রথমতঃ অর্থ-ক্ষতির যন্ত্রণা, দ্বিতীয়তঃ প্রতি-বেশীর ভর্ৎসনা। তোমার ক্ষতির কথা কখনো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জানাইবে না। তাহা হইলে সে মনে মনে সুখী হইয়া ভগবানের নিকট তোমার ক্ষতির জন্য প্রার্থনা করিবে। অতএব হে পুত্র! মৌনাবলম্বন করিয়া নীরবে কর্ম্ম করাই সমূহ মঙ্গল জনক।

চতুর্থ অধ্যায়ের গল্প-চিত্র।

প্রেম এবং যৌবন নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, প্রেমিকের চক্ষে তাহার প্রিয়তমা অতি কুৎসিতা হইলেও অতিশয় সুন্দরী। প্রেম-চক্ষু কদর্য্যতারও মধ্যে গুপ্ত সৌন্দর্য্য-রেখা নিরীক্ষণ করে। এই সম্পর্কে কবি লাইলি-মজনুর মধুর প্রেম-কাহিনী গল্প-চিত্রে ফুটাইয়াছেন। এই মধুর চিত্রটী নিম্নে চিত্রিত হইল ;—

আরব দেশের কোন রাজার পারিষদবর্গ লাইলি-মজনুর প্রেম-কাহিনী ও উন্মত্ততার কথা সুলতানকে শুনাইতেছিল। তাহারা রাজাকে

বলিতেছিল, বিশিষ্ট জ্ঞানী হইয়া মজনু মরীচিকাভ্রমে মরুভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল—মোহবশতঃ নিজেকে ধ্বংশের পথে উৎসর্গ করিয়াছিল। রাজা মজনুকে ধরিয়া আনিয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত করিবার আদেশ দিলেন; মজনু উপস্থিত হইলে—রাজা ভৎর্সনারসুরে বলিলেন, মানুষ হইয়া তুমি কেন পশুর মত বনে বনে বিচরণ করিতেছ? আর মানবসমাজ ছাড়িয়া কেন তুমি দূর—অতি দূরান্তে বাস করিতেছ? অশ্রুপূর্ণনয়নে মজনু বলিল, প্রিয়তমা, লাইলিকে ভালবাসার জন্য আমার সকল বন্ধুই আমাকে তিরস্কার করিতেছে; হায়! তাহারা যদি একবার আমার প্রিয়তমা লাইলিকে দেখিত, তাহা হইলে আর আমাকে তিরস্কার করিত না। মজনুর কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, একবার মজনুর মনোহরণকারিণী রূপসী লাইলির অপরূপ রূপ নিজচক্ষে দেখিবেন, যে লাইলির রূপের সুরায় আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া এই হতভাগ্য নিজেকে ছন্নছাড়া ও দৈন্যদশার চরম সীমায় উপনীত করিয়াছে, সেই রূপৈশ্বর্য্যময়ী লাইলিকে রাজদরবারে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর লাইলিকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল। রাজা দেখিলেন, এক শীর্ণা কৃষ্ণবর্ণা কুৎসিতা রমণী—এই রমণী এতই কুৎসিৎ যে হারেমে বাঁদীরূপে স্থান পাইবারও অযোগ্য। রাজার মনোমধ্যে কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মজনু বুঝিতে পারিয়া বলিল, মহারাজ! লাইলিকে আপনি নিশ্চয়ই কুৎসিতা দেখিতেছেন, কিন্তু হতভাগ্য মজনুর চক্ষু লইয়া দেখিলে, দেখিবেন, লাইলি কি অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

পঞ্চম অধ্যায়ের গল্প-চিত্র।

জরা ও দুর্ব্বলতা নামক অধ্যায়ে কবি উপদেশ দিয়াছেন যে বৃদ্ধ বয়সে যুবতী বধু গৃহে আনিয়া তাহার মনঃকষ্টের কারণ হইবার আবশ্যক নাই। এতৎসম্পর্কীয় ক্ষুদ্র গল্প-চিত্রটী এইরূপ, এক বৃদ্ধকে

সেবার অভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে কোন বৃদ্ধাকে বিবাহ করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহার উত্তরে বৃদ্ধ বলিয়াছিল, বৃদ্ধা স্ত্রী লইয়া কি করিব, সে কি আমার সেবা করিতে পারিবে? বরং তাহাকেই সেবা করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক হইবে। তখন তাহারা বলিল, তুমিত অবস্থাপন্ন, ইচ্ছা করিলে একজন যুবতী বধূ ঘরে আনিতে পার। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল, আমি বৃদ্ধ, আমার যখন একজন বৃদ্ধাকে পছন্দ হয় না, তখন আশাআকাঙ্ক্ষাপূর্ণহৃদয়া নব যুবতীর এই জীর্ণ শীর্ণ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধকেই বা পছন্দ হইবে কিরূপে?

ষষ্ঠ অধ্যায়ের গল্প-চিত্র।

শিক্ষার উপকারিতা নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন যে, যদি তুমি তোমার বংশ গৌরব বজায় রাখিতে চাও, তাহা হইলে পুত্রকে অসৎসঙ্গ হইতে রক্ষা কর। এই অধ্যায়ের দু'টী গল্প-চিত্র এইরূপ:— এক রাজা তাহার পুত্রকে এক আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া আচার্য্যকে অনুরোধ করিয়া বলেন, আপন পুত্রের মত রাজকুমারকে সযত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। আচার্য্য অতি যত্নের সহিত রাজপুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু আচার্য্যের সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইল, সে কিছুতেই পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিল না। আর এদিকে আচার্য্য-পুত্রগণের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যগৌরবে দেশ মুখরিত হইল। রাজা একদিন আচার্য্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই; রাজপুত্রকে শিক্ষা দানে অবহেলা করিয়াছেন। আচার্য্য বলিলেন, আমার পুত্রগণকে এবং রাজপুত্রকে সমানভাবেই শিক্ষা দান করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বুদ্ধিবৃত্তি সকলের সমান নহে, এই কারণে সকলে সমভাবে

শিক্ষালাভ করিতে পারে নাই। পাথরখণ্ড কাটিয়া ঘসিয়া মাজিয়া যদিও হীরক খণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, তথাপি সকল পাথরই কিন্তু হীরক নয়। এই অধ্যায়ের আর একটী নীতিপূর্ণ চিত্র এইরূপ ঃ—

এক দার্শনিক তাহার পুত্রগণকে উপদেশ দান করিতেছিলেন, বৎসগণ! জ্ঞান অর্জ্জন কর, জ্ঞানের তুল্য মূল্যবান কোন জিনিষ জগতে নাই, স্থির জানিবে। পথি মধ্যে ধন দৌলত অপহৃত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানরূপ অমূল্য ধনকে কেহ হরণ করিতে পারিবে না। নির্ঝরের গতি রুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-নির্ঝরের গতি রোধ করিবার উপায় নাই, জ্ঞান অবিনশ্বর। জ্ঞানী যেখানেই গমন করিবেন, সকলেই সম্মান ও আদর করিয়া তাহাকে উচ্চাসন প্রদান করিবে। কিন্তু মূর্খ আবর্জ্জনার মত এক কোণে স্থান পাইবে।

সপ্তম অধ্যায়ের গল্প-চিত্র।

সামাজিকের কর্ত্তব্য নামক শেষ অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ধন দৌলত, কিন্তু ধন দৌলত সঞ্চয়ের জন্য জীবন নহে। একজন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ভাগ্যবানই বা কে, আর দুর্ভাগাই বা কে? দার্শনিকপ্রবর উত্তরে বলেন, সেই ভাগ্যবান যে বৃক্ষ রোপন করিয়া তাহার ফল ভোগ করে, আর সেই হতভাগ্য যে ফল ভোগ করিবার পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। অতএব এই হতভাগ্যের মত জীবনব্যাপী ধন দৌলত সঞ্চয়ে কোন লাভ নাই।

সাদি সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রতিভাশালী কবি হইলেও, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নীতিবিৎ ছিলেন। তাঁহার নীতি-বিজ্ঞান খুব সাদাসিদা ধরণের; এই নীতি প্রত্যেক গল্প-চিত্রের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট। যেমন অন্যান্য পারস্য নীতিবিৎগণের রচনাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে সুফীসুলভ সেরূপ কোন প্রকার রূপক নাই, কবির নীতি-বচনগুলি মহম্মদপ্রবর্ত্তিত

ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাদির নীতি উপদেশের মূলতত্ত্ব এই যে মানব-হৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সুখলাভ হয় না। এই সমস্ত উদারনীতি উপদেশগুলি শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হইয়া কবির রচনাবলীকে নীতি-বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছে এবং ইহার মূলতত্ত্বগুলি চিরদিনই জগতে ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশাসন রূপে বিরাজ করিবে। অধ্যাপক মোল্লা বলেন, সুগভীর নৈতিক সত্য সকল সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান সূত্রে গ্রথিত করিয়া অভিব্যক্ত করিতে কি প্রাচীন কি আধুনিক সময়ের কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য পণ্ডিতই সাদির সমতুল্য হইতে পারেন নাই।*

গুলিস্তাঁর বর্ণিত বিষয় ও উদ্দেশ্য।

গুলিস্তাঁর অধ্যায়গুলি কয়েকটী মূল্যবান উপাখ্যান, জনশ্রুতি, গল্প, কবিতা ও পূর্ব্বতন রাজগণের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে রচিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন, কবিতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ও নীতিপূর্ণ উপদেশ দান করাই আমার কাব্যের উদ্দেশ্য। জনশ্রুতিমূলক একটী গল্প-চিত্র আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম,—

কথিত আছে, সুলতান নশীর্ব্বনের দরবারে কতকগুলি জ্ঞানী ব্যক্তি এক জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেছিলেন; প্রধান মন্ত্রী বুজর্কমিহিরকে নীরব দেখিয়া সুলতান তাঁহার নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মন্ত্রী-প্রবর উত্তর দেন, মন্ত্রীরা চিকিৎসক সদৃশ, এবং চিকিৎসক কেবল মাত্র রুগ্নকেই ঔষধ প্রদান করেন। যখন আমি দেখিতেছি, সুলতানের অভিমত যুক্তিপূর্ণ, এরূপ অবস্থায় কোন অভিমত প্রদান না করিয়া নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যদি দেখিতাম, মীমাংসা কোন অন্যায় পথ অবলম্বন করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি নীরব থাকিতাম না।

* খাওয়াতিম-ই-সাদী।

গুলিস্তাঁয় কবি নীতিপূর্ণ উপদেশ, অতীন্দ্রিয় জগতের কথা

গুলিস্তাঁর ভাব-ধারা।

অফুরন্ত হাস্যরসের যে ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন, ও জগদ্বাসী অঞ্জলী পুরিয়া এই পবিত্র ভাব-ধারা পান করিয়া কোন কালে নিঃশেষ করিতে পারিবে না।

গুলিস্তাঁ, বেহারিস্তাঁ ও নেগারিস্তাঁ।

মৌলানা মুইনুদ্দিন জাউইনি ও মহাকবি জামি, যথাক্রমে ১৩৩৪ ও ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুলিস্তাঁর আদর্শে ও অনুকরণে নেগারিস্তাঁ বেহারিস্তাঁও রচনা করেন।

কবির আত্ম-কথা।

গুলিস্তাঁর উপক্রমণিকায় কবি লিখিয়াছেন, "যাহারা বিনীত ব্যক্তির দোষ সমূহ গোপনে রাখেন, এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণের ছিদ্র অন্বেষণ করেন না, সেই সকল উন্নতমনা ব্যক্তিগণের উদার চিত্ত-বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কাব্য প্রচার করিতে সাহসী হইলাম। এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছে।

কবির আশা।

এই কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া কবির ধারণা হইল, তাঁহার অনিত্য জীবনের শেষ হইবে, মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইবে, কিন্তু কবির বাণী, সদ্ভাব ও অমূল্য উপদেশপূর্ণ কাব্য, কবির অক্ষয় স্মৃতি-রক্ষার সহায় হইবে। যদিও কবি জানিতেন যে, পার্থিব জগতের কোন বস্তুরই স্মৃতি চিরস্থায়িনী নহে—তথাপি তিনি আশা করেন যে, এই পবিত্র কার্য্যের জন্য কেহ না কেহ তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিবে। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ হিজরীর ৬৫৬ বৎসরে কবি গুলিস্তাঁ রচনা শেষ করেন।* গ্রন্থ শেষে কবি বলিয়াছেন, হিজরীর ছয়শত

---

* গ্রন্থসমাপ্তির বৎসর সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। গুলিস্তাঁর কোন কোন সংস্করণে হিজরীর ৬৩৬ বৎসর লিখিত আছে। সুতরাং গ্রন্থসমাপ্তির কাল ১২৫৮ অথবা ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।

রচনা-সমাপ্তির কাল। ছাপান্ন বৎসর মুসলমানগণের পক্ষে অতিশয় সুবৎসর ছিল, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ যে সেই বৎসরে তাঁহারি কৃপায় ও আজরেএল* আগমনের পূর্ব্বেই আমার রচনা সমাপ্ত হইল।

আতাবক আবু বকর্ সাদ্-বিন-জঙ্গীর নামে কবি বোস্তাঁর ন্যায় গুলিস্তাঁও উৎসর্গ করেন; বোস্তাঁর উৎসর্গপত্রের ন্যায় গুলিস্তাঁর উৎসর্গপত্র রচনাও অতি চমৎকার। কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর বাক্য বিন্যাস দ্বারা বাদশার গুণকীর্ত্তন করিয়া শেষে তাঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভের আশায় বলিয়াছেন, "যদি আমার কাব্যের উপর বাদশার অনুগ্রহ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে ইহা চীনদেশীয় চিত্রশালায় † পরিণত হইবে। আমার স্থির বিশ্বাস, আমার গোলাপ বাগানের সৌরভ সকলেরই চিত্ত হরণ করিবে। যাহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই বিষাদ উৎসর্গ পত্র। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদেরও মানসিক অবসাদ ঘুচাইয়া মুখে মধুর হাসি ফুটাইবে, হৃদয় স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিবে। যেহেতু আমার গোলাপ বাগানে বিরক্তিকর কোন চিত্রই নাই, বিশেষতঃ ইহা যখন আতাবক আবু বকর সাদ্-বিন-জঙ্গীর চির-স্মরণীয় নামের সহিত সংযুক্ত।"

গুলিস্তাঁ গদ্যে ও পদ্যে সংমিশ্রিত। গুলিস্তাঁর সহিত সংস্কৃত গুলিস্তাঁর তুলনা। সাহিত্যের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি, ইংরাজী সাহিত্যের কর্ণেল ফরেষ্টার রচিত পোলাইট ফিলজফার (Col.

---

* যমদূত।

† পূর্ব্বকালে চীনদেশজাত চিত্র পারস্যে বিক্রয় হইত এবং সুলতানের আদেশে চীনদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর অর্জ্জঙ্গ পারস্য রাজদরবারে আসিয়া উৎকৃষ্ট চিত্রে চিত্রশালা পূর্ণ করেন।



শেষ পাশা--রাজপ্রাসাদে।

সংস্কৃত সাহিত্য। Forrestor's Polite Philosopher) ও লাতিন সাহিত্যের মিনিপিয়েন (Minippian) এবং ভ্যারোনিয়ন (Varro-) ইংরাজী সাহিত্য। nean) লিখিত ব্যঙ্গ গ্রন্থাবলী, পিট্রোনিয়স (Petronius), সেনেকা (Seneca) এবং বোঁইটিয়াস (Boetius লাতিন সাহিত্য। লিখিত গদ্যে ও পদ্যে সংমিশ্রিত গ্রন্থাবলীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। * আরব-সাহিত্যের নাফাৎ-উল-ইয়ামান আরব সাহিত্য। নামক গ্রন্থেরও সহিত তুলনীয়।

পারস্য, ইরাণ, তুরাণ দেশবাসীরাই যে শুধু কবি শেখ সাদির কাব্য নিহিত সত্য-শিব-সুন্দরের মধুর রস উপভোগ করিয়াছিল, ইয়োরোপে গুলিস্তাঁ। তাহা নহে, জড়বাদী ইয়োরোপও এই মধুর রস-উপভোগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অধ্যাপক ইষ্ট উইক (Prof. Eastwick) বলেন, প্রাচ্যখণ্ডে গুলিস্তাঁ যেরূপ আদৃত, যথেষ্ট অধীত ও বহুল প্রচারিত, প্রতীচ্যে কোন লেখকের কোন গ্রন্থই এরূপ ভাবে অধীত ও বহুল প্রচারিত হয় নাই। † ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে আমষ্টার্ডম সহর নিবাসী বিখ্যাত সাহিত্য-রসিক Georgius Gentius ইয়োরোপীয় ভাষায় গুলিস্তাঁর প্রথম অনুবাদ করেন। ‡ তিনি এই লাতিন অনুবাদ দ্বারাই ইয়োরোপীয় সাহিত্য-রসিকগণের সহিত প্রাচ্যের গুলিস্তাঁর পরিচয়

---

* Like the Minippian and Varronean Satire, of which Petronius Seneca, and Boetius, were the chief Latin Composers, and Col Forrester's Polite Philosopher, is an example in English, the Gulistan is written partly in Prose and partly in Poetry.

Dr. James Ross.

† The Gulistan of Sadi has attained a popularity in the East, which, perhaps has never been reached by any European work in this western world. Introduction of Gulistan.

‡ Georgius Gentius has the credit of first making known to European readers the Gulistan by his Rossaram Politicum published at Amsterdam A. D. 1651. Prof. Eastwick.

করাইয়া দেন; এই অনুবাদ Politicum Rossarum নামে প্রকাশিত হয়। অনুবাদে মূলের ভাবগত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রতীচ্যদেশবাসীরা কবি সাদির নামে জয়ধ্বনি করেন

সাদির নামে ইয়োরোপের জয়ধ্বনি।

ইহার ফলে ফরাশী ভাষায় পাঁচখানি ও জর্ম্মন ভাষায় পাঁচখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নে অনুদিত পুস্তকগুলি প্রকাশে ইংরাজী সনের সহিত একটী তালিকা প্রদত্ত হইল;—

অনুবাদ ও প্রচার।

ফরাশী অনুবাদকগণ:—

ফরাশী অনুবাদ—

(১)	A. du Ryer	১৬৩৪	খ্রীষ্টাব্দে	প্রকাশিত
(২)	D' Algere	১৭০৪	,,	,,
(৩)	Goudin	১৭৮৯	,,	,,
(৪)	Samulet	১৮২৮	,,	,,
(৫)	C. Defremery	১৮৫৮	,,	,,

জর্ম্মন অনুবাদকগণ:—

জর্ম্মন অনুবাদ—

(১)	B. V. H. Pergustall	১৮২৬	,,	,,
(২)	Adam Oborms	১৬৫৪	,,	,,
(৩)	B. Dorn	১৮২৭	,,	,,
(৪)	Ph Walf	১৮৪১	,,	,,
(৫)	K. H. Graf	১৮৪৬	,,	,,

ইয়োরোপীয় ভাষায় গুলিস্তাঁ প্রচারিত হইবার পর প্রাচ্য খণ্ডের গুলিস্তাঁর প্রতি ইংরাজ সাহিত্য-রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়; ইহার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজী ভাষায় লণ্ডন হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে গুলিস্তাঁর আটখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। যথা—

ইংরাজী অনুবাদকগণ :—

ইংরাজী অনুবাদ—

(১)	Fr Gladwin	১৭৮৭	খ্রীষ্টাব্দে	প্রকাশিত
(২)	Dumgulin	১৮০৭	,,	,,
(৩)	James Ross	১৮২৩	,,	,,
(৪)	Lee.	১৮২৭	,,	,,
(৫)	Eastwick	১৮৫২	,,	,,
(৬)	Dr. Sprenger	১৮৬১	,,	,,
(৭)	Major Anderson	১৮৬৩	,,	,,
(৮)	J. T. Platts.	১৮৭৪	,,	,,

ইহা ব্যতীত কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে কয়েক খণ্ড ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। শের আলী আফসুস "হিন্দুস্থানের গুলিস্তাঁ" নামে হিন্দি ভাষায় গুলিস্তাঁর অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে Dr. John Gilchrist পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় ও তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল মার্কুইস অব ওয়েলেসলীর নামে উৎসৃষ্ট হয়।*

গুলিস্তাঁর হিন্দি অনুবাদ।

কবি গুলিস্তাঁকে যেরূপ নন্দন-কাননের মত অষ্টম অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাসাদরূপ বোস্তাঁ কাব্যকেও মুক্তারূপ বাগ্মীতায় পূর্ণ করিয়া দশ দরজা রূপ দশম অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা;—

বোস্তাঁর দশম অধ্যায়।

* Catalouge of Persian, Arabic, Postu and Hindustani manuscripts prepared by Dr. A. Sprenger M.D., page 198, catalouge of Persian manuscripts prepared by Prof. E. D. Sachu Ph. D. and Prof. Hermann Ethe M.A. Ph. D. page 546.

(১) ন্যায় বিচার ও রাজনীতি উপদেশ
(Justice, Council and Administration)

(২) পরোপকার (Benevolence)

(৩) প্রেম (Love)

(৪) দীনতা (Humility)

(৫) আত্মসমর্পন (Resignation)

(৬) সন্তোষ (Contentment)

(৭) শিক্ষা (Education)

(৮) কৃতজ্ঞতা (Gratitude)

(৯) অনুতাপ (Repentance)

(১০) উপাসনা (Prayer)

বোস্তাঁ কাব্যে মানব জীবনের নৈতিক, সামাজিক, ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদায় অবস্থার বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। রচনাপ্রণালী সরল ও সুললিত, কাব্যাংশে কষ্ট-কল্পনা অথবা রহস্যসমাচ্ছন্নতার ভাব কিছুমাত্র নাই।

গুলিস্তাঁর মত বোস্তাঁ কাব্যের পূর্ব্বাভাষ-চিত্রও বড় চমৎকার, বড়ই উপভোগ্য। ভগবৎ-চরণে উৎসৃষ্ট-প্রাণ কবি প্রথমেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহিমা-গীতি বিদ্রোহী মানব-হৃদয়কে সেই বিশ্বস্রষ্টার চরণপ্রান্তের দিকে অগ্রসর করে; অতিবড় বোস্তাঁর সূচনা। পাপীও, যে কদাচ ভুলিয়া শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করে না, সেও পাপ কার্য্য ভুলিয়া ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়।

পারস্যের অন্যতম কবি-পয়গম্বর ফারদৌসী, উপন্যাসিক ও কবি নিজামীর রচিত কাব্য যেরূপ মিলযুক্ত যুগ্মচরণে ও ইংরাজি সাহিত্যের

পোপ্ (Alex Pope) ও এডিসনের (Addison) কবিতা যেরূপ মিল যুক্ত যুগ্ম চরণে ও একাদশ মাত্রায় রচিত, কবি সাদীর বোস্তাঁও সেইরূপ মিল যুক্ত যুগ্ম চরণে ও একাদশ মাত্রায় রচিত।* যে ঈশ্বরানুরাগ, সাধুতা, পবিত্র রুচি, সাদি-চরিত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ, বোস্তাঁর প্রতি কবিতা সেইরূপ পবিত্রভাবে পূর্ণ; উপদেশ ও উদার নীতি-কথা শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হইয়া গুলিস্তাঁর মত বোস্তাঁকেও নীতি-বিজ্ঞানে (moral philosophy) পরিণত করিয়াছে। একজন ইংরাজ পারস্য-সাহিত্য-রসিক বলিয়াছেন, যুগ্ম চরণে রচিত ও দশমসর্গে বিভক্ত বোস্তাঁ কাব্য নীতি উপদেশ পূর্ণ মহাকাব্য বিশেষ। ইহা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব—যাহার অস্তিত্ব খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রে অতি বিরল—গভীর নীতি বিজ্ঞানের প্রাচুর্য্য, অনুপম ও মূল্যবান রত্ন সদৃশ অতিন্দ্রীয় মতবাদে পূর্ণ।† গুলিস্তাঁ কাব্যে কবি হাস্যরসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন, বোস্তাঁয় হাস্যরস কিছু সংযত করিয়াছেন; ইহার প্রত্যেক কবিতার মধ্যে ধর্ম্মপালন, মানবের প্রতি মানবের কর্ত্তব্য, ঈশ্বরের স্বরূপ মানুষ* যে অদৃষ্টের অধীন, প্রেমভক্তি ঈশ্বরানুরাগ নির্ঝরযুক্ত

বোস্তাঁর আলোচ্য বিষয়, রূপ ও রচনা প্রণালী।

* The Bustan consists of couplets, or the heroic lines of Firdusi and Nizami of ten and eleven syllables, and corresponding with that of Pope and Addison in English. Dr Ross.

† The former (Bustan) also called Sadinama, is a kind of didactic epopie in ten chapters and doubly—rhymed verses, which passes in review the highest philosophical and religious questions not seldom in the very spirit of christinity, and abounds with sound ethical maxims and matchless gems of transcedental speculation. Encyclopedia Britannic.

বারিরাশির মত তরতর বেগে প্রবাহিত। ইহারা চমৎকার ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

বোস্তাঁ কাব্য পাঠ করিলে একটী বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় যে কবি এই কাব্য মধ্যে অতিশয়োক্তি, উপমা ও রূপক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ঘটাইয়াছেন। অধ্যাপক এডওয়ার্ড বলেন, কবি শেখ সাদী যদি কেবল মাত্র বোস্তাঁ রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সাহিত্য-জগতে অমর হইতেন। * কবির রচনার বিশেষত্ব সম্বন্ধে ইংরাজ মনীষী ক্লসটন বলিয়াছেন, মানবের কার্য্যের নিগুঢ় উৎপত্তি-তত্ত্বে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মানব জাতিগত সুদুর প্রসারিত জ্ঞান, গোঁড়ামী শূন্য প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কবি-সুলভ অনুভূতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সজীব হাস্যরস-বোধ প্রভৃতি সকল গুণই কবি শেখ সাদীর প্রতিভার বৈশিষ্ট।† আমাদের মনে হয় এই সকল গুণ ব্যতীত কবি শেখ সাদীর প্রতিভার অন্য বিশেষত্ব ছিল এই যে, সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতির নিয়মানুসারে বয়োবৃদ্ধির সহিত মানবের নবনবউন্মেষশালিনী প্রতিভার হ্রাস হয়, কিন্তু কবি শেখ সাদী এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার অমানুষী প্রতিভা হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার

* If the Bustan were the only monument that remained of his genius, his name would assuredly still be inscribed in the roll of Immortals. Introduction to Bustan by A. H. Edwords.

† A deep insight into the secret springs of human actions an extensive knowledg of mankind, fervent pity without a faint of bigotry, a poet's keep appreciation of the beauties of nature, together with a ready wit and lively sense of humour, are two characteristic of Sadi's masterly compositions. Flowers from the Persian Garden.

সহিত সত্য উপলব্ধির ক্ষমতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ ক্রমবর্দ্ধনশীল নব নবউন্মেষশালিনী প্রতিভার উল্লেখ বোধহয় আর নাই। আমাদের মনে হয়, ইহাই শেখ সাদীর কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট।

এই কাব্যের অধ্যায় নিহিত উপদেশ ও উদার নীতি-কথা জটিল ধর্ম্ম ও দার্শনিকতত্ত্বের মীমাংসা গল্প-চিত্রের মধ্যদিয়া অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে; আমরা নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বোস্তাঁর দশ অধ্যায়ের পরিচয় দিলাম।—

প্রথম অধ্যায়ে কবি সুলতান আবুবকরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, হে সুলতান, ভজনার সময় আপনার চিত্তকে বিনীত ও নম্র করিবেন। ভক্তের মত সানুনয় প্রার্থনা করিয়া বলিবেন, হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর! হে বিশ্বস্রষ্টা! হে জগৎপতে! তুমিই বিশ্বসম্রাট, আমি তোমার স্নেহ-কণার ভিখারী, তোমার স্নেহ-হস্ত ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা করিবে? আমার প্রতি সদয় হও, আমার হৃদয়ে ধর্ম্মবল দাও, তুমি শক্তি না দিলে কেমন করিয়া আমি প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিব?" এই অধ্যায়ে কবি রাজাকে কিরূপভাবে অবস্থান এবং রাজ্য শাসন করিতে হইবে, গল্প-চিত্রের মধ্য দিয়া তৎসম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ের। গল্প-চিত্র।

একটী গল্প-চিত্র নিম্নে চিত্রিত হইল। এক রাজাকে সামান্য মূল্যের মোটা পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়া রাজার একজন বন্ধু তাঁহাকে বলেন, "হে রাজন্! এই সামান্য মূল্যের সামান্য পোষাক পরিধান করিয়া, আপনি আপনার মর্য্যাদার হানি করিতেছেন, রাজার উপযুক্ত চীনদেশস্থ মূল্যবান রেশমী পোষাক পরিধান করুন। রাজা বলিলেন "বন্ধু! আমি যে পোষাক পরিধান করি, তাহাতে ত কোন প্রকার অসুবিধা দেখি না; আমি বেশ আরামেই আছি। বিলাসিতার চরম সীমায় পৌছিতে অথবা আড়ম্বরপূর্ণ বহুল্য পোষাক পরিমূধান

পূর্ব্বক সাধারণের স্তুতি লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। স্ত্রীলোকের মত যদি আমিও বহুমূল্য পোষাক, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে নিজ দেহ আবৃত করি, তাহা হইলে শত্রু দমন করিব কি উপায়ে? রাজকীয় ধনাগার আমার জন্য নয়—অথবা আমার ব্যবহার্থ অলঙ্কার, পোষাক, পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য নহে, সৈন্য-বল বৃদ্ধির জন্য।"—

ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্য্য ও কৌশল প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন, হে মানব! ঈশ্বরের চমৎকার সৃষ্টি কৌশল অবলোকন কর; কি সূক্ষ্ম হিসাবের সহিত প্রত্যেক অঙ্গুলী নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি গ্রন্থিতে বিভক্ত। তাঁহার সৃষ্টি কার্য্য বা কৌশলের সমালোচনা করা তোমার পক্ষে ঘোরতর মূর্খতা—তোমার শোভা পায় না। দেখ কয়েক খণ্ড অস্থিযুক্ত পদদ্বয় দ্বারা মানব কেমন চারিধারে গমনাগমন করিতেছে। পায়ের গোড়ালী, জানু, পদদ্বয় যদি গমনভঙ্গী (movements) শূন্য হয়, তাহা হইলে মানব চলচ্ছক্তি-শূন্য হইবে। দেখ, ভগবান দুইশত খণ্ড অস্থিদ্বারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার শরীরের মধ্যে শিরা প্রবাহিত। ইহার মধ্যে পেশী আছে, ৩৬০টী প্রস্রবনের তুল্য। ভগবান তোমার মস্তিষ্কে চিন্তাশক্তি, দর্শনশক্তি, বিচারশক্তি দিয়াছেন; জীবশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজীবের উপর প্রাধান্যের অধিকারী করিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব হে জীবশ্রেষ্ঠ মানব! বিশ্বস্রষ্টার শ্রীচরণে তোমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর। ইতর প্রাণীগণকে লুব্ধ ও মনুষ্যের অধীন করিয়া ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু হে মানব! দেখ তুমি কেমন আলেফ অক্ষরের মত ঋজু ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ; আহার্য্য গ্রহণের সময় ইতর প্রাণীগণকে শির নত করিতে হয়, কিন্তু তুমি, অনবনত মস্তকে তোমার আহার্য্য মুখে তুলিতে পার। হে জীবশ্রেষ্ঠ মানব, তাঁর অনুগ্রহে শ্রেষ্ঠ জীবোচিত সর্ব্ব বিষয়ে প্রাধান্যের

অধিকারী হইয়াছ, তুমি কি ঈশ্বরের শ্রীচরণে তোমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-পুষ্প অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিবে না?

পরোপকার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের গল্প-চিত্রে কবি বিখ্যাত দানবীর হাতিম তাইয়ের পরোপকার-ব্রত-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।—গল্প-চিত্রটী এইরূপ;—

আরব দেশের দক্ষিণ দিকে ইয়ামান রাজ্যে তাইদলের সর্দ্দার হাতিম বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট হাতিমতাই নামে পরিচিত। তাই সর্দ্দার সদাশয়তার জন্য এতই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, এখনও আরব দেশের লোকেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিয়া থাকে। হাতিমের একটী প্রিয় ঘোটক ছিল; এই ঘোটকটী পবনের গতিতে দ্রুত ছুটিত; একদিন রুমের সুলতান, হাতিমতায়ের সদাশয়তা ও এই অপূর্ব্ব ঘোটকের বিষয় অবগত হইয়া মনে মনে স্থির করেন, হাতিমকে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে; তাহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তুমি যদি তোমার প্রিয় ঘোটকটী আমাকে উপহার দিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব যে, তুমি শ্রদ্ধার ও প্রশংসার যোগ্যপাত্র। আর যদি দেখি যে ঘোটকটীকে উপহার দিতে অস্বীকার করিতেছ, তাহা হইলে বুঝিব, যে সদাশয়তার জন্য চারিধার হইতে তোমার উদ্দেশ্যে প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী বর্ষিত হয়, সে সমস্তই মিথ্যা—ঢাকের বাজনার মত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের গল্প-চিত্র।

সুলতান পত্রসহ এক সুচতুর দূতকে হাতিমের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। দূত হাতিম তাইয়ের গৃহে পৌঁছিল। অত্যন্ত সম্মানের সহিত হাতিম দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রীতি-ভোজনের আয়োজন করিলেন; অতিথির সম্মানের জন্য হাতিম একটী ঘোটক হত্যার ব্যবস্থা করিলেন। পর দিবস প্রাতে দূত সুলতানের সাক্ষরিত পত্রখানি হাতিমের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, দেখুন, আমি সুলতানের আদেশ

ক্রমে আসিয়াছি। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, আপনি সুলতানের সহিত বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ আপনার প্রিয় ঘোটককে উপহার দিতে স্বীকৃত আছেন কিনা। হাতিম অত্যন্ত দুঃখ ও অর্দ্ধ উন্মত্তের মত হইয়া বলিল, রাজদূত! গতকল্য আমাকে সুলতানের অভিপ্রায় জানান উচিত ছিল। গতকল্য প্রীতি-ভোজনে ঘোটকটীকে হত্যা করা হইয়াছে। এই ঘোটকটীই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল এবং এইটী ছাড়া আর আমার দ্বিতীয় ঘোটক নাই। মেষ বা ছাগলের মাংস দিয়া রাজদূতের সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না ভাবিয়া আমি আমার একমাত্র প্রিয় ঘোটকটীকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি। বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ সেই ঘোটকটী সুলতানকে উপহার দিতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। হাতিম, দূতকে প্রচুর অর্থ ও নানাবিধ পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিয়া বিদায় দিলেন। দূত সুলতানের নিকট সমস্ত কথা বলিল। হাতিম তাহার প্রিয় ঘোটকটীকে উপহার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল শুনিয়া সুলতান মুগ্ধ হইয়া মনে মনে বার বার বলিলেন, "হাতিম কি মহৎ! কি উদার!"

হাতিমের উদারতা সম্বন্ধে কবি আর একটী গল্প-চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেটী এইরূপ ঃ—আরব দেশের দক্ষিণে ইয়ামানের রাজা উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রাজা যখনই প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তখনই জনসাধারণে হাতিম তাইয়ের সাধু অনুষ্ঠানের সহিত রাজার কার্য্যের তুলনা করিত। যখন তখন হাতিম তাইয়ের প্রশংসা শুনিয়া রাজা হিংসায় অন্ধ হইয়া একদিন স্থির করিলেন, ধরাপৃষ্ঠ হইতে হাতিম তাইয়ের নাম মুছিয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তির রাজত্ব নাই, যার কোন ধন-বল, কি জন-বল নাই, লোকে কি বলিয়া সেই ভিখারীর সহিত আমার মত রাজার তুলনা করে? একদিন রাজা এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিলেন, রাজ্যের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইল। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজার ভূয়সী

প্রশংসা করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতিম তাইয়ের কার্য্যাবলীর সহিত রাজার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের তুলনা করিতে ভুলিল না। স্বনামধন্য হাতিম-তাইয়ের সহিত রাজার প্রীতি-ভোজনের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া রাজাকে অধিকতর সম্মান দেখান হইতেছে ভাবিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এইরূপ তুলনা করিল। রাজা হাতিম তাইয়ের প্রশংসা শুনিয়া হিংসায় উন্মত্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হৌক, এই হাতেম-তাইকে হত্যা করিতে হইবে। তৎপরদিবস প্রাতে রাজা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন গুপ্তঘাতক প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে এক যুবকের সহিত রাজ-প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকের বন্ধুত্ব হয়। এই যুবক তাহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিল। গুপ্তহত্যাকারী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, যুবক তাহাকে তাহার গৃহে রাত্রি যাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। সে বন্ধুর প্রীতি ওসৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুগৃহে রাত্রিযাপন করিল। তৎপর দিবস পুনরায় বিদায় চাহিলে যুবক পুনরায় তাহার অতিথি বন্ধুকে কিছুদিন তাহার বাটীতে থাকিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিল।

রাজ-প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকবলিল, " ভাই, আমাকে বিদায় দাও, আমি বিশেষ আবশ্যক কর্ম্মে বাহির হইয়াছি, আর আমার থাকিবার উপায় নাই।" যুবক বলিল, " তোমার বিশেষ দরকারী কাজটী কি আমাকে জানাবে বন্ধু ? তোমাকে সাহায্য করিতে পারিলে বিশেষ আনন্দলাভ করিব।" অতিথি বলিল, ভাই, আমার কাজটী অতিশয় গোপনীয়— আমার ভরসা আছে যে তোমার মত বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিলে, অন্যত্র প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহ'লে বলি শোন, তুমি নিশ্চয়ই হাতিম তাইয়ের নাম শুনেছ, যে হাতেম তাইয়ের প্রশংসা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, আমি জানিনা কি কারণে আমাদের রাজা হাতিমের প্রশংসার নামে হিংসায় অন্ধ হন। হাতিমতাইকে হত্যা করিবার জন্য

রাজা আমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমি কি বল্‌তে পার, বন্ধু, কোথায় গেলে সেই হাতিম তাইয়ের সন্ধান পাবো?" যুবক তার অতিথির কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "বন্ধু, আমিই সেই হাতিম।" বলিয়া অতিথির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মাথা পাতিয়া দিয়া বলিল, "বন্ধু, তুমি যাকে খুঁজছিলে, আমি সেই হাতিম, আমাকে হত্যা করিয়া তোমার রাজাজ্ঞা পালন কর!"

রাজ-প্রেরিত গুপ্তহত্যাকারী তৎক্ষণাৎ হাতিমের পদতলে পড়িয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল, "বন্ধু, তোমায় হত্যাকরা ত দূরের কথা, তোমার মস্তকের এক গাছি কেশ উৎপাটন আমার দ্বারা হইবে না; বন্ধু! তুমি এত উদার! তুমি এত মহৎ!" বলিয়া হাতিমকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিল। তারপর সে ইয়ামান রাজ্যের দিকে, চলিয়া গেল; তার গমনভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যেন সে কোন পাপকার্য্য করিতে গিয়া ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে।

ঘাতক ইয়ামান রাজ্যে ফিরিয়া আসিল; রাজাজ্ঞা প্রতিপালন হয় নাই দেখিয়া রাজা ভ্রুকুটির সহিত বলিলেন, হাতিমের ছিন্নমুণ্ড কোথায়? ঘাতক রাজাকে কুর্ণিশ করিয়া বলিল, সুলতান, হাতিম তাইয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল; আমি তাকে হত্যা করিতে পারি নাই;—সে আমাকে তার সৌজন্য-তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছে! সুলতান! হাতিম কিরূপ বিনয়ী, উদার ও জ্ঞানী, তার পরিচয় পেয়ে এলেম। এই মহৎ উদার ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি রাজাজ্ঞা শুনে স্বেচ্ছায় তার মস্তক তলওয়ারের উপরে এগিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে হত্যা ক'রে তোমার রাজাজ্ঞা পালন কর, তা নইলে তুমি তোমার রাজার রোষ দৃষ্টিতে পড়িবে! এরকম জ্ঞানী, উদার, মহৎকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন! আবার বলি, সুলতান! তাকে হত্যা করিতে পারিনি, সেই আমাকে তার

মহত্ব ও উদারতার তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছে! ঘাতকের কথা শুনিয়া রাজসভা নির্ব্বাক, নিশ্চল। হাতিমের উদারতা ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া রাজা এতদিন পরে হিংসা ভুলিয়া শত মুখে তাহার প্রশংসা করিল।

বোস্তাঁর তৃতীয় অধ্যায়ে কবি প্রেম-প্রসঙ্গ যেরূপ প্রকৃত প্রেমিকের অভিজ্ঞতা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ না করিলে অনুভবে বুঝা যায় না। ভগবৎ প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কবি বলিতেছেন,—শ্রীভগবানের বিচ্ছেদ জনিত পীড়া অনুভব করুন, অথবা (তাঁহার সঙ্গলাভ জনিত) উপশম আরাম উপভোগ করুন। যাহারা একবার পরমেশ্বরের প্রেমে পাগল হইয়াছে, তাহাদের সময় সর্ব্বদাই সুখে কাটিয়া যায়।

বোস্তাঁর প্রেম অধ্যায় হইতে সাধারণ প্রণয়ীগণও অনেক উপদেশ ও সদ্‌যুক্তি লাভ করিতে পারিবে। আমরা নিম্নে এই অধ্যায় হইতে কবির প্রেম-বাণী উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

(১) যথার্থ প্রেমিক হইলেও তুমি কখনও তোমার প্রেমের অহঙ্কার করিও না, কেননা এই গর্ব্বজনিত পাপ শুধু তোমাকেই নহে—তোমার প্রণয়িনীকেও ভোগ করিতে হইবে।

(২) যতক্ষণ পার যুদ্ধ কর, প্রণয় রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইও না; প্রেম-যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সাদী এখনও বাঁচিয়া আছে।

ঈশ্বর প্রেম নামক অধ্যায় ভক্ত ও প্রেমিকগণের চিত্রে পূর্ণ। কবি ঈশ্বর প্রেম ও প্রেমিকগণের জয় গান করিয়া বলিয়াছেন,—

যাহারা সদাই শ্রীভগবানের প্রেমে মসগুল, তাহারাই সুখী, তাহারাই শ্রীভগবানের সহিত সংযোগ লাভ করিতে পারিলেই উৎফুল্ল, যতদিন না ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতেছে ততদিন তাঁর বিচ্ছেদে মুহ্যমান।

যাহারা সত্য-শিব-সুন্দরের প্রেমে মসগুল, তাহারা কখনো তাঁহার প্রেম-রজ্জু ছিন্ন করিতে পারে না। অন্যের নিকট তিরস্কৃত

হইলেও, তাহারা ধ্যান-রাজ্যের রাজা; কিন্তু তাহাদের রাজ্য সকলের নিকট সুপরিচিত নয়। বাহিরে যেন ইহারা ঠিক জালেমের মন্দির, ভিতরে সব আছে, কিন্তু দিনের পর দিন যতই যাইতেছে, মন্দিরের বাহির ধ্বংসও নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তাহারাই পতঙ্গের মত প্রেমময়ের প্রেম-দীপ-শিখায় আত্মাহুতি প্রদান করে। এই অধ্যায়ের একটী গল্প-চিত্র নিম্নে চিত্রিত হইল।

এক ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেমে উন্মাদ হইয়াছিল। সে দিন বা রাত্রে কিছুই আহার করিত না, সদাই বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া থাকিত। ইহার জন্য তাহার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ছিল। একদিন এক ব্যক্তি এই যুবককে ভৎ‍র্সনা করিল। প্রেমোন্মত্ত যুবক উত্তর দিল "যেদিন থেকে প্রেমময় দয়ালবন্ধু আমাকে আপনার ব'লে তাঁর নিকটে টেনে নিয়েছেন, সেদিন হইতে আমি আর কোন আত্মীয় বন্ধু চাহি না। তিনি যখন আমার গায়ে তাঁর করুণা হস্ত বুলিয়ে দিয়েছেন, তিনি যখন তাঁর স্বরূপ আমাকে দেখিয়েছেন, আমি আর কিছুই চাহি না।" প্রেমোন্মত্ত যুবকের কথা বুঝিতে না পারিয়া সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিল।

দীনতা নামক অধ্যায়ে কবি মানবকে উপদেশ দিয়াছেন, হে মানব! দম্ভে গর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিও না; তোমার ধুলার শরীর, সুতরাং তুমি ধুলার মত দীন হও! অগ্নির মত উত্তেজিত হইও না। স্থির জানিও দীনতার সোপান অবলম্বন করিয়া সাধুতার উচ্চস্তরে আরোহন করা যায়; গর্ব্বই মনুষ্যকে অধোগামী করে। এই অধ্যায়ের একটী গল্প-চিত্র এইরূপঃ—

এক যুবক তুরস্কের উপকূলে উপনীত হইয়া তত্রত্য এক মসজিদে থাকিবার জন্য আচার্য্যের নিকট প্রার্থনা করিল। আচার্য্য এই বিদেশী যুবকের প্রিয় দরশন মূর্ত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্রয় দিল। একদিন আচার্য্য যুবককে বলিল, দেখ আমাদের মসজিদের উঠান বড় অপরিষ্কার

থাকে, তুমি পরিষ্কার করিয়া লইও। যুবক আচার্য্যের কথার কোন উত্তর দিল না; মসজিদের উঠান পরিষ্কারও করিল না। নিজ জিনিষ পত্র লইয়া ধীরে ধীরে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মসজিদের অপরাপর ব্যক্তিগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে এ যুবককে মসজিদ পরিষ্কার করিতে বলা হইয়াছিল বলিয়া সে অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই যুবকটীর ধারণা যে সে মহা-গন্যমান্য ব্যক্তি। তৎপরদিবস প্রাতে ঘটনাক্রমে মসজিদের কোন লোকের সহিত যুবকের সাক্ষাৎ হইলে লোকটী যুবককে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, তুমি ভুল করিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছ। কোন কাজ করিলে মানুষ অপমানিত হয় না বরং তার গৌরব বৃদ্ধি পায়। যুবক দুঃখিত স্বরে বলিল, ভাই, তোমরা আমাকে ভুল বুঝিয়াছ। আচার্য্য যখন আমাকে পবিত্র মসজিদ পরিষ্কার করিতে আদেশ দেন, তখন দেখিলাম, তথায় একটুও ময়লা নাই, সেই জন্যই আমি মসজিদ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, আমি ভক্তি-প্রেমহীন, আমি পবিত্র স্থান মসজিদ পরিস্কার করিবার যোগ্য কি ?

আত্মসমর্পণ নামক অধ্যায়ে কবি পরমকারুণিক ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

সন্তোষ নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, যে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, সে কখনও ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিবে না। সন্তোষই মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে।

শিক্ষাসম্পর্কীয় অধ্যায়ে কবি মানবজাতিকে বলিয়াছেন, এই সংসার লোকপূর্ণ একটী নগরের মত, তুমিই এদেশের রাজা এবং বিবেকই তোমার জ্ঞানী মন্ত্রীর মত কাজ করিবে। অজ্ঞানীরা এই নগরে লোভের এবং লালসার ব্যবসা করে। সংযম এবং আত্মসমর্পণ এই নগরের যশ, ধর্ম্ম। কামুক এবং কামুকতা, এ নগরের চোর এবং গাঁটকাটা স্বরূপ জানিবে।

কৃতজ্ঞতা নামক অধ্যায়ে কবি কায়মনোবাক্যে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অনুতাপ নামক অধ্যায়ে কবি পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

৮

প্রার্থনা নামক অধ্যায়ে কবি বলিয়াছেন, আজ হইতেই ভগবানের উপাসনা কর, কারণ আগামী কল্য তুমি শক্তিহীন হইতে পার।

সৌজন্য প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন, "নিজে দুঃখ না পাইতে কি তোমার ইচ্ছা হয়? যদি এরূপ ইচ্ছা থাকে, তবে যেন পরের দুঃখে তোমার অন্তরে সহানুভূতির অভাব না হয়। অনত্র বলিয়াছেন, হে ধনিন্! অদ্যই তুমি দানে মুক্তহস্ত হও, কেননা আগামী কল্য তোমার ধনাগারের চাবী পরহস্তগত হইতে পারে।

নিজ অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে জীবনে কখনও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাই কবি উপদেশ দিতেছেন, "যে আপন ভাগ্য উপজীবিকা লইয়া সন্তুষ্ট নহে, সে অতি দুর্ভাগ্য এবং কখনও ঈশ্বর সেবাশিক্ষা করে নাই। পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ শতশত সদ্ভাব-কুসুমের স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ।

গুলিস্তাঁর ন্যায় বোস্তাঁকাব্যেরও স্বদেশে ও বিদেশে বহুল প্রচার হইয়াছিল। জর্ম্মণীর বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক K. H. Graf, অধ্যাপক Schlechta Wehrd ও অধ্যাপক Fr. Reukert যথাক্রমে ১৮৫০, ১৮৫২, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণ ভাষায়, Borbier de Meynard ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় ও ইংরাজী ভাষায় Lt Col. H. W. Clarke, E. Arnold, S. Robinsons, G. A. Davis অধ্যাপক আদালত খাঁ, অধ্যাপক A. H. Edwords যথাক্রমে ১৮৭৯, ১৮৮২, ১৮৭৭, ১৮৮৩, ১৮২০, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ কবি শেখ সাদীর সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রতিভার চরমোৎকর্ষ ও বহুল প্রচার হিসাবে কবির রচনাবলীর মধ্যে গুলিস্তাঁ প্রথম ও বোস্তাঁ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রলব্ধজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পর্য্যটনকালীন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব চরিত্র অধ্যয়ন ও ইহাদের সহিত ঈশ্বরানুরাগ, পবিত্র রুচি, কবির আজন্মপ্রকৃতিগত ছিল বলিয়াই তাঁহার পক্ষে বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর মত সর্ব্বগুণান্বিত কাব্য রচনা সম্ভব হইয়াছিল। বাল্যে কবির তরুণহৃদয়-ক্ষেত্রে যে ঈশ্বরানুরাগ জ্ঞানান্বেষণের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া পরে পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়। বোস্তাঁ কবির জীবন-বৃক্ষের সুরভিপূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প; গুলিস্তাঁ এই বৃক্ষের সুস্বাদু ফল। সংসার-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, সংসারতাপদগ্ধ মানব, পথভ্রান্ত পথিক, প্রিয়জন-বিয়োগ-কাতর, এই বিশাল মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় আসিয়া শান্তিলাভ করে, তত্ত্বান্বেষী এই বোধিদ্রুমতলে আসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান লাভ করে।

যে যুগে শেখ সাদী আবির্ভুত হন, সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে পারস্যদেশে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-নিদর্শন অতি অল্পই ছিল, যাহাকে আদর্শ করিয়া কবি সাহিত্য-জগতে অগ্রসর হইতে পারিতেন। কবি তাঁহার অমানুষী প্রতিভা বলেই উৎকৃষ্ট ও আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া পারস্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন এবং কবির সৃষ্ট সাহিত্য, আদর্শ সাহিত্যরূপেই সম্মানিত হয়। কবির জীবন-বৃক্ষের প্রস্ফুটিত পুষ্প বোস্তাঁ ও সুস্বাদু ফল গুলিস্তাঁর অবিনশ্বর গুল-সৌরভে বিশ্বজগৎ সৌরভাকুল। কবির সুললিত বাক্যবিন্যাস, শব্দচয়ন, অলঙ্কারের সমৃদ্ধ সুষমা, ইন্দ্রজালময়ী কাব্যমায়ার বিচিত্রবিকাশ, বর্ণনার বিচিত্রভঙ্গী, নানাবিষয়িনী রচনার মধ্য দিয়া পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত নহে, ভাবের অনুভূতিতে,

উন্মেষণে, মানব চরিত্র অধ্যয়নে, অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতার বিকাশেও চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সাধারণ পাঠক কবির কোমলকান্ত পদাবলীর মধুর ভাবে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, ধীশক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সমালোচনা ভুলিয়া কবির রচনার সৌন্দর্য্য, দার্শনিকতা পূর্ণ নীতিকথা ও ভাবের প্রবাহে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। সাদীর সৃষ্ট সাহিত্য স্বর্গীয় মাধুরী ও ভাবে অনুপ্রাণিত, সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিবার, উপভোগের বস্তু, ইহাতে সমালোচনার স্থান নাই।

কবির ভাব-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ স্বাভাবিক চিত্রগুলিকে স্বর্গীয় অধ্যাপক আদালত খাঁ রাজকীয় অস্ত্রাগারের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, রাজকীয় অস্ত্রাগার যেরূপ ভীষণ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ থাকে, কবি শেখ সাদীর ভাব-সৌন্দর্য্যপূর্ণ রচনাবলী জগতের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতায় মণ্ডিত হইয়া কবির অমর তুলিকায় যেন নব নব সাজ সজ্জায় পরিশোভিত হইয়া জগতের কাব্যচিত্রশালাকে মহা ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত করিয়াছে।* অধ্যাপক ব্রাউন বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন বিষয় নাই, যাহা এই কাব্যদ্বয় মধ্যে আলোচিত হয় নাই।† অধ্যাপক আদালত খাঁ বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁকে যাদুঘরের সহিত তুলনা করিয়া

---

* "......his works may be fairly compared to a "Vast arsenal of ideas drawn from every region of human speculation, and they are either themselves the condensed quintessence of knowledge and wisdom, or the dressing and adorning of the fairest and most majestic conception. Introduction to Bustan.

† His (Sadi's) writings are a microcosm of the East, alike in its best and its most ignoble aspects and it is not without good reason that whenever the Persian Language is studied, they are and have been for six centuries and half, the first book placed in the beginers hands. Literary History of Persia. Vol ii 1906.

বলিয়াছেন, যাদুঘরে যেমন জগতের নানাদেশস্থ নানাজাতীয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে, বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁয় কবি সেইরূপ জগতের এমন কোন বিষয় নাই, যাহার আলোচনা বা সন্নিবেশ করেন নাই।* প্রকৃতপক্ষে কবি শেখ সাদী যে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি-গণের মহান ভাব-সম্পদে ধনী ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, নৈতিক, ব্যঙ্গ ও পরিহাসের চিত্রগুলি কবির উর্ব্বর মস্তিষ্কের ও চিত্রণ শক্তির পূর্ণ পরিচায়ক। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন, কবির আশ্চর্য্য ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক। কি নীতি বেত্তা হিসাবে, কি পরিহাসরসিক হিসাবে, সর্ব্ব বিষয়ে তিনি সফল কাম হইয়াছেন ও পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে তাঁহার যশঃ সৌরভ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচনাবলী হইতে আমার কতকগুলি নৈতিক অনুশাসন (Precepts) সংগ্রহ করিতে পারি, যাহা সর্ব্ব অবস্থায় মানব-জীবনের কল্যাণকর। তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিলে মনে হয়, যেন তিনি পয়গম্বরের মত জ্ঞানী হইয়া কাব্যাবলী রচনা করিয়াছেন। সেক্সপিয়রের ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বলিতে হয়,—

—Amuse of fire that would ascend
The brightest heavens of invention.

সর্ব্বদেশের কবিগণ আত্মশ্লাঘা দোষে দুষ্ট।

আত্মশ্লাঘা। ভবভূতি বলিয়াছেন,

"উৎপৎস্যতেহস্তিমম কোঽপি সমানধর্ম্মা।"

জয়দেব বলিয়াছেন,

"শৃনুতদা জয়দেব সরস্বতীম্।"

* In a word, it may be properly compared to a Museum, where all sorts of curiosities are richly displayed or to a large and ponderous sword, whose hilt lay at the hands of Sadi. Introduction to Bostan.

সেক্সপীয়র বলিয়াছেন,

"Criticise you may but first purchase."

মিলটন বলিয়াছেন,

.........I thence
Invoke thy aid to my adventurous song,
That with no middle flight intends to soar,
Above the Aonian mount, while it persues
Things unattempted yet in prose or rhyme.

আবার Comus কাব্যে কবি কিরূপ আত্মশ্লাঘা ভরে বলিয়াছেন শুনুন,

For I will tell you now,
What never yet was heard in fale or song,
From old or modern bard, in hall or bower.

আমাদের মধুসূদন এইরূপ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ স্বরেই "রচিব মধুচক্র গৌড় জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" বলিয়া মেঘনাদ বধ কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি কবি তাঁহার বন্ধু রাজ-নারায়ণ বসুকে পাঠ করিতে দিয়া মহান্ আত্মশ্লাঘা ভরে বলিয়াছিলেন, "My dear Raj, this will surely make me immortal."

হাফেজ বলিয়াছেন,

আমার কবিতা এত মধুর যে আকাশ মণ্ডল আমার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া মুক্তা বর্ষণ করিতেছে।

শেখ সাদীও আত্মশ্লাঘা ভরে বলিয়াছেন, আমি এমন গুলিস্তাঁ (গোলাপ-বাগান) রচনা করিব যে হিমকুহেলীসমাচ্ছন্ন অথবা পরিবর্ত্তন-শীল প্রকৃতি কখনও আমার গুলিস্তাঁর (গোলাপ-বাগানের) সৌন্দর্য্য ও পুষ্প-প্রসবিণীশক্তি নষ্ট করিতে পারিবে না। প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত

গোলাপ-বাগানের গোলাপ দু'দিনের জন্য সৌরভ বিতরণ করিয়া ঝরিয়া পড়িবে, সময়ে ইহার পুষ্প-প্রসবিনী শক্তিরও লোপ হইবে, কিন্তু আমার গোলাপ-বাগানের পুষ্প-সুরভি অবিনশ্বর এবং পুষ্প-প্রসবিনী শক্তিরও ক্ষয় বা লোপ হইবে না।"

শুধু ইহাই নহে, বোস্তাঁ কাব্যে কবি আরও বলিয়াছেন,—

আমার কবিত্বের সৌরভে পারস্য দেশ এতই আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ যে তাহারা খইতানের মৃগনাভি পরিত্যাগ করিয়া আমার কবিত্ব-সৌরভের অনুগামী। আমার কবিতার প্রত্যেক শ্লোক মধুর রসপূর্ণ খর্জ্জুরের মত, যতই চিবাইবে, ততই সত্য-শিব-সুন্দরের মধুর রস-ধারায় স্নিগ্ধ হইবে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কিন্তু কবি শেখ সাদীর জীবন-বৃক্ষ জগতের উত্থান-পতন-সংগ্রামে অচল অটল। কবির বোস্তাঁ ও গুলিস্তাঁর অবিনশ্বর গুল-সৌরভে পৃথিবী আমোদিত। কাব্য-রাজ্যে কবি যে মহান্ আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অননুকরণীয় এবং তাঁহার সৃষ্ট আদর্শই পারস্যের সাহিত্য-জগতে কবির সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যরূপে বিরাজিত। মনীষী ক্লস্টন বলিয়াছেন, গুলিস্তাঁ প্রকাশিত হইবার পর ছয় শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কবির যশ-সৌরভ কেবলমাত্র তাঁহার জন্মভূমিতেই আবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিস্তৃত এবং কবি এখনও আদি ও প্রতিভার মূর্ত্ত-অবতার রূপে জগদ্বাসীর নিকট সম্পুজিত।* অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্যের

---

* Six centuries have passed away since the gifted sage penned his Gulistan ; and his fame has not only contained in his own land and throughout the East generally but has spread into all European countries and across the Atlantic, where long after the days of Sadi still stood the forests primeval. Flowers from A Persian Garden by W. A, Claustan 1889.

কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত শেখ সাদীর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিত যশা হইতে পারেন নাই, কবির যশঃ কেবলমাত্র তাঁহার জন্মভূমিতেই আবদ্ধ ছিল না, পরন্তু যে দেশে পারস্য ভাষার আলোচনা হয়, সেই দেশেই তাঁর যশঃ বিস্তৃত। *

কবির সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি-পাতে পারস্য-সাহিত্যের সকল বিভাগই অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব বিস্তার করে। পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পারস্য-সাহিত্য নানা ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত। তন্মধ্যে প্রধানতঃ—

পারস্য সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ। (১) সজা (২) গজল্ (৩) কসিদা (৪) তস্‌বীব (৫) মসনবী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সম্পদে সমুজ্জ্বল। শেখ সাদীর কুল্লিয়াৎ অর্থাৎ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বোস্তাঁ, গুলিস্তাঁ ও কয়েক খণ্ড রেশালা ব্যতীত অবশিষ্টগুলি কসিদা ও গজল্। এগুলি আরব্য ও পারস্য ভাষায়

দীওয়ান। রচিত। শেখ সাদীর সময় হইতেই দীওয়ান অর্থাৎ গজলকে একত্র করিয়া আদ্য অক্ষর অনুসারে প্রকাশ-প্রথার প্রচলন হয়।† কবির বন্ধু, বিস্‌তুন নিবাসী আলি বিন আহমদ্ ৭২৬ হিজরাব্দে (খ্রীঃ ১৩২৫) সাদীর গজলকে দীওয়ানে পরিণত ও ৭৩৪ হিজরাব্দে (খ্রীঃ ১৩৩৩) সম্পাদন করেন।‡

---

* No Persian writer enjoys to this day, not only in his own country but wherever his language is cultivated a wider celebrity on a greater reputation.

Literary History of Persia Vol. II 1906.

† Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, prepared by Khan Saheb Maulvi Abdul Muqtadir, Vol. I, 1908.

‡ Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the British Museum, prepered by Charles Rieu, Vol. II.

গজল্ একপ্রকার গীতি-কবিতা অর্থাৎ ইহা শুধু কবিতা নয়, গান ও কবিতা উভয়ই। সুন্দরীর সাহচর্য্যে গায়কের হৃদয়ে যে উল্লাস উত্থিত হয়, তাহার উচ্ছ্বাস বর্ণনাই গজলের উদ্দেশ্য।*

গজল, তাহার রূপ, উদ্দেশ্য ও ছন্দভঙ্গী।

কবি গজল্‌কে গানের উপযোগী করিয়াই রচনা করেন। ইহাদের ছন্দভঙ্গীও গীতের উপযোগী। সাধারণ গানের মত গজল্ কতকগুলি বয়েৎ বা কলিতে বিভক্ত; উহার প্রথম বয়েৎ বা কলিকে মৎলা বলে। প্রথম বয়েৎ বা মৎলা এগার হইতে সতের মাত্রায় রচিত হয়। গজলের প্রথম কলি বা মৎলার দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে। কিন্তু মৎলার পরবর্ত্তী অন্যান্য বয়েৎএর দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে না। অপিচ পরবর্ত্তী বয়েৎএর শেষ চরণের সঙ্গে প্রথম বয়েৎ বা মৎলার মিল থাকিবে। এই প্রকার মিলই ডাক্তার জেম্‌স রসের (Dr. James Ross) মতে ফার্শী এবং আরবী কবিতার ছন্দবৈশিষ্ট্য। কসিদার ছন্দভঙ্গীও গজলের অনুরূপ। ইহারও মৎলা বা প্রথম কলির দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে এবং পরবর্ত্তী বয়েৎএর দুই চরণের পরস্পর মিল না থাকিলেও গজলের মত শেষ চরণের সহিত মৎলার বা প্রথম কলির মিল থাকিবে। ছন্দভঙ্গীতে কসিদা এবং গজল একরূপ হইলেও বিষয় এবং দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন। সাদীর গজলগুলি সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য, প্রেম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক। ইহা ঊর্দ্ধ সংখ্যা দশ বা বারটি পদ বা বয়েৎএ রচিত হয়। কসিদা সাধারণতঃ স্তুতি, ব্যঙ্গ, ধর্ম্ম, দার্শনিকতত্ত্ব অথবা নীতিকথা বিষয়ক। গজলের শেষ ছত্রে কবি নিজ তখল্লুস্ অর্থাৎ ভণিতা সংযোগ করেন।† কিন্তু

ছন্দ-বৈশিষ্ট।

কসিদা ও গজলের বিভিন্ন রূপ।

---

* সাহিত্য ১৩১৩ ও Miss Costelo প্রণীত Rose Garden of Persia দ্রষ্টব্য।

† অধ্যাপক ব্রাউন অনুমান করেন, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে গজলে ভণিতা দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

কসিদাতে কোনপ্রকার ভণিতা দিবার প্রচলন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্য এবং ভারতবর্ষীয় কাব্যরসিকগণ আরবী ভাষায় রচিত সাদীর কসিদাগুলিকে অতি উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন বলিযা অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আরবীয় বিদ্বানগণ উহাকে মাঝারি রকমের রচনা (mediocre performance) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* কবির পারস্য কসিদাও অতি চমৎকার। হাজি লুতফ্ আলি খাঁ। † বলেন, শেখ সাদীব কসিদা, গজল্, নীতি-উপদেশ-পূর্ণ কবিতা ও হাস্যরসাত্মক রচনা কবিত্বে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও চরমোৎকর্ষে অমূল্য। ‡

সাদীর আরবী কসিদা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।

শেখ সাদীর বাইশখানি গ্রন্থের মধ্যে চারিখানি গজলগ্রন্থ। তন্মধ্যে একখানি খাবিসাৎ (খেউড় গজল) ইব্রাহিম খাঁ। § বলেন, শেখ সাদীই

* In Persia and India it is commonly stated that Sadi's Arabic Qasidas are very fine. But scholars of Arabic speech regard them as very mediocre performances—Literary History of Persia Vol. ii 1906.

† ইস্পাহান নিবাসী বিখ্যাত বিদ্বান ও কবি। কাব্যে ইনি অজর্ তখল্লুস ব্যবহার করিতেন। ১১৩৪ হিজরাব্দে (১৭২১—২২ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া সুবিখ্যাত আতসকদা (অগ্নি-মন্দির)—পারস্য কবিগণের জীবন-চরিত রচনা করেন। এই প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। Vide catalouge of Persian manuscripts in the Bodlien'Library (Oxford) compiled by Dr. Sachu Vol. I 1879.

‡ আতসকদা।

§ অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক ও বারানসীর অধিবাসী। ইহাঁর গ্রন্থের নাম সফোহি ইব্রাহিম।

সর্ব্বপ্রথম পারস্যের গীতি-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধন করেন। আমীর দৌলত শাহ বলেন,* দিল্লির কবি আমীর খোসরুও গজল-রচনায় সাদী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরি উক্ত অভিমত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ব্রাউন প্রণীত পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস ও ডাক্তার জেন্‌স্ রসের অনূদিত গুলিস্তাঁর ভূমিকা পাঠে জানা যায় যে, খাকানি, অবলি প্রভৃতি সাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ গজল রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সাদী প্রথম গজল-কবি না হইলেও, তিনি তাঁহার সমসাময়িক এমন কি পূর্ব্ববর্ত্তী গজলরচনাকারীগণ অপেক্ষা গজল রচনায় অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; ঐতিহাসিক হাম্‌দুল্লা মুস্তওফি† বলেন, গজল রচনায় শেখ সাদী চরমোৎকর্ষ লাভ করেন।‡ এমন কি সাদীর রচিত গজল ভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য কবিগণের গজল, গজল নামেরই উপযুক্ত নহে।§ অধ্যাপক ব্রাউনও বলিয়াছেন, গজল রচনায় শেখ সাদী অন্যান্য পারস্য কবিগণ এমন কি হাফিজ

সাদীর গজল্ গ্রন্থাবলী।

* দৌলত শাহ ষোড়শ শতাব্দীর লেখক ও খোরসানের অধিবাসী। আমির আলা উদ্দৌলা ঈসফারাইনির পুত্র। তিনি মহত্ত্বে পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি নিরহঙ্কার ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার তর্জকিরাতুনস্ শোয়ারা অতি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য জীবনী পুস্তক।

† পারস্যের অন্তর্গত কুয়াজিম প্রদেশের অধিবাসী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোল-বিদ্যাবিশারদ। ইনি তারিখ-ই-গুজিদা ও নুজঅৎ-উল-কুলিব নামক দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ৭৫০ হিজরাব্দে (১৩৪৯ খৃঃ) দেহত্যাগ করেন।

‡ তারিখ-ই-গুজিদা।

§ It is in the Persian Ghazal or ode, that he is especially held by orientals to have surpassed all other poets. They even go so far as to say that previous to Sadi there was no ode worthy of the name in existence.—

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।* পারস্য ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, বাঁকিপুর ওরিয়েণ্ট্যাল পাব্লিক লাইব্রেরীর মৌলভী আব্দুল মক্তাদির সাহেব বলেন, পারস্যে যে সমুদয় গীতি-কবি আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে হাফিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। গজলের উৎকর্ষ-জনিত-গৌরব খ্যাতনামা শেখ সাদীর প্রাপ্য সন্দেহ নাই; হাফিজের প্রবর্ত্তিত রীতি যথেষ্টই মার্জ্জিত ও পরিচ্ছন্ন (refined and polished) এবং তাঁহার বিশেষ প্রকাশ-সৌন্দর্য্য আজ পর্য্যন্ত কেবল অনতিক্রম্য হইয়া আছে তাহা নহে, তাঁহার সমকক্ষও নাই। পারস্যের কবিগণের

গজল রচনায় সাদীর কৃতিত্ব।

মধ্যে সাদীর যশ অবশ্যই প্রচুর এবং তাঁহার গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ এই দু'টি শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। কিন্তু হাফিজের সহিত তাঁহার গজলের তুলনা করিলে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাদীর গজল অধিকতর প্রশংসার্হ।† গজল রচনা বিষয়ে হাফিজকে সাদীর প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাইতে পারে। সাধারণের নিকট হাফিজের গজল রচনা-রীতি (style) ও প্রকাশ-ভঙ্গিমার (expression) জন্য প্রশংসিত হইলেও পারস্যের গজল-কবিগণের মধ্যে শেখ সাদী শ্রেষ্ঠ ও গুরুস্থানীয়।‡ হাফিজ নিজেও একটী শ্লোকে শেখ সাদীকে গজলের ওস্তাদ—শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—

ওস্তাদি গজল্ সাদিস্ত পেশহর কিস্ ই আমা
দার্দ্ শখুন হাফেজ তরফ্ শখুন খাজু।

এমন কি তিনিও সাদীর গজল অনুকরণ করিয়াছেন। সাদীর গজল, হাফিজের সরস অনাহতগতি ছন্দপ্রবাহে পূর্ণ অথবা জলালুদ্দিন রুমির

* In his Ghazals, or Odes Sadi is considered as inferior to no Persian poet, not even Hafiz.—Literary History of Persia. Vol. ii 1906.

† Khan Saheb Abdul Muqtadir's Catalogue of Persian and Arabic manuscripts Vol I 1908.

‡ K. D. S. Irani.

ভক্তিরস ও ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছ্বসিত গরিমাময় ভাব-ধারায় পূর্ণ না হইলেও, উহা গভীর করুণরস এবং নির্ভীক সত্যানুরাগেব পরিচয়ে পূর্ণ।*

যাহা হউক, শেখ সাদী প্রথম গজল-রচনাকারী না হইলেও, তাঁহার দ্বারাই যে পারস্যের গজল-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গজল বা গীতি-কাব্য রচনায় কবি শেখ সাদীই প্রথম অমরত্ব লাভ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ ও মৌলানা কবি হতিফির † গজলের সার্থকতা সম্পাদন করেন।‡ সমর্‌কন্দ নিবাসী কবি নিজামী-আরুজি§ বলিয়াছেন,

---

* Sadi's lyrical poems possess neither easy grace and melodious charms of Hafiz's songs nor the over-powering grandeur of Jalaluddin Rumi's divine hymns, but they are nevertheless full of deep pathos and show such a fearless love of truth as is seldom met with in Eastern poetry.—Encyclopaedia Britannica, eleventh edition.

† পারস্যের শেষ মরমী-কবি নুরুদ্দিন জামীর ভাগিনেয়। ইঁহার প্রকৃত নাম আবদুল্লা। হিজরাতের অন্তর্গত জাম নগর ৯২৭ হি: (১৫২১ খ্রী:) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবি নিজামী রচিত খামসা বা পাঁচখণ্ড কাব্যের আদর্শে অনেকগুলি কাব্য রচনা করেন। শেকান্দার নামার আদর্শে জাফর নামা রচনা করেন। পারস্য কবিগণের মধ্যে অনেকেই লাইলি-মজনুনের প্রণয় কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, কীন (H. G. Keene) সাহেবের মতে কবি হতিফির রচিত লাইলিমজনুন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

‡ দর্ শেএর্ সেহ্ তন্ পয়ম্বারানন্দ।
কৌলেস্তকে জুমলগি বর্ আনন্দ॥
ফিরদৌসি ও আনওরী ও সাদী।
হরচন্দ কে লা নবির বাদি।

§ সমরকন্দের বিখ্যাত বিদ্বান আমির মুইজ্জির ছাত্র। ইঁহার রচিত ওইসা-ওয়া-রামিন কাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চাহার মকলা নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সাদীর দীওয়ান ভাবের উদ্দীপক ও চরমোৎকর্ষে পূর্ণ।* পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীই প্রথম শ্রেণীর গজল-রচয়িতা এবং তাঁহারই গজল ঐতিহাসিক হিসাবে বিখ্যাত (classic)।† অধ্যাপক ব্রাউন্, সাদীর গজলের প্রচার ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলেন, বহুলপ্রচার ও জনপ্রিয়তার হিসাবে হাফিজের পরই সাদীর গজলের স্থান। ‡

সাদীই পারস্যের গজল-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধনকারী ও প্রথম শ্রেণীর গজল কবি।

সাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী গজল-কবি খাকানি ও জবলির পরিচয় যথা সম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইল। খাকানি, পারস্যের শের্ওয়ান প্রদেশ নিবাসী বিখ্যাত কবি। পারস্যের কবিগণের মধ্যে ইনিই "সুল্তান্-উস্-শোওয়ারা" অর্থাৎ কবি-সুলতান-রূপে সম্মানিত ছিলেন। 'খাকানি' কবির কল্পিত নাম। গঞ্জা প্রদেশে (আধুনিক এলিজাভেতপল) কবি খাকানি ৫০০ হিজরাব্দে (১১০৬-৭ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম আফ্জল উদ্দিন ইব্রাহিম বিন আলি শের্ওয়ান। কবির পিতা সূত্রধরের কর্ম্ম করিতেন এবং মাতা প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পরে মুসলমান্ হন। কবি খাকানি পারস্যের প্রাচীন কবি ফলকির শিষ্য। সুল্তান খাকান মিনুচেহের্এর রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত বলিয়া শের্ওয়ান প্রদেশের রাজকুমার কবিকে 'খাকানি' উপাধিতে ভূষিত করেন। গজল রচনার জন্যই কবি খাকানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি অনেকগুলি গজল-

কবি খাকানি।

* চাহার মকলা।

† খাওয়াতিম-ই-সাদীর ভূমিকা।

‡ ...while his (Sadi's) Ghazal or, Odes, enjoy a popularity second only to those of his fellow towns man Hafiz.

Literary History of Persia. Vol ii 1906.

গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "হাফ্‌ত্‌-আক্‌লিম্‌" বিখ্যাত গজল-গ্রন্থ। কবি পদ্যে একখানি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। এই ভ্রমণ গ্রন্থখানির নাম "তোহফ্‌তুল এরাকাইন।" এই গ্রন্থে খাকানি, ইরাক্‌-আজম, ইরাক-আরব দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৮২ হিজরাব্দে (১১৮৬ খ্রীঃ) তাব্রিজে কবির মৃত্যু হয় এবং তাব্রিজ প্রদেশের অন্তর্গত সোর্‌খাব নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কবিকে সমাধিস্থ করা হয়।

কবি জবলি, গর্জ্জিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহাঁর নিশবা অর্থাৎ উপাধি আল্‌ জাবালি অর্থাৎ পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী। কবির সম্পূর্ণ নাম আব্দুল ওয়াসে আল জবলি। কবি জবলিও গজল রচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কবি গর্জ্জিস্তান হইতে হিরাত ও গজনায় আগমন করেন। কিছুকালের জন্য গজ্‌নি-পতি সুল্‌তান বাহরাম সাহ বিন্‌ মসুদের দর্‌বারে তিনি রাজকবি রূপে অবস্থান করেন। কিছুকাল অবস্থান করিবার পর সুল্‌তান বাহরাম সাহের সহিত সুল্‌তান সঞ্জর খ্যালজুকির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সুলতান বাহরাম শাহ পরাজিত হন। কবি এই যুদ্ধ ব্যাপারকে পরিমামময় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে প্রকাশ করেন। এই কবিতায় কবি বিজয়ী সুলতানের বীর্য্যবত্তা ও মহিমা কীর্ত্তন করেন। সুলতান কবির কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যের রাজকবি রূপে সম্মানের সহিত লইয়া যান। ৫৫৫ হিজরাব্দে কবির মৃত্যু হয়। ইহাঁর রচিত অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ আছে।

কবি জবলি।

সাদীর গজলগুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; যথাঃ—(১) তৈয়েবাত্‌ (২) বদায়ে (৩) খাওয়াতিম (৪) খাবিসাত বা মজহাকাত্‌।

সাদীর গজল গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ।

তৈয়েবাৎ—কবির সাদাসিদা ধরণের সাধারণ গজল-গ্রন্থ হইলেও বিশেষত্ব পূর্ণ। ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে সুবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিৎ সুপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স ও ডাক্তার জেম্‌স্‌রস বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি গজলের প্রথম দুই চরণ আলিফে ও অপর চরণগুলি ক্রমান্বয়ে আলিফ ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণের সহিত শেষ হয়। *

বদায়ে—শব্দালঙ্কারপূর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাব ও ভক্তিরসপূর্ণ গজল-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট অতি শ্রদ্ধার ও আদরের বস্তু। ইহাতে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণন ও শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

খাওয়াতিম—কবির পরিণত বয়সের রচনাবলীর মধ্যে এই গজল-গ্রন্থখানি গভীর ও গরিমাময় ভাবে পূর্ণ। যে সময় কবি পার্থিব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীর মত ধ্যান-জীবন যাপন করিতেন, যে সময়ে কবির মিলনাকাঙ্ক্ষী আত্মা সত্য-শিব-সুন্দরের শ্রীচরণে মিলিত হইবার আশায় সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই ঈশ্বর-সমাধির পূর্ব্বরাগরঞ্জিত মুহূর্ত্তে কবি এই অপূর্ব্ব-শ্রীসমন্বিত গজলগুলি রচনা করেন। ইহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে কবির হৃদয় মন সেই বিরাট বিশালতায় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত গরিমা, সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রাণে সংহত হইয়া উঠিয়াছে।

খাবিসাত্ অর্থাৎ গদ্যে ও পদ্যে রচিত অশ্লীল গজল-গ্রন্থ। অশ্লীল গজলের প্রচলন গজনী রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া দেশময়

* ...the two first lines of the first four Ghazals terminate in an Alif, and the others in succession in each letter of the alphabet.

বিস্মৃতি লাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ কবিগণ

খেউড় গজলের ইতিহাস।

অপেক্ষা খেউড় গজলের কবিগণ সবিশেষ আদরপ্রাপ্ত হইতেন, এমন কি তাঁহারা হকিম (doctor) উপাধিতে পর্য্যন্ত ভূষিত হইতেন। তৎকালীন রুচিতে এই শ্রেণীর রচনা অশ্লীল বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইত না।* কবি শেখসাদী তৎকালীন এক দুশ্চরিত্র রাজকুমারের আদেশে গদ্যপদ্যময় অশ্লীল গজল রচনা করেন। এই সমস্ত গজল নীতিবিৎ কবি (Ethical Poet) শেখ সাদীর স্বেচ্ছা প্রণোদিত রচনা বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবি শেখ সাদী এই অশ্লীল রচনার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ও অনুতপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।† তিনি বলিয়াছেন—"এক বাদশাহ-পুত্র হকিম সোজনীর অশ্লীল গজলকে

সাদীর অশ্লীল রচনা

আদর্শ করিয়া আমাকে কতকগুলি গজল রচনা করিতে আদেশ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি আমাকে হত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। প্রাণবধের আশঙ্কায় ভীত হইয়া এরূপ রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।• এই রুচিবিগর্হিত কর্ম্মের জন্য আমি অনুতপ্ত ও শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পারস্য-সাহিত্যের

ক্ষমা প্রার্থনা।

ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে শুধু শেখ সাদীই নহেন, পারস্যের অনেক কবি, নীতিবেত্তা, অমার্জ্জিত রুচি, চিন্তা ও ভাব দ্বারা নীতির সীমা উলঙ্ঘন করিয়াছেন।

---

* Swift, Stern, and other wits of our last and the preceding age could relish indecency and nastiness; and it is creditable perhaps to the present generation that it has no taste for such grossness. This was not, however the case in the age and country in which Sadi flourished any more than it was in the early and best parts of our own literary history.—Introduction to Gulistan, translated by Dr. Ross, 1823.

† The author, however, seems to have repented of having written these indecent verses, yet endeavours to excuse himself on account of thus giving a relish to other poems, as "salt is used in the seasoning of meat."—T. W. Beal.

পারস্যের প্রাচীন যুগে যে কবি অশ্লীলতার অবতার রূপে " হকিম " উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহার অশ্লীল রচনাকে আদর্শ করিয়া কবি শেখ সাদী খেউড় গজল রচনা করিবার জন্য তৎকালীন বাদশাহ--পুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন, সেই খেউড় গজলের কবি হকিম সোজনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। সমরকন্দ নিবাসী হকিম মহম্মদ বিন আলি সোজনী * প্রধানতঃ অশ্লীল এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতার জন্যই বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। শৈশব হইতে সোজনী প্রধানতঃ অশ্লীল ও বিদ্রূপাত্মক রচনার অনুশীলন করেন এবং পরিণত বয়সে তাঁহার প্রতিভা কুরুচি ছাড়া সুরুচিপূর্ণ কবিতা রচনার দিকে অতি অল্প সময়ই নিয়োজিত হইয়াছিল। হকিম সোজনীর রচিত অশ্লীল গজলগুলির মত অশ্লীলতার এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন বোধ হয় কোন হকিম সোজনী। সভ্য দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তওফি বলিয়াছেন, সোজনী তাঁহার কাব্যে চরম-অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়াছেন।† দৌলত শাহ তৎপ্রণীত পারস্য কবিগণের জীবনী পুস্তকে লিখিয়াছেন—সোজনীর কবিতা এতই অশ্লীল যে পড়িলেই বমনের উদ্রেক করে।‡ এই কারণেই তিনি অশ্লীলতা প্রকাশ বৃদ্ধির ভয়ে সোজনীর কবিতা উদ্ধার হইতে বিরত হইয়াছেন। কিন্তু পারস্যের সুপণ্ডিত লেখক ও জীবনীকার মহম্মদ আউফি§ সোজনীর অশ্লীল গজল-

---

* তারিখ-ই-গুজিদাতে—ইঁহার নাম আবুবকর-ই-ত্রিস সোলৃমানি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

† তারিখ-ই-গুজিদা।

‡ অধ্যাপক ব্রাউন সম্পাদিত, আমির দৌলত শাহ প্রণীত তজ্‌কিরাতুস্‌শোয়ারা

§ ইনি মহম্মদ আউফি নামে সুপরিচিত। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ আব্‌দর রহমান বিন আউফি। আউফি তৎকালীন অনেকগুলি সাধুর জীবনচরিত রচনা করেন। " লুবাব্‌ উল্‌ আল্‌বাব্‌ " নামক গ্রন্থের জন্য আউফি বিখ্যাত। আউফি সুল্‌তান নসীরুদ্দিন কুবাচারের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

গুলিকে প্রতিভাশালী কবির প্রতিভা-সঞ্জাত রচনা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।* কবির অশ্লীল রচনা ব্যতীত অল্প সংখ্যক সুরুচি ও গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা আছে। ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তওফি বলেন, সোজনীর এই সকল রচনা সুন্দর ও অতুলনীয়। কথিত আছে, নিম্নলিখিত কবিতা রচনার জন্য কবি শ্রীভগবানের ক্ষমার পাত্র। আমরা নিম্নে উহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম ঃ—

তোমার এ বিশ্ব-গৃহে নাহি দুখ, নাহি দৈন্য, নাহি ত্রুটিপাপ,
পাত্র ভরি' আমি তাহা করিয়া সৃজন বাড়াই সন্তাপ।†

শেখ সাদীর গজলের মর্ম্মানুবাদ।

আমরা নিম্নে শেখ সাদীর তৈয়েবাৎ, বদায়ে, খাওয়াতিম, তুর্জায়াৎ নামক চারিখানি পারস্য গজল-গ্রন্থ হইতে চারিটী গজলের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম,—

(১)

তোমারি বিরহে প্রিয় পুড়িতেছি পলে পলে
স্মৃতি তবু ধূপ-সম জ্বলে যে মরম-তলে;
সারাদিন কাটে মোর নীরব বিরহ গানে,
রজনী ফুরায়ে আসে চেয়ে চেয়ে পথপানে;
ঊষার কনক জিনি' আনন-কমল তব
বারেক হেরিলে, প্রাণ, প্রেম-রসে হবে নব।

(তৈয়েবাৎ)—

* While Awfi, though regarding his facetiæ as full of talent, considers it best **.—Oriental Biographical Dictionary.

† তারিখ-ই-গুজিদা।

(২)

হৃদয়ে আজ দেখ্‌ছি তোমায় ওগো পরাণপ্রিয়,
জীবন-মরণ-মিলন-ভূমে দেখ্‌ছি তোমার হাসি ;
আমার মাটীর দেহ তোমার ওষ্ঠে তুলে নিও,
নিপুণ করে বাজিও তাহে হাজার-সুরের বাঁশী।
মৃত্যু যেদিন ডাক্‌বে এসে, ওগো জীবন-স্বামী,
গানের ফুলে ফুটিয়ে দিয়ে গোপন প্রেমের ভাষা,
শেষের কুটীর বাঁধবো গিয়ে তোমার দ্বারেই আমি,
ধন্য হব অঙ্গে মেখে তোমার ভালবাসা।

(বদায়ে)—

(৩)

শ্রীমুখ-অমৃত হ'তে, হে চির-বাঞ্ছিত,
বঞ্চিত করিয়া মোরে ক'রনা লাঞ্ছিত ;
চেয়ে আছে সুধা আশে মানস-চকোর,
নিরজনে দু'নয়নে ঝরে আঁখি-লোর ;
কেমনে বিরহ সহি দহি' মনে প্রাণে—
যে জন ব্যথার ব্যথী সেই শুধু জানে।

(খাওয়াতিম)--

(৪)

অয়ি, সুন্দরী মম জীবনানন্দ
নন্দন-শোভা-সার !
মম, হৃদয়-কুঞ্জ সৌরভে তব
পুলকিত অনিবার !

কি ছার চন্দ্র, মরকত মণি,
মরতে মিলে না ও রূপ লাবণি—
নিখিল শোভার প্রতিমা এ যে গো
পারিজাত ফুলহার!
ললাট বেড়িয়া কুঞ্চিত কেশ
লীলা ভরে দুলে, হেরি অনিমেষ,
স্থির আঁখি দু'টী পলক বিহীন
মিলে না তুলনা তার!
গোলাপ কপোল ঊষা রাগ সম
ভাবের লহর কিবা অনুপম,
অঙ্গ ঘিরিয়া শতেক ইন্দু
স্নিগ্ধ কিরণ ধার!

(তুর্জ্জমাৎ)

পারস্যের কবি-পয়গম্বর।

পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পারস্যের কাব্য-কুঞ্জে তিন জন কবি--পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়। কবি শেখ সাদী ইঁহাদের অন্যতম। পারস্যের কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত শেখ সাদীর মত স্বদেশে কি বিদেশে সম্পূজিত হইয়া কবির নিজ উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই।* হাজি লুতফ্ আলী খাঁ বলিয়াছেন, পারস্যের কবি-প্রতিভার জাগরণ-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এমন কোন

* কবি, বাগ্মী, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজিত। খাওয়াতিম-ই-সাদী দ্রষ্টব্য। এই উক্তি ও কুশাগ্রবুদ্ধি চাণক্যের উক্তি একার্থ সূচক।

কবির আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ফির্দ্দৌসী * নিজামী † আন্ওরী ‡ এবং শেখসাদী, এই কবি-চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারেন। কি প্রাচীন, কি আধুনিক যুগের লেখকগণের মধ্যে কবি শেখসাদী অসাধারণ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লেখক; বাগ্মীতা ও রচনা-বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত চারিজন প্রতিভা-সম্রাটগণের অন্যতম। মোটের উপর বলিতে পারা যায়, যে সমস্ত দুর্লভ গুণাবলীতে কবি শেখসাদীর হৃদয় ও

* পারস্যের প্রথম কবি-পয়গম্বর; খোরসানের অন্তর্গত তুসনগরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মহাকাব্য শাহনামা রচনা করিয়া ফির্দ্দৌসী চিরস্মরণীয়। কবির পিতামহ শাদাবে "ফির্দ্দৌস" (স্বর্গ) নামক এক মনোহর রাজ-উদ্যানের অধ্যক্ষ ছিলেন। কবি বাল্যকালে এই রাজ-উদ্যানে ক্রীড়া করিতেন, ইহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। এই প্রাণপ্রিয় উদ্যানটীকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কবি ফির্দ্দৌসী তখল্লুস গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃ দত্ত নাম হসন। ইংরাজ মনীষী য়্যাটকিন্‌সন (Atkinson) পারস্যের মহাভারত শাহনামার অনুবাদ করিয়া ধন্য ওপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

† গঞ্জা প্রদেশ নিবাসী প্রসিদ্ধ কবি। ইনি শেখ নিজামী গঞ্জোয়ী, কাহারও কাহারও মতে নেজামুদ্দিন গঞ্জোয়ী নামে পরিচিত। কবি নিজামী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জীবন-ইতিহাস পদ্যে সেকেন্দার নামা নামে রচনা করেন। উহা পারস্য-সাহিত্যের একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত কবি দশখানি কাব্য রচনা করেন। তন্মধ্যে (১) মকজা-উল-আশরার (২) লাইলিয়া মজনুন (৩) খুসরো-সা-শিরিন (৪) হাপ্‌ত পাইকার (৫) সেকান্দার নামা—পাঁচখানি কাব্য গ্রন্থ একত্রে "খাম্‌সা" নামে প্রকাশ করেন। ১১২৪ খৃীঃ দেহত্যাগ করেন।

‡ পারস্যের দ্বিতীয় কবি-পয়গম্বর। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্যের অন্তর্গত খোরসাম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি আনওরী কসিদা রচনার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "খোরসানের অশ্রু" নামক কাব্য বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বল্‌কানগরে দেহত্যাগ করেন। Captain Kirpatric "খোরসানের অশ্রু" পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।

মন পূর্ণ ছিল এবং গুহ্য ভাবে তাহাদের বিকাশ লাভ ঘটিয়াছিল, তাহা গুরুত্বে বাস্তবিকতার সহস্রের একাংশের সমতুল্য হইবে না বরং অধিক তর হইবে।*

যেখানে জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য ও দার্শনিকতা মণ্ডিত নীতিবচন, সেই স্থানেই কবি শেখ সাদীর আবির্ভাব এবং এই স্বর্গীয় চারি বস্তুর সম্মেলনে কবির কবিত্ব পরিস্ফুট। কবির জ্ঞান, কবির অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইয়া মীর সৈয়দ আলী মোসতাক† পরম শ্রদ্ধাভরে কবিকে "হাজার গানের বুলবুলি" নামে সম্মানিত করিয়া বলিয়াছেন,

হাজার গানের বুলবুলি।

কবি শেখ সাদীর অলৌকিক প্রতিভালোকের উজ্জ্বল রশ্মিপাতে পারস্য-সাহিত্যের সকল বিভাগই অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয় ও ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব বিস্তার করে।‡ পারস্যের শেষ মরমী-কবি (MysticPoet) নুরুদ্দিন জামিও§ শেখ সাদীকে পারস্য-কাব্য-কুঞ্জের "বুলবুল" নামে সম্ভাষণ করিয়া সবিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।|| গদ্য, পদ্য, গজল, কসিদা প্রভৃতি

* আতশকদা

† পারস্যের বিদ্বান লেখক ও কবি; সুবিখ্যাত চরিত-অভিধান আতশকদা রচয়িতা হাজি লুতফ্ আ'লি খার সাহিত্য-গুরু।

‡ আতশকদা

§ কবির প্রকৃত নাম নুরুদ্দিন আবদর রহমন। ৮১৭ হিঃ (১৪১৪ খ্রীঃ) হিরাতের অন্তর্গত জাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কবি নিজ জন্মভূমি জামনগরীকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য "জামী" তখল্লুস গ্রহণ করেন। পারস্যে মহাকবি জামীর মত বিদ্বান ভাষাতত্ত্ববিৎ অতি অল্পই ছিল। কবি ৪৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। শেখ সাদীর জগদ্বিখ্যাত কাব্য গুলিস্তাঁর আদর্শে বহারিস্তাঁন রচনা করেন। নাফৎ-উল-আনাস অর্থাৎ সুফীগণের জীবনী রচনা করেন। কবি ৮১ বৎসর বয়সে ৮৯৮ হিঃ (১৪৯২ খ্রীঃ) দেহ ত্যাগ করেন।

|| Oriental Biographical Dictionary.

সাহিত্যের সকল বিভাগেই কবির সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভা চরমোৎকর্ষ ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে। যে সকল মহামনীষাসম্পন্ন কবিগণের অতুলনীয় কবি-প্রতিভায় পারস্যের সাহিত্য-প্রতিভার জাগরণ হয়, কবি শেখ সাদী তাঁহাদিগের অন্যতম। শেখ সাদীর রচনাবলী পারস্য-সাহিত্যের নিমক-দান অর্থাৎ লবণ-ভাণ্ডার রূপে সম্মানিত। লবণ অমৃত বিশেষ অর্থাৎ লবণ ভিন্ন রন্ধনের অন্যান্য প্রচুর উপাদান সত্ত্বেও যেমন কোন ভোজ্য ব্যঞ্জন সুস্বাদু, মুখরোচক ও তৃপ্তিকর হয় না, তেমন শেখ সাদীর রচনাবলী ভিন্ন পারস্য-সাহিত্যের অন্যান্য লেখকগণের সুরচিত রচনা সত্ত্বেও অপূর্ণ ও অঙ্গহীন; শেখ সাদীর রচনাবলী পারস্য-সাহিত্য-রত্নহারের উজ্জ্বলতম মধ্যমণি। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন কালিদাস, ইংরাজি সাহিত্যে যেমন সেক্সপিয়র, জর্ম্মণ সাহিত্যে যেমন গেটে, ইতালীয় সাহিত্যে যেমন দান্তে, ফরাসী সাহিত্যে যেমন ভিক্তর হিউগো, হিন্দি সাহিত্যে যেমন সুরদাস, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, পারস্য-সাহিত্যে তেমনি কবি শেখ সাদী।

নিমক-দান

কবি শেখ সাদীর প্রাদুর্ভাব-যুগই পারস্য সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ। সম্রাট আগষ্টস, রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ের গ্রীক ও ইংরাজী সাহিত্য, রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ের সংস্কৃত সাহিত্য, পাঠান শাসন কালের বঙ্গ সাহিত্য যেরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও বিখ্যাত, পারস্যের সুলতান আবুবকর সাদ বিন জঙ্গীর রাজত্ব কালীন পারস্য-সাহিত্যেও সেইরূপ সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। এই যুগেই পারস্যের কাব্য-কুঞ্জে বিখ্যাত ফরিউদ্দিন আত্তর*

---

* পারস্যের প্রসিদ্ধ মরমী-কবি। ইঁহার প্রকৃত মহম্মদ ইব্রাহিম। ইনি আত্তর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা ছিলেন বলিয়া নিজ ভনিতা আত্তর রাখেন; ১১১৯ খ্রীঃ সুলতান সঞ্জরের রাজত্ব কালে নয়সাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। কবি আত্তর ৪০ খানি কাব্য ও অনেকগুলি গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গদ্য গ্রন্থের মধ্যে তজ কিরাতুল আউলিয়া সুবিখ্যাত প্রামাণ্য সুফী-জীবনী। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় কবির কাব্য অনূদিত হইয়াছে।

মৌলানা জল্লালউদ্দিন রুমি * প্রভৃতি মরমী-কবি, আমির খসরও † হকিম নিজামী ‡ প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিগণের আবির্ভাব হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর য়ুরোপের সাহিত্যের সহিত পারস্যের সাহিত্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে রোমের অধঃপতনে ছয় শতাব্দী কাল য়ুরোপ অসভ্যতা ও অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ছিল; ঠিক সেই সময় আরব্য ও পারস্যের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প কলার চরম বিকাশ হইয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে অধিরোহন করিয়াছে; পারস্য কবিগণের বীণার মধুর ঝঙ্কারে সমগ্র পারস্য মুখরিত হয়। পারস্যের কবি-প্রতিভার জাগরণ-যুগে মহাকবি শেখ সাদী প্রতিভার মূর্ত্ত-অবতার রূপে দণ্ডায়মান। রোমের অধঃপতনের পর গরিমাময় বিরাট গ্রীক-সাহিত্যকে আদর্শ করিয়া, যে সময় য়ুরোপে প্রনষ্টশিল্প-সাহিত্য-কীর্ত্তির উদ্ধারের সূচনা হয়,—যে সময় কবি দান্তে সবে মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, কবি চসার সবে মাত্র ইংরাজি ভাষায় প্রথম কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়,—নবগঠিত য়ুরোপীয় সাহিত্যের সূচনার শুভ মুহূর্ত্তে পারস্য কবি শেখ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্য ও শেখ সাদীর সময়ের পারস্য সাহিত্য।

* ইনি কবি শেখ সাদীর সমসাময়িক, পারস্যের অন্যতম সুবিখ্যাত মরমী কবি। ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে বলকা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। রুমীর মসনবী ও দীওয়ান জগদ্বিখ্যাত। মসনবী পারস্যদেশে কোর-আনের মত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পঠিত হয়। সুবিখ্যাত মসনবীর অনেকগুলি ইংরাজী ও ফরাসী অনুবাদ আছে। E. I. W. Gibbs, Sir James Red House, E. H. Whinfield, R. A. Nicholson প্রভৃতি ইংরাজী আনুবাদক। কবি নিজ গুরুর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দীওয়ানে তাঁহার নামে—'শামশে তাব্রিজ' 'তখল্লুস' লিখিতেন।

† দিল্লির রাজ-কবি আমির খসরও ৬৫১ হিজরাব্দে (১২৫২খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ৯৯ খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। গজল রচনার জন্য কবি বিখ্যাত ছিলেন। কবি নিজামীর মত খামসা অর্থাৎ পাঁচখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য একত্র করিয়া প্রকাশ করেন।

‡ কবি শেখ সাদীর সমসাময়িক বিখ্যাত কবি ও বিদ্বান। ইনি অত্যন্ত পিয়ালা-বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ছিলেন। ইঁহার দীওয়ান ও মসনবী বিশেষ বিখ্যাত গ্রন্থ।—৬১০ হিজরাব্দে (১২২০ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন।

সাদী জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-দার্শানিকত্ব ও কবিত্বের উচ্চতম শিখরে সমাসীন। কবি দান্তে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কাব্য ডিভাইন কমেডির স্বর্গ ও নরক বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন য়ুরোপের সাময়িক ধর্ম্ম ও চিন্তার ধারা প্রকট করেন। কবি দান্তে বর্ণিত চিত্রের সহিত মহাকবি শেখ সাদীর সদ্ভাবপূর্ণ চিত্রের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বাদশ শতাব্দীর পারস্য-সাহিত্য কত উন্নত, সংস্কৃত, বরেণ্য ও জ্ঞান-পাণ্ডিত্যে কিরূপ মণ্ডিত।

শেখ সাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের মধ্যে আসজাদী* ফরিক্কি,† ফির্দ্দোসী এবং নিজামী অপেক্ষা কবি শেখ সাদী কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। যুগে যুগে পূর্ব্বোক্ত কবিগণের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যেক পারস্য-সাহিত্য-রসিকগণের স্মৃতি-পটে মুদ্রিত থাকিবে। অধ্যাপক আদালত খাঁ বলেন, ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে যদিও উপরোক্ত কবিগণ সারবান উচ্চ কল্পনার জন্য হোমর, সফোক্লিস, ভার্জ্জিল, সেক্সপিয়র অথবা মিলটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও রচনা কৌশলে, সালঙ্কার ভাষা, রূপক এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি বর্ণনে শ্রেষ্ঠ প্রতীচ্য কবিগণের প্রতিভা নিষ্প্রভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।‡ তথাপি পারস্য কবিগণের রচনাবলী একেবারে দোষশূন্য

শেখ সাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী ও প্রতীচ্য কবিগণ।

---

* খোরসান প্রদেশের অন্তর্গত তুশ নগরের অধিবাসী বিখ্যাত কবি। সুবিখ্যাত কবি ফির্দ্দোসীর সাহিত্য-গুরু। কবির 'দিন ও রাত্র' নামক সুবিখ্যাত কাব্য ১৮৪৫ খৃীঃ ফরাসী মহিলা কুমারী লুইস কষ্টিলো (Miss Loius Costelo) অনুবাদ করিয়াছেন।

† গজনীর সুলতান মহম্মদের রাজত্ব কালে প্রদুর্ভূত বিখ্যাত কবি। কবি আনুশরীর সাহিত্য-শিষ্য। ইঁহার দীওয়ান বিখ্যাত।—

‡ It must be admitted that though they (above named poets) are not superior to Homar, Sophoclis, Virgil, Shakespere, or Milton, in the richness of sublime thoughts, yet they eclipsed them in the use of florid style, redundant application of the figures of rhetoric and in the faithful deleneation of natures, scenes.

Introduction to S. I.

নহে, তাঁহাদের রচনাবলীর অধিকাংশ স্থল উচ্চভাব ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পূর্ণ হইলেও তন্মধ্যে স্থানে স্থানে জটিল ভাব ও পদের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেখ সাদীর রচনাবলী এরূপ দোষে দুষ্ট নহে। তাঁহার রচনা পারিপাট্য, পদ লালিত্য,এতই স্বাভাবিক ও সরল যে পারস্য ভাষায় সামান্য জ্ঞান থাকিলেই তাঁহার রচনা পাঠ করিতে কোন প্রকার কষ্ট হয় না। সারল্যই কবি শেখ সাদীর রচনাবলীর বিশেষ সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য। যাহা হউক কবি শেখ সাদী তাঁহার

শেখ সাদীর প্রভাব

সমসাময়িক, শত শত বৎসর পরেও, আমাদের ও পরবর্ত্তী যুগেও অজেয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঋষি এবং দার্শনিক হিসাবে জগদ্বরেণ্য হইয়া থাকিবেন।

উপরে আমরা প্রতীচ্য ও সাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত শেখ সাদীর প্রতিভার তুলনা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কবির সমসাময়িক হিরাত নিবাসী কবি ইমামীর সহিত তুলনা করিব। প্রথমে কবি ইমামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তওফি বলেন, কবির সম্পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লা মহম্মদ বি আবু বকর বি উথমন।* কবি হিরাতের এক সম্ভ্রান্ত কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হিরাত কবির

ইমামী ও শেখ সাদী

আদি বাসস্থান হইলেও তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কীরমান্ ও ইস্পাহানে অতিবাহিত করেন। খোরসান প্রদেশের মধ্যে একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ও কবি রূপে পরিচিত ছিলেন। কবি ইমামী, কবি শেখ সাদী ও কবি খোজা মজদ্দিন হামগরেরা

* তারিখ-ই-গুজিদা।

† ঐতিহাসিক হামদুল্লার মতে ইনি হামগর ফার্সী ও T. W. Beal সাহেবের মতে মজদ্দিন হায়বৎউল্লা নামে পরিচিত। কবিতার মধ্যে ইনি রিহি এবং মজদ— দুই প্রকার ভনিতা ব্যবহার করিতেন। বীল সাহেব বলেন, কবি সিরাজ নিবাসী ও আনুসাঁরিওয়ান বংশোদ্ভূত। শেখ সাদীর সমসাময়িক ছিলেন।

সমসাময়িক ছিলেন। * ঐতিহাসিক হা: ফ বলেন, এক সময়ে পারস্যের চারিজন বিখ্যাত বিদ্বান—খোজা শ্যামসুদ্দিন (১) মালিক মুইউনদ্দিন পারওয়া (২) মৌলানা নুরুদ্দিন রসিদি এবং মালিক ইপ্তিখারুদ্দিন প্রত্যেকে পরামর্শ করিয়া শেখ সাদী, ইমামী ও মহম্মদ হামগর কবি ত্রয়ের মধ্যে রচনা-বৈশিষ্ট্য ও কবিত্বে শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসার জন্য মহম্মদ হামগরের নিকট প্রত্যেক কবির রচনার কিয়দংশ পাঠাইয়া দেন। মহম্মদ হামগর, কবি ইমামীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে অত্যুক্তি করিয়া কবি ইমামীকে কবি শেখ সাদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন। † তিনি বলেন, আমি কিংবা শেখ সাদী কবি ইমামীর প্রতিভা, শিল্প-চাতুর্য্য ও কবিত্বের নিকট অতিশয় হীন। কবি ইমামীর সহিত আমার কিংবা শেখ সাদীর তুলনা হইতে পারে না। ‡ এই অত্যুক্তি পাঠ করিয়া হাজি লুতফ্ আলি খাঁ, কবি শেখ সাদীর

শেখ সাদীর প্রতি সাহিত্য-সমাজের মনোভাব।

যুগে কবির অনাদর, অবিচার দেখিয়া বলিয়াছেন, সুখের বিষয় এ যুগে মহম্মদ হামগরের মত, শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্বের অপমানকারী নাই। এজন্য ভগবানকে শত ধন্যবাদ! এ কথা সত্য বটে, কবি ইমামী, মহম্মদ হামগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তৎকালে এমন কোন কবি ছিলেন না যাঁহার সহিত পারস্যের সুবিখ্যাত কবি শেখ সাদীর সহিত তুলনা হইতে পারে। আর এক খানি গ্রন্থে মহম্মদ হামগরের তুলনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমি যথা সম্ভব সংক্ষেপে এইস্থানে

* Catalogue of Persian and Arabic manuscripts in the oriental Public Library Vol I 1908.

† নুজহৎ-উল-কুলিব।

‡ Catalogue of Persian and Arabic manuscripts in the oriental Public Library.

লিপিবদ্ধ করিলাম। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে করিতেছে, মহম্মদ হামগর, বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর প্রতিভাকে উপেক্ষা করিয়া কবি ইমামীর প্রতিভাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে। এ বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন, মহম্মুদ হামগরের বিদ্যা, বুদ্ধি যেমন, সেইরূপই তিনি বিচার করিয়াছেন। কালের বিচারে কবি শেখ সাদী চিরদিনই বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয়। * উপরোক্ত কথোপকথন হইতে শেখ সাদী সম্বন্ধে কবির যুগের ও পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য-সমাজের মনোভাব অবগত হইতে পারা যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে কবি শেখ সাদী সকল যুগেই বরেণ্য, শ্রেষ্ঠ ও অনতিক্রম্য ছিলেন।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কবি, লেখকগণ কোন-না-কোন উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়াই রচনা কার্য্যে অগ্রসর হন। কবি ফির্দ্দৌসী

ফির্দ্দৌসী ও শেখ সাদী।

সুবিখ্যাত শাহনামা রচনা কালে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই মহাকাব্য রচনা করেন। সমগ্র পারস্যের—ইরান, তুরানের রাজবংশের শৌর্য-বীর্য্য-কীর্ত্তি-কাহিনী গরিমাময় ছন্দে বর্ণন করিবেন, এই বিরাট ভাবের উন্মাদনায় বা মোহে আত্মহারা হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য রচনা করেন। ওমর খৈয়াম, † মৌলানা জলালউদ্দিন রুমি ভাব-প্রবাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করেন। কিন্তু শেখ সাদী সেরূপ প্রকৃতির ছিলেন

---

* আতশকদা।

† পারস্যের কবি-জ্যোতির্ব্বিদ। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে খোরসান প্রদেশের অন্তর্গত নয়সাপুর নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ওমর তাঁবু নির্ম্মাতার পুত্র ছিলেন। কবি নয়সাপুরের নিজামিয়া মদ্রাসায় সুফী সম্প্রদায়স্থ অশীতিপর বৃদ্ধ ইমাম মুয়াফিকের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। ওমরের তুল্য বিদ্বান, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি তৎকালে কেহই ছিলেন না। স্বাধীন চিন্তার জন্য যুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ভলটেয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পারস্য দেশে কবি হিসাবে তাঁর কোন যশঃ ছিল না। পারস্যের সুবিখ্যাত

না। তাঁহার রচনাবলীর সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে তিনি ফির্দোসীর মত কোন প্রকার মুখ্য বা গৌণ উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া রচনা করেন নাই। তিনি যে বাণী দান করিয়াছেন, তাহা নির্ঝর মুক্ত বারি-প্রবাহের মত আপন বেগে তরতর ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কুত্রাপি লিপি-নৈপুণ্য প্রকাশের চেষ্টা বা পরিশ্রম করেন নাই। উহা সহজ সরল অনাহত ছন্দ-প্রবাহের মত কবির অজ্ঞাতসারে ভগবৎ প্রেরণায় আপনাআপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানব-জীবন-রহস্যের গূঢ় সন্ধান বা কোন প্রকার দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা বা কোন প্রকার উপদেশ দেওয়া কবি শেখ সাদীর মুখ্য বা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি নিজে যেরূপ পবিত্র রুচি, উদার ও ঋষি-চরিত্র ছিলেন, তাঁহার রচনাবলীতে তাঁহার সেই ভাবই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কবি জলালউদ্দিন রুমি ও ওমর খৈয়ামের রচনাবলী পাঠ করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা এক মুখ্য উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যে একই ভাবের স্রোত সমভাবে প্রবহমান। শেখ সাদী কোন প্রকার মুখ্য আদর্শের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না। আমাদের মনে হয়, সেই কারণ তাঁহার কাব্যে ভাব-বৈচিত্র বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শেখ সাদী ও জলালউদ্দিন রুমি, ওমর খৈয়াম

জীবনীকার আউফি, দৌলত শাহ প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। মিরসাদউল ইবাদ, তারিখ-উল-হুকুমা, নুজহৎ-উল-বিলেদ, জামি-উৎ-তওয়ারিখ প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পারস্য ইতিহাসে ওমর বিদ্বান ও জ্যোতির্ব্বিদরূপে সসম্মানে উল্লিখিত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুকবি ফিটজারল্ড ওমরের চতুষ্পদী অনুবাদ করিলে বিশ্বের সাহিত্য-রসিকগণ ওমরের নামে জয়ধ্বনি করেন। ইংরাজী, ফরাসী, রুশিয়, ইটালী, জর্ম্মণ, প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় ওমরের চতুষ্পদীর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও ওমরের কবিতার অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত

আমাদের মধুসূদন ও রবীন্দ্র নাথে, মিলটন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থে যে পার্থক্য, ফির্দ্দৌসী ও শেখ সাদীতে সেই রূপই পার্থক্য। ফির্দ্দৌসী

কবি-প্রকৃতির পার্থক্য

মিলটন ও মধুসূদন মহা আড়ম্বরের সহিত গম্ভীর ছন্দে শিল্পীর মত পরিশ্রম করিয়া মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, আর শেখ সাদী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্র নাথের কাব্য আপনার মহিমায় আপনি পরিস্ফুট।

কবি জলালউদ্দিন রুমির মত কবি শেখ সাদী সুফী গুরু ছিলেন না। ওমরের চতুষ্পদীতে সংশয়বাদ ও দুঃখবাদ যেরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কবি শেখ সাদীর কাব্যে সেরূপ কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। কবি

শেখ সাদীর কাব্যে বিশেষ ভাব ও সৌন্দর্য্য।

শেখ সাদী নিজের ভাবেই বিভোর; এই আত্মসমাহিত ভাব বা প্রেরণার দ্বারাই জগতের কাব্য-চিত্রশালায় তিনি আপনার স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। মোটের উপর বলিতে পারা যায়, তাঁহার কাব্য অতীন্দ্রিয় ভাবে পূর্ণ এবং ইহাই কবি শেখ সাদীর রচনাবলীর বিশেষত্ব, বিশেষ সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্ম দ্যোতনা (Grace and delicacy)

কবি শেখ সাদীর চিত্ত গঠনের সহিত আমাদের কবি রবীন্দ্র নাথের বলিষ্ঠ ও বিনয় নম্র চিত্তের প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার

শেখ সাদী ও রবীন্দ্র নাথের মানসিকতার সাদৃশ্য।

সুবিখ্যাত সঙ্গীত "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে" এবং শেখ সাদীর "কর পরমেশ পিপীলিকা মোরে, যে খুসি দলুক পায়" যেন একই হৃদয়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত উক্তি। কিন্তু রবীন্দ্র নাথ যখন

হইয়াছে। বিখ্যাত রাজেন্দ্র লাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম ওমরের কতকগুলি রুবাইয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ৫১৭ হিঃ (১১২৩ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন।

বলেন, "হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস" কবি শেখ সাদী তখনও জানেন—"মিনতি অথবা রোদনে কোথায় ভাগ্য ফিরেছে কার?" তাই বলিয়া তাঁহাকে অদৃষ্টবাদীও বলা যায় না। তাঁহার মত বিশ্বাসের জোর আমরা অল্পই দেখিতে পাই। যখন তাঁর মুখে শুনি,—

করেছ স্বরাট্ অন্তরে দিয়া ত্রিলোক চালক মন,
দশ ইন্দ্রিয়ে দশ দিকে যার উদ্যত প্রহরণ ;
তবু চিরঋণী সংশয় দীন ভয়ে ভয়ে হই সারা
পাছে না করগো প্রতি দিবসের আহার্য্য আয়োজন ॥"

(গুলিস্তাঁ)

তখন তাঁহার ভগবৎ-ভিত্ত আত্মশক্তি-নিষ্ঠার ভিতর হইতে আমরা যেন আমাদের রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠে শুনিতে পাই,—"হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস"। তারপর কবি শেখ সাদী যখন বলেন,—

অক্ষমতায় কণ্ঠ যাবৎ নাহি হয় নির্ব্বাক্
প্রতি বাক্যটী উজ্জ্বল করি সত্য ও শুভ থাক্ ;
দেবদূত যবে দাঁড়াবেন আসি এ বাণী-সাধন-পিঠে
কোন খানে যাহে নাহি পান কোন তিরস্কারের ফাঁক"—

(গুলিস্তাঁ)

তখন আমরা যে নির্ভর-দৃঢ় ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় মনের পরিচয় পাই, তাহার নিকট সসম্ভ্রমে নতি জানাইয়া ভাবি, দেশ কাল কিছুই নহে, মানুষের আত্মবিশ্বাস-সাধনাই সত্য, তাহারই জয় হউক।

রবীন্দ্র নাথের মানসী বলেন, "আকাশ নহিলে আমারে ধরিবে

কেবা ?" এবং তাঁহার কাব্য 'মানসীর' যে পরিচয় দেয়, তাহাতে দেখা যায়--

শেখ সাদী ও রবীন্দ্র-নাথের মানস-প্রতিমা।

গান তারে সুর দিয়ে পারে নাই ধরিতে
কি নিভৃতে চুপে চুপে, মোহন নবীন রূপে
নিখিল নয়ন হ'তে ঢাকা ছিল, সখা, সে
প্রভাতের আলোকেতে ফোটে নাই প্রকাশে।

(গীতাঞ্জলী)

এই ধরা-ছোঁয়ার অতীত, চির-অতৃপ্ত আকুলতার কল্পরূপ খানি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পারস্য-কাব্য-কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া কবি শেখ সাদীকেও যে আকুল করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—

"জীব জগতের সব চিন্তার উর্দ্ধশায়িনী অয়ি,
সকল কর্ম্ম, স্বপন, বাণীর অধিগতা চিন্ময়ী,
বার বার তব উপাসনা-শেষে ছেড়ে চলি মসজিদ্
অর্থ তোমার না বুঝিয়া তবু চির বিস্ময়ে রহি !

(গুলিস্তাঁ)

মানসীর নিকট রবীন্দ্র নাথের প্রার্থনা—

শুধু বীণা খানি দাও হাতে তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি

এবং এই কার্য্যেই তিনি এত তন্ময় হইতে চান যে আর দ্বিতীয় কিছুই চান না—

যার যাহা আছে তার থাক তাই
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটী ঘরের কোণে।

কবি শেখ সাদীও ঠিক এইরূপই তাঁহার মানস-উপাস্যের রূপে হৃদয় ভরিয়া লইয়া সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত। তিনি বলেন,—

নিত্য দিনের সেই মানসী নিখিল শোভার মূর্ত্তি খানি
বারেক তারে পাই যদি গো ঘুচে যে যায় সকল গ্লানি;
পূর্ণভাবে এই জীবনে সেই রূপসীর সঙ্গ পেলে
বিশ্ব ত্যাজি বিজন গুহায় রইব আমি সকল ফেলে।*

(খাওয়াতিম-ই-সাদী।)

চির বাঞ্ছিতের অন্বেষণ ও প্রতীক্ষা রবীন্দ্রনাথ ও শেখ সাদীর জীবন-বীণাকে যেন একই সুরে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। এদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতার উদ্দেশে বলেন,

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে
দেখা নাহি পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভাল লাগে।

(গীতাঞ্জলী)।

অপরদিকে শেখ সাদীর মুখেও সেইরূপ শুনি :—

আশা আছে জীবন-পথেই
বিরহেরি অন্ত হবে;
চির যুগের শূন্যতা সে
তোমার প্রেমে পূর্ণ রবে।

(খাওয়াতিম-ই- সাদী)।

* ওমরের নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদীও সাদীর ঐ আকাঙ্খার সাদৃশ্য সূচক।

এইখানে এই তরুর ছায়ে থাকুক সাথে কয়টী জুটি,
একখানি বই কাব্য গীতির, সুরার পাত্র, খানিক রুটি
এবং তোমার গানের নিঝর ঝঙ্কারিত আমার কানে,
নিমেষে এই বিজন মরু স্বর্গ শোভায় উঠ্‌বে ফুটি!

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ অনুদিত রোবাইয়াৎ।

মানবজীবন যে নিদারুণ বেদনাময় ভগবৎ-বিরহ, এই ধারণা কি রবীন্দ্রনাথে, কি শেখ সাদীতে বারংবার নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও শেখ সাদীর ভগবৎ-বিরহ।

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে ;
কত রূপ ধরে' কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে ;
সারা নিশি ধরি' তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়
পল্লব-দলে শ্রাবণ-ধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে"—

(গীতাঞ্জলী)

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বব্যাপী বিরহ-বেদনা শেখ সাদীকেও ক্লিষ্ট করিয়াছে। তিনিও বলিয়াছেন—

"তোমারি বিরহে প্রিয় পুড়িতেছি পলে পলে,
স্মৃতি তবু ধূপসম জ্বলে যে মরমতলে ;
সারা দিন কাটে মোর নীরব বিরহ গানে,
রজনী ফুরায়ে আসে চেয়ে চেয়ে পথ পানে ;
উষার কনক জিনি আনন-কমল তব
বারেক হেরিলে প্রাণ প্রেমরসে হবে নব।

(তৈয়েবাৎ)

রবীন্দ্রনাথের বিরহ বিশ্ব-প্রকৃতিতে আরোপিত এবং শেখ সাদীতে উহা বিশেষ প্রকৃতিতে কেন্দ্রীভূত।

জীবন-দেবতার আবাহন-কল্পে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

তুমি এস নিকুঞ্জ-নিবাসে
এস মোর সার্থক সাধন,
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল।

(গীতাঞ্জলী)

আর শেখ সাদী বলেন,

"হে অমৃত! বসে আছি পরশের আশে
এস তব সুধা লয়ে এ কবির প্রাণে;
তোমার বাঁশীর সুরে ধন্য কর দাসে
ধন্য হোক দেহ মন প্রেমময় গানে।"

(খাওয়াতিম-ই-সাদী)

এই সকল মিল ও ঐক্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ও শেখ সাদীর নীতি-বাদে একটী গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার ভগবানকে ডাকিয়া বলেন—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

তখনও শেখ সাদীর নীতিবাদে আমরা দেখি ঃ—

শেখ সাদী ও রবীন্দ্রনাথের নীতিবাদ।

দোষ করি কেহ যদ্যাপি রোষ জাগায় তোমার প্রাণে,
নির্ম্মল কোরো হৃদয়, বন্ধু, তা'রে মার্জ্জনা দানে;
মনে রেখো ভাই, পরিণাম তব ধুলি বই নহে আর,
ধুলিতেই সবে ফিরিবে আবার জীবনের অবসানে।

(গুলিস্তাঁ)

বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত বিধানটী অপেক্ষাকৃত নিরহঙ্কার এবং খ্রীষ্টীয় নীতিবাদেরই অধিকতর সন্নিকট। ভগবানের নিকট হইতে

ঘৃণার দাবী করিয়া তাঁহাকে মনুষ্যেতর করা অপেক্ষা, মার্জ্জনার সাধনায় মানুষকে ভগবৎ-সান্নিধ্যে উন্নীত করিতে চাওয়ার মূল্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

দেশভ্রমণের মানসিক প্রবণতার দিক দিয়াও শেখ সাদী ও রবীন্দ্রনাথের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। অপরূপকে নানা রূপের সাজে দেশে দেশে ও দিকে দিকে কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখিয়া বেড়াইয়াছেন, কবি শেখ সাদীও সেইরূপ তাঁহার জীবনের দীর্ঘ সময় যে নানা দেশের ও বিচিত্র বিষয়ক জ্ঞান লাভের আশায় পর্য্যটনে কাটাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তিনিও যে আমাদের রবীন্দ্রনাথেরই মত সুবক্তা ছিলেন এবং নানা প্রকাশ্য সভায় ও ধর্ম্ম-সমিতিতে চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা দিতেন, তাহাও পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন।

পারস্যের মধ্যে শেখ সাদী যেমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, অপ্রতিদ্বন্দী কবি, শ্রেষ্ঠ নীতিবিৎ, তেমনি শ্রেষ্ঠ ও উদার ধর্ম্ম সাধক—সুফী ছিলেন। কবি জামি বলিয়াছেন, শেখ সাদী সুফিগণাগ্রগণ্য ছিলেন।* দ্বাদশ শতাব্দীতে সুফী সম্প্রদায়ে বিস্তর ভণ্ড সুফীর আবির্ভাব হইয়াছিল। কবি এই সকল ভণ্ড সুফীর চিত্র গুলিস্তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ে অঙ্কিত করিয়াছেন; তাহাদের ভণ্ডামীর কাহিনী প্রচার করিরা তাহাদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ দ্বারা কষাঘাত করিয়াছেন। কবি নিজে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সুফী না হইলে কখনও ভণ্ডের বিরুদ্ধে কষাঘাত করিতে পারিতেন না।

আউলিয়া বাস আর আল হাফি সুফীদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি পবিত্র অন্তঃকরণে ভগবানের উপাসনা করেন, তিনিই সুফী। আবুল হাসন আল নুরী বলিয়াছেন, তিনিই সুফী, যিনি পার্থিব

* নাফৎ-উল-আনাস।

জগতে থাকিয়া পার্থিব জগতের কোন বস্তুরই প্রতি আকৃষ্ট নন।—

সুফীর সংজ্ঞা।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যের এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় প্রচলিত ইসলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন করেন। এই নবোত্থিত ধর্ম্ম-সাধকগণ ইতিহাসে সুফী নামে পরিচিত। সুফীগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে শেখ সাদী বলিয়াছেন, পূর্ব্বকালে সুফীদের প্রকৃতি বিশৃঙ্খল ছিল, কিন্তু আন্তরিক ব্যবহার স্থির ও নিশ্চিত।

সুফী সম্প্রদায় ও তাহাদের প্রকৃতি।

আধুনিকেরা ভগবানের বিরহে ম্রিয়মান, এই কারণ অন্তরে অশান্তিময়। কিন্তু বাহিরে ধীর বলিয়া বিবেচিত।‡ কবির আর একটী উক্তিতে এই কথা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি সত্য স্বরূপ শ্রীভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে যখন তাঁহার বিশ্বব্যাপী ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিলাম, তখন আমার নিকট সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইল।"

কবির সুফী-চরিত্র সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ ফরাশী পণ্ডিত Silvestore De Sacy. বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তি অধ্যাত্ম-জীবন যাপন করিবার জন্য সুফী সাজিয়া আহারে বিহারে বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া সুফী ধর্ম্ম—তথা পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মের অবমাননা করিত, শেখ সাদা সেরূপ প্রকৃতির সুফী ছিলেন না। তিনি এই সমস্ত ভণ্ড সাধুগণের চরিত্র চিত্রাঙ্কণ করিয়া তাহাদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ করিতেন।†

সাদীর সুফি-চরিত্র।

† Sadi was not one of those hypocritical Sufis who embrace the spiritual life to live in voluptuousness and idleness at the expense of the credulity of pious muslims for he treated with scant ceremony those who brought dishonour on the religious profession by such conduct. Biographical notices of Persian Poets

‡ গুলিস্তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

শেখ সাদীর জীবন-অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কবি যৌবন হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ভক্ত ও ঘোরতর সুফী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সুযুক্তি ও পার্থিব অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়মিত হইয়াছিল। মৌলানা জলালউদ্দিন রুমির মত তিনি ভাবোন্মাদ ছিলেন না। প্রত্যেক ভাবুক চিত্তে যে অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, তিনিও কখনও কখনও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ওমর খৈয়ামের কতকগুলি চতুষ্পদীতে যেমন দেখা যায়, সেরূপ হতাশার স্থান তাঁহার মনে ছিল না যাহার তাড়নায় অত্যধিক পিয়ালা-বিলাসে মগ্ন থাকিতে হয়। হাফিজের গজলে যে ইন্দ্রিয়পরতার গন্ধ পাওয়া যায়, তাঁহার মধ্যে আমরা তাহা ক্বচিৎ দেখিতে পাই। শেখ সাদী এ দলের কেহ ছিলেন না, কিন্তু সকল ভাবই কিছু কিছু তাঁহার মধ্যে ছিল। জলালউদ্দিনের সঙ্গীত আমাদের ভক্তি-সৌম্য মনের দুর্ল্লভ মুহূর্ত্ত গুলির উপযোগী; হাফিজ আমাদের সহজ স্বাধীন ও আমেজী অবসর গুলির সহচর; ওমর সংস্কারের সৃষ্টি ঝড়ে উড়াইয়া দেন, মনীষার উচ্চ শিখর অধিকার করেন, নিশ্চয়াত্মিকা বিচার বুদ্ধির দ্বারা আমাদের শাসন করেন, এবং যখন আমরা আপনাআপন এলাকায় ফিরিবার চেষ্টা করি, তখন তাঁহার নিকট হইতে কেমন—এক অস্পষ্ট শিহরণ লইয়াই ফিরি। কিন্তু শেখ সাদীর কবিতা মানব-জীবনের যাবতীয় ঘটনারই উপযোগী; তিনি একাধারে আমাদের বন্ধু ও উপদেষ্টা, উপরন্তু এমন পথপ্রদর্শক, যাঁহাকে অনুসরণ করিতে, কেহই ভয় বা লজ্জার কারণ অনুভব করেন না।

শেখ সাদী ও অন্যান্য সুফী কবিগণ।

মানব-বন্ধু ও উপদেষ্টা শেখ সাদী।

সুফী ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে দ্বিতীয় হিজরাব্দ হইতে সুফী সম্প্রদায় শ্রদ্ধেয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় রূপে পরিচিত হয়। তৃতীয় হিজরাব্দে তাহারা নিশ্চেষ্টবাদ (Quietism) হইতে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন

করিয়া এক নূতন রূপ ধারণ করে। অদ্বৈতবাদী সুফীদিগের মধ্যে দয়িত এবং প্রেমিক অভিন্ন এই বিশ্বাস হয়, এই ধারণার পর হইতে সুফী সম্প্রদায় দিনের পর দিন অতিশয় রহস্যময় হইয়া পড়ে। * তৃতীয় হিজরাব্দে যে সকল সুফী সাধকের আবির্ভাব হয়, তাহাদিগের মধ্যে বোগদাদের অদ্বৈতবাদী সাধু মনসুর অল্ হল্লাজের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি "আন্-অল্-হক্" অর্থাৎ আমিই সত্যস্বরূপ, তিনিই আমি, আমিই তিনি" এই কথা প্রচার করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এই সময় সুফীরা মোসলেম-সমাজে অতিশয় লাঞ্ছনা ভোগ করেন। এই কারণ তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া চলিতেন।

সুফী-ধর্ম্ম ও সুফী সাধক।

সুফীধর্ম্ম পারস্যেই অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুফী-সাহিত্যই পারস্যের অতিশয় গৌরবের বস্তু। পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবিরাই সুফী ছিলেন। মহাকবি শেখ সাদী, হাফেজ, সনাই, ফরিউদ্দিন আত্তর, মৌলানা জলালউদ্দিন রুমি, নুরুদ্দিন জামী প্রভৃতি বিখ্যাত সুফী সাধকগণই সুফী-সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেন। মৌলানা জলালউদ্দিন রুমির মসনবী, নুরুদ্দিন জামী কাব্য গ্রন্থাবলী, হাফিজের গজল, শেখ সাদীর নীতি-বচন সুফী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ (scriptures of sufis)।

সুফী-সাহিত্য।

সুফীদের মতে প্রেমই মানুষের উচ্চতম ভাব ও প্রেরণা। প্রেমিক প্রেমিকার মুখে যে লাবণ্য সৌন্দর্য্য দেখে, তাহাই সেই ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার মহান্ সৌন্দর্য্য ও অসীম লাবণ্য সুষমার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন দু'টী শিশির বিন্দু গলিয়া এক হইবার মত পরস্পর পরস্পরের সহিত এক হইয়া মিলিত হয়, মানবাত্মাও সেইরূপ সেই ইন্দ্রিয়াতীত মহা সত্তার সহিত মিলিত হইয়া সার্থক, সুন্দর ও পূর্ণ হইতে চায়। অর্থাৎ তাহারা

প্রেমই সুফীদের ধর্ম্ম

* The Persian Mystic.

বলিতে চায়, ওগো, ইন্দ্রিয়ের অতীত মহাপুরুষ! তুমি আমার প্রেমিক তুমি আমার সখা, তোমাতে মিশিয়া আমার সকল অভাব, সকল দৈন্য, সকল শূন্যতা, পরিপূর্ণতা লাভ করুক, সার্থক হউক, সুন্দর হউক! নর নারীর ভালবাসার মুকুরেই ভগবৎ প্রেম প্রতিফলিত হয়। কবি জামি গাহিয়াছেন "ওগো প্রেমিক, ওগো সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্যই তোমার প্রেমই শত শত নর নারীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।" স্বামী যেমন স্ত্রীর অংশ, স্ত্রী যেমন স্বামীর অংশ, মানবের আত্মাও সেইরূপ ভগবানের অংশ বিশেষ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হয়। ক্ষুদ্র গ্রহ উপগ্রহ বিরাট সৌর-জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, অনু পরমানুর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ যথাসময়ে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মারও মিলন হয়।

মহাকবি শেখ সাদী গাহিয়াছেন,

তোমার সনে মিলন হবে
হবেই একদিন,
ভুলবনা তা জীবন-স্বামা
ভুলেও কোনদিন।
মৃত্যু যেদিন নিদান কালে
আসবে নিতে মোরে
তোমার সাথে মিলন আশায়
রাখবো হৃদয় ভরে!
অরূপ! তব রূপের নেশায়
বিভোর হৃদয় মম,
আজ হ'তে নয় যুগে যুগে
হে মোর প্রিয়তম!

ভাবছি প্রভু, জীবনটী মোর
বাঁধি তোমার সাথ,
সেই বাঁধনে শত জীবন
কাটাই দিবস রাত।
ক্ষণেক যে গো রইতে নারি
তোমায় ছেড়ে আমি,
পারিজাতের শোভায় মম
তৃপ্তি নাহি স্বামি!
সকল ছেড়ে তোমার দ্বারে
আসি প্রেমের টানে,
বারেক এলে ফিরে যাবার
শক্তি নাহি প্রাণে।

সনাই গাহিয়াছেন,

যাচি শুধু তব প্রেম আর কিছু নয়;
ঐশ্বর্য্য চাহিনা প্রভু, মোহ মায়া ময়।
প্রেম সাথে ভোগ কভু মিশিতে না পারে
নিয়ত ডুবায়ে রাখ প্রেম-পারাবারে।
তোমারে প্রাণের মাঝে লভেছে যে জন,
দুঃখ জ্বালা তার কভু থাকেনা কখন।

*　　*　　*　　*

হাফেজ গাহিয়াছেন,

শত শশধর জিনি শ্রীমুখের শোভা
নিখিলে মিলেনা রূপ হেন মনোলোভা
তোমারি প্রেমের বাসে দিও তিল ঠাঁই
রাজার প্রাসাদে কভু হেন শান্তি নাই!

নুরুদ্দিন জামী গাহিয়াছেন,

জিনিয়ে নিখিল শোভা সে রূপ পরম
হেরেনি জগত কভু, সে মধু লাবণি—
মর্ত্তে মিলেনা তাঁর তুলনা রূপের
ইন্দ্রিয় অতীত সেই বিভু গুণমণি।
আপনি মোহিত তিনি আপনার সুরে
ভাষার অতীত তাঁর প্রেমময় তান
কণামাত্র তারি সুধা স্বরগ ও নরকে
বিমোহিত চমকিত করে যত প্রাণ।
অসীম সৃজন ব্যাপি উঠে এক ধ্বনি
"হে বিভো, তোমারি জয়, নিখিলের স্বামী!"
লতায় পাতায় ফুলে সৌন্দর্য্য তোমার,
রাজিছ প্রকৃতি পারে যবনিকা টানি
যে পারে ভেদিতে সেই যবনিকা খানি
নিমেষে মিলে গো তার অরূপ রতন।
তাঁর প্রেমে নিরাকুল হয়েছে যে জন,
সার্থক জীবন তার, সেই মহাজন।

* * *

জলালউদ্দিন রুমি গাহিয়াছেন,

তোমাতে আমাতে ঘটিলে মিলন
থাকেনাক ভেদ আর,
শুধু দু'টী কায়া বিরাজে বাহিরে
ভিতরে যে একাকার।

কানন কুঞ্জ তুমি যবে সাথে
হয় কিবা মধুময়,
বিহগের গীতি, প্রকৃতির শোভা
তুলনা নাহিক হয়!

বৈষ্ণব কবিতায় আমরা যে সমৃদ্ধ মধুর ভাব ও রস দেখিতে পাই, সুফী কবিতায় তাহার কি অপূর্ব্ব সূচনা!

সুফীর প্রেম-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবের মধুর রস

সুফীদের প্রেম-ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবগণের মধুর রসের সবিশেষ সাদৃশ্য আছে। বৈষ্ণবেরাও সুফীদের মত শ্রীভগবানকে প্রেমাস্পদ বলিয়া আহ্বান করেন। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা পূর্ণভগবৎ প্রেমের উৎস-ধারা। তাঁহারাও সুফীগণের মত সেই চিরসুন্দর ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষের অনন্ত বিভূতির পরিচয় পাইয়া গাহিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেল।

সুফী কবিগণের মত বৈষ্ণব কবিগণ, সান্তে ও অনন্তের গভীর সম্বন্ধ, প্রেমের শেষ পরিণাম তন্ময়তা শ্রীরাধার মুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন,—

যাঁহা যাঁহা পঁহু অরুণ বরণ চলিয়াত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী, হও মবু গাত॥
যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইও তছু মাহ॥

যো সরবরে পঁহু নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥
যো বীজনে পঁহু বীজ হত গত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ধাম॥

সুফী কবিগণ যেমন শ্রীভগবানের সঙ্গলাভের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, বৈষ্ণব কবিরাও শ্রীরাধার বিরহ সঙ্গীতে তাহা অপূর্ব্ব ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

মাধব কহত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসি তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া জানি ছোড়বি মোয়।

জ্ঞানদাস গাহিয়াছেন,

বঁধূ তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে।
হেন মনে করি ও দু'টী চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥

সুফী-কাব্য অতীন্দ্রিয় ভাবে পূর্ণ। অতীন্দ্রিয় ভাবই সুফী কাব্যের চরম ও পরম সৌন্দর্য্য। অতীন্দ্রিয়তা (Mysticism) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধি না করিলে সুফী কবিগণের কাব্য

গ্রন্থ পাঠ করিয়া যথাযথ ভাবে তাহার ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ব্যাপার। সুফী-সাহিত্য আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। এই আধ্যাত্মিক রহস্য ভেদ করিতে হইলে সুফী কাব্যের বাগবিন্যাসপদ্ধতির (Sufistic phraseology) সহিত পরিচিত হওয়া সবিশেষ আবশ্যক; মরমী কবিগণ সাধারণ ভাষায় তাঁহাদের ভাব সকল ব্যক্ত না করিয়া আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে হেতু সাধারণ ভাষা মানব-জীবনের সুখ দুঃখ, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম। কিন্তু অধ্যাত্ম জগতের অতীন্দ্রিয় ভাব সমুহ সঙ্কেত (Symbol) ও অলঙ্কার ব্যতীত প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এই কারণে সুফী কবিগণ বিশেষ ভাবদ্যোতক শব্দ বা বাক্য (Expression) ব্যবহার করেন; জগৎ ব্যাপারের প্রতি অনুরাগ, সাময়িক বিচ্ছেদ বেদনার আবরণের মধ্য দিয়া মরমী কবিগণ আপনাদিগকে লুক্কায়িত করেন; পরমানন্দরূপ আধ্যাত্মিক সুরা পান করিয়া স্বর্গীয় দিব্য হর্ষাবেশে আপ্লুত ও রহস্যময় হয়েন।

সুফী কাব্যের আধ্যাত্মিকতা ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

অতীন্দ্রিয়তার জন্ম এই ভারতবর্ষে, ভারতবাসী ইহা যেমন বুঝিবে, জগতের অন্য কোন জাতি তেমন ভাবে বুঝিবে না, কেন না ইহা প্রাচ্যের অস্থি মজ্জায় জড়িত। কোন্ অতীত যুগের শুভ মুহূর্ত্তে এই অতীন্দ্রিয়তা প্রথম আলোক সন্দর্শন করিয়াছিল এবং মানব-শিশু ধূপগন্ধে কিরূপে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অতীতের অন্ধকার-গুহায় নিমজ্জিত বটে, কিন্তু উপনিষদ পাঠে জানা যায় যে সুদূর অতীতে বৈদিক ঋষিগণ এই ভাবের ভাবুক ছিলেন, তাঁহারাও ভাববাদী (mystic) ছিলেন। তাঁহারা নদীতীরে আহিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্তার উদ্দেশে আহুতি প্রদান

অতীন্দ্রিয়তার জন্ম

করিতেন। গায়ত্রী মন্ত্রে সেই অতীতেন্দ্রিয় বস্তুকেই সবিতায় "বরেণ্য ভর্গদেব" বলিয়া ধ্যান করিতেন এবং ইহারই অনুভূতি—ইহারই স্পন্দন ইহারই প্রেরণা—রস বৈ হ্যাবসাম্" রূপে তাঁহাদের হৃদয়-তন্ত্রে ধ্বনিত হইয়াছিল। দর্শনের যুগেও ইহাই ঋষিদের বীণায় প্রতিধ্বনিত। সেখানে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ আর ভিন্ন নয়—আত্মায় সর্ব্বভূতের বিকাশ ও সর্ব্বভূতে আত্মার বিকাশের বাণী প্রচারিত। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে জীবের ভেদের সোহং এতেই অবসান—ইন্দ্রিয়ের সহিত অতীন্দ্রিয়ের মিলন-মন্ত্র-গীতি।

বৈদিক ঋষিগণ ও সুফী কবি

শেখ সাদী একাধারে পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও মহান নীতিবেত্তা ছিলেন। তিনি নিজে মহান ধার্ম্মিক (Theologian) ছিলেন, পরিণত বয়সে যে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহাতে একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু পুরুষ রূপে শ্রদ্ধালাভ করেন। তাঁহার প্রতিভা যে সকল সদ্ভাবপূর্ণ উচ্চশ্রেণীর নীতি-বচন কাব্য-জগতে দান করিয়াছে, তাহাতে তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নীতি-শিক্ষক রূপে জগতে পরিচিত। শেখ সাদীর নীতি যে অতি মূল্যবান তাহার প্রধান কারণ, উহা আমাদের বাস্তব জীবনের বিশেষ কল্যাণজনক বলিয়া; নীতি সম্বন্ধে উচ্চ ধরণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা না দিয়া জগতের কল্যাণের জন্য তিনি সরলভাবে ও সহজ বোধ্য ভাষায় তাঁহার নীতি-বিজ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

...-শিক্ষক শেখ সাদী

তাঁহার নীতি-বিজ্ঞানে সুফী সুলভ কোন প্রকার জটিল ভাব না থাকায় যথাযথ দৃষ্টান্তদ্বারা সহজ বোধ্য হওয়ায় সাধারণে সেগুলির বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার সঙ্গী করিয়াছে। এই সকল পবিত্র নীতি-বচন গুলি তাঁহার পবিত্র-উন্নত জীবন-উৎস হইতে স্বতোৎসারিতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার নীতি শিক্ষার

শেখ সাদীর নীতি-বিজ্ঞান

মূল কথা এই যে, জ্ঞান ব্যতীত পার্থিব ঐশ্বর্য্য হইতে প্রকৃত সুখ লাভ হয় না।—সে জ্ঞান, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা, সাধুতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি হৃদয়ের সৎবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধনে লাভ হইয়া থাকে। কবি নিজে জগদ্ব্যাপার রহস্যে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন, তাঁহার নীতি বচন গুলি অল্পাক্ষরগ্রথিত সরস কবিতায় (Epigram) ও গজলের মধ্য নিয়া নির্ঝরমুক্ত বারিরাশির মত আপন বেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচ্যভাষাবিৎ জর্ম্মন পণ্ডিত ডাক্তার এথ্ (Dr. Ethe Ph. D.) বলেন, মরমী (mystic) অপেক্ষা কবি শেখ সাদী নীতি-শিক্ষক রূপেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন।* নিম্নে মহাকবি শেখ সাদীর রচনাবলী হইতে কতকগুলি নৈতিক-বাণী প্রকাশ করিলাম :—

শেখ সাদীর বাণী :

সংযমই অভাব মোচনের প্রকৃষ্ট উপায়।

* * *

তুষ্টির পরিতৃপ্তিই মানবকে প্রকৃতঃ সম্পদশালী করিতে পারে।

* * *

যথার্থ প্রেমিক হইলেও তুমি কখনও তোমার প্রেমের অহঙ্কার করিও না, কেননা এই গর্ব্বজনিত পাপ শুধু তোমারই নহে, তোমার প্রণয়ীর বা প্রণয়িনীরও হইয়া থাকে।

* * *

যে তোমাকে তোমার প্রতিবেশীর দোষ শুনায়, নিশ্চয় জানিও সে তোমার দোষও অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে।

---

* Catalogue of Arabic & Persian Manuscripts Compiled by Dr. Ethe.

লোকের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না, কেননা তাহাদের অবমাননা করিয়া তুমি সুযশ কিনিতে পারিবে না।

* * *

দুইটী জিনিষ অমার্জ্জিত ও অপরিপক্ক বুদ্ধির পরিচায়ক—কথা কহিবার আবশ্যকতায় মৌনাবলম্বন করা, মৌনাবলম্বনের সময় কথা বলা।

* * *

গন্ধেতেই মৃগনাভীকে চেনা যায়, বোতলের লেবেলে তাহার পরিচয় নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি ডাক্তারখানার ভাণ্ড (Vase) বিশেষ—জ্ঞানপূর্ণ কিন্তু স্বল্পভাষী। অজ্ঞানী ঢাকের বাদ্যের মত।

* * *

সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট হইলেই সচ্চরিত্র হয় না। সদ্‌গুণ মানবহৃদয়ে লুক্কায়িত—দেহের উপর তাহার কোন চিহ্ন থাকে না।

* * *

জ্ঞানী হইয়াও যিনি অসংযমী, তিনি মশালধারীর সহিত উপমেয়। মশালধারী অপরের জন্য রাস্তায় আলো দেয় কিন্তু সে নিজের দিকে একবারও তাকায় না।

* * *

যদি তুমি তোমার বংশমর্য্যাদা বজায় রাখিতে চাও, তাহা হইলে পুত্রকে সুশিক্ষিত কর ; অসৎসংসর্গ হইতে তাহাকে রক্ষা কর।

* * *

যদি তোমার ভগবদ্ভক্তি থাকে, তবে তোমার ভয় কি ? তিনি করুণা-সিন্ধু; একমনে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি সাড়া দিবেন।

যদি তুমি বুদ্ধিমান হও, তোমার কৃত পাপকর্ম্মের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও।

* * *

তুমি যতই বীরপুরুষ হওনা কেন, একখানি শবাচ্ছাদন ব্যতীত আর কিছুই তোমার সহিত যাইবে না।

* * *

তোমার শিশুর জন্য কেন বৃথা ক্রন্দন করিতেছ? শিশু স্বর্গের—মর্ত্তে কি সে থাকে? সে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আসিয়াছিল—আবার স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে।

* * *

যে ভাগ্যবান্ পুরুষের পত্নী পতিপরায়ণা ও সতী, সে ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও রাজার তুল্য ভাগ্যবান্।

* * *

উদ্ধতা কোপনস্বভাবা সুন্দরী ভার্য্যা অপেক্ষা সুশীলা, প্রিয়ম্বদা স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

* * *

কলহপূর্ণ গৃহ অপেক্ষা জেলখানা শতাংশে শ্রেষ্ঠ; যাহার গৃহ মুখরা স্ত্রীর জন্য অশান্তিপূর্ণ, দেশ ভ্রমণই তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক।

* * *

কষা জুতা পরা অপেক্ষা নগ্নপদে ভ্রমণ শতাংশে শ্রেষ্ঠ। অশান্তিপূর্ণ গৃহে বাস করা অপেক্ষা পর্য্যটন-কষ্ট ভোগ শতাংশে ভাল।

* * *

ক্রোধের মত শত্রু নাই, অতএব ক্রোধ দমন করিতে অভ্যাস কর।

এই দেহ একটী নগর বিশেষ, এই নগরে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোক আছে। তুমিই এই নগরের রাজা।—তোমার বিবেক এই রাজ্যের মন্ত্রী।

* * * *

যিনি সাধুতা ও উদারতার সহিত ব্যবসা করেন, তিনি ব্যবসায়ে ধনী না হইতে পারেন, কিন্তু সাধু ও উদার প্রকৃতিরূপ অতুল ধনে তিনি মহা ধনী।

* * *

দারিদ্র্যই মানুষকে গৌরবান্বিত করে। রাজ-অট্টালিকাবাসী রাজা অপেক্ষা পর্ণ-কুটীর বাসী পল্লীর দরিদ্র দম্পতি কুটীরে সুখে নিদ্রা যায়।

* * *

ধনীর চাটুকারিতা অপেক্ষা দরিদ্র সাধুর চাটুকারিতা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

* * *

ভিক্ষুক মুষ্টি ভিক্ষায় সন্তুষ্ট হয় কিন্তু সুলতান ফরিদুন সমগ্র পারস্যের অধিশ্বর হইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

* * *

যিনি তত্ত্বজ্ঞান ও ধ্যান দ্বারা পরপারের সংবাদ জ্ঞাত হন, তাঁর তুল্য ভাগ্যবান্ আর নাই।

* * *

ভণ্ড সাধু অপেক্ষা নিশাচর ডাকাত শ্রেষ্ঠ।

* * *

শিক্ষাশূন্যহৃদয় কঠোর প্রস্তরের তুল্য।

গ্রীস বা রোমের কোন দার্শনিক পণ্ডিতই কণ্টক হইতে মধু বাহির করিতে পারেন নাই। হাজার সুশিক্ষা পাইলেও বন্য পশু কখনও মানুষ হয় না।—সে তাহার হিংস্র প্রকৃতি কখনও ত্যাগ করিতে পারে না।

* * *

যে গৃহ শিশুর কলহাস্যে মুখর নয়, সে গৃহ সুখের নয়—কারাগৃহ।

* * *

যিনি উচ্চ পদ বা অসীম ক্ষমতার গর্ব্ব করেন, তিনি অহঙ্কারের ক্রীতদাস। স্থির জানিও, বিনয় বা নম্রতার মধ্যেই মহত্ব লুক্কাইত।

* * *

তোমার দর্পী নয়ন প্রেমাঞ্জনে মার্জ্জিত কর; তবে ত তুমি মহত্বের উচ্চতম শিখরে অধিরোহণ করিবে।

* * *

যাহা গ্রহণের অযোগ্য, তাহা কখনো অপরকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিও না। যদি তুমি দুঃখ পাও, তাহা হইলে অপরকে যেন দুঃখকষ্ট হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

* * *

যে নীচ, সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ, জ্ঞানী এই হীনতা হইতে আপনাকে দূরে রাখেন।

* * *

যে গৃহে পুরুষের অপেক্ষা পুরস্ত্রীর উচ্চকণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, সে গৃহের দরজা যত শীঘ্র বন্ধ হয়, ততই মঙ্গল।

তুমি আজই মুক্তহস্ত হও, যেহেতু আগামী কল্য তোমার সিন্ধুকের চাবী পরহস্তগত হইতে পারে।

* * *

দেখিও, তোমার দ্বার হইতে যেন কোন প্রার্থী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া না যায়।

* * *

তাহারা চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছে যে, প্রেমময় বিশ্ব-চিত্রকরের বিশ্ব-চিত্রের দিকে একবারও তাকাইল না।

* * *

মন্দ লৌহে কখনও তরবারী প্রস্তুত হয় না। সর্ব্বত্রই সমভাবে বৃষ্টি হয়, কিন্তু লবণাক্ত জমির উপরই তৃণ জন্মে; যে মাটীতে বৃক্ষ রোপণ করিলে বৃক্ষ ফল-ফুলে সুশোভিত না হয়, বৃথা কেন সেই মাটীতে কষ্ট করিয়া বীজ বপন করা।

* * *

সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করে; যশ অথবা অপযশ ভিন্ন কেহই কিছুই রাখিয়া যাইবে না।

* * *

দীনতার সোপান অবলম্বন করিয়া সাধুতার উচ্চস্তরে আরোহণ কর। দীনতা মানুষকে ছোট করে না।

* * *

যদি কোন কারণে দুঃখ পাও,—কেহ অত্যাচার করে, শোক করিও না। ঈশ্বর ভিন্ন মানুষ কি, সুখ বা দুঃখ দিতে পারে। তিনি যে শত্রু মিত্র সকলেরই মধ্যে বিরাজমান।

অসৎ অভিপ্রায় করিয়া প্রকৃত সত্য-কথন অপেক্ষা, সাধু উদ্দেশ্যে মিথ্যা ভাষণ শতাংশে শ্রেয়ঃ।

* * *

দশ জন সাধু অনায়াসে একখানি ছোট কম্বলে শয়ন করিতে পারে। কিন্তু এক রাজ্যে একাধিক রাজার স্থান হয় না।

* * *

দার্শনিক লুকমানের মত, কদাচারীর নিকট সদাচার শিক্ষা কর; কদাচারীর যাহা খারাপ, সমস্ত বর্জ্জন করিয়া সদাচার গ্রহণ করিবে।

* * *

তুমি যদি উচ্চ সম্মান লাভ করিতে চাও।—অধীনস্থ ব্যক্তিকে নিজের মত দেখিতে অভ্যাস কর। তাহাকে সামান্য মনে না করিয়া সম্মান করিবে।

* * *

সুশিক্ষিত ব্যক্তি দূরবর্ত্তী থাকিয়াও নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অশিক্ষিত নিকটে থাকিয়াও দূরবর্ত্তী।

* * *

দুর্ব্বল বলিয়া পিপীলিকারা যন্ত্রণা ভোগ করে, আর বলশালী বলিয়া ব্যাঘ্র হিংসা করে,—এরূপ বুঝা ভুল।

* * *

হিংস্র শার্দ্দূল যেমন কখনও মেষ পালনে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অত্যাচারী অবিচারী রাজা কখনও প্রজা পালন করিতে পারে না। যে রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করেন, তাঁহার রাজস্ব দুগ্ধ দিয়া সর্প-ভীতি ক্রয় করার তুল্য।

প্রজার জন্যই রাজার আবশ্যক; রাজার জন্য প্রজা নহে; প্রজারাই রাজ্যের ভিত্তি এবং রাজা সৌধ; প্রজারা বৃক্ষ-কাণ্ড—রাজা বৃক্ষ। বৃক্ষ কাণ্ড হইতে শক্তি সংগ্রহ করে, সৌধ মৃত্তিকা মধ্যস্থ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান।

* * * *

সন্তোষের মত শ্রেষ্ঠ ধনদৌলত আর নাই। স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তির কেহ কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না।

* * *

প্রেমিকের চক্ষে তাহার প্রিয়তমা অতি কুৎসিতা হইলেও অতিশয় সুন্দরী। প্রেম-চক্ষু কদর্য্যতারও মধ্যে গুপ্ত সৌন্দর্য্য-রেখা নিরীক্ষণ করে।

* * *

সেই ভাগ্যবান্—যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করে, আর সেই হতভাগ্য—যে ফলভোগ করিবার পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

* * *

জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ধনদৌলত, কিন্তু ধনদৌলত সঞ্চয়ের জন্য জীবন নহে।

* * *

যাহারা ঈশ্বর-প্রেমে মসগুল, তাহারাই সুখী; তাহারাই তাঁহার বিরহে মুহ্যমান, মিলনে উৎফুল্ল হয়।

* * *

যাহারা তাঁহার প্রেমে মসগুল, তাহারা কখনো তাঁহার প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না; অন্যের নিকট তিরস্কৃত হইলেও, তাহারাই ধ্যান-রাজ্যের রাজ কিন্তু তাহাদের রাজ্য সুপরিচিত নয়, বাহিরে

যেন ইহারা ঠিক জেরুজালেমের মন্দির; ভিতরে সবই আছে, কিন্তু দিনের পর দিন যত যাইতেছে, মন্দিরের বাহির ধ্বংস হইতেছে।

* * *

তিনিই মুক্তি-সিরাজী পান করেন, যিনি ইহকাল ও পরকালের চিন্তা করেন।

* * *

নিজেকে ধূলির মত তুচ্ছ মনে করিবে; কদাচ লোভী পীড়নশীল, রাগান্বিত হইওনা। মনে থাকে যেন তুমি ধূলির সমান, কদাচ অগ্নির মত উগ্রমূর্ত্তি হইওনা। গর্ব্বাগ্নি মনের মধ্যে জাগিলেই নিজেকে ধূলির মত তুচ্ছ মনে করিয়া এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিবে।

* * *

যাহারা প্রেমাস্পদ—যাহারা পীরিতি রোগে রুগ্ন, মানুষের কোন ঔষধেই তাহাদের রোগের উপশম হয় না। যেহেতু সংসারীরা এ রোগের ঔষধ জানে না।

* * *

প্রত্যেক অন্যায় গোড়া থেকে একটু একটু করেই আরম্ভ হয়, পরে মানুষে বড় বড় অন্যায় করে, ক্রমে মানুষ ন্যায় অন্যায়ের বিচারে জ্ঞান শূন্য হয়।

* * *

বলবীর্য্যশালী অপেক্ষা দাতা শ্রেষ্ঠ ও সমধিক প্রশংসিত। ইহার সাক্ষ্য হাতেম তাই।

* * *

যেমু সামর্থ্য সত্ত্বেও পরের খাপেক্ষী হয়, সে কুক্কুরের অধম।

মানুষের জ্ঞান তার মস্তিষ্কেই থাকে, শতহস্তপরিমিত রেশমী পাগড়ীর মধ্যে থাকে না।

* * *

অন্ধের নিকট বিজ্ঞতা লাভ করিতে শিখ, কারণ অন্ধ ভূমি স্পর্শ না করিয়া কখনও পদক্ষেপ করে না।

* * *

বন্ধুকেও তোমার সকল ক্ষমতা দান করিবে না। কারণ সে যদি ভবিষ্যতে তোমার শত্রুতা করে, তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না।

* * *

মনীষার অবতার, বিশ্ব-ভারতীর কবি শেখ সাদীর আবির্ভাবে দ্বাদশ শতাব্দী যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেই জগদ্বরেণ্য কবি-পয়গম্বরকে হারাইয়া শোকে ম্রিয়মান হইল। এক শতাব্দীর অধিক কালব্যাপী যে সুকণ্ঠ বুল্‌বুলের অশ্রান্ত ঝঙ্কারে সিরাজের গোলাপ-কুঞ্জ সতত ঝঙ্কৃত ছিল, সেই বুল্‌বুলের কলকণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব হইল। যিনি নিদাঘ মধ্যাহ্ন তপনের মত পারস্যের সাহিত্য-গগনে জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিলেন, সেই মধ্যাহ্ন গগনের দীপ্ত রবি গরিমাময় ভাবের সহিত উদয় হইয়া গরিমাময় দুঃখের সহিত পশ্চিমাকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। কবি শেখ সাদীর পর্য্যটন-ক্লান্ত ঘটনাবহুল সুদীর্ঘ জীবন-নাটকের যবনিকা পাত হইল।

শেখ সাদীর মহা-প্রস্থান।

৬৯০ হিজরীর শওয়াল মাসের * শুক্রবার দিন সন্ধ্যার সময় কবি ১২০ বৎসর বয়সে মর-জগতে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি-স্মৃতি রাখিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করেন। কবির বয়স ও মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে নানা

* আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস।

প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যভাষাবিৎ জে, টি, প্ল্যাটস্ (John. T. Platts) বলেন, সাদীর জন্মাপেক্ষা মৃত্যু তারিখ আরও গোলযোগ পূর্ণ।* ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তওফি বলেন, ৬৯০ হিজরাব্দে শুক্রবার ১৭ই তারিখে সিরাজ নগরে কবির মৃত্যু হয়।† দৌলত শাহ বলেন, মুজাফর শিলগড় সাদ বিন জঙ্গীর পুত্র আতাবক মহম্মদ সাহের রাজত্ব সময়ে ৬৯০ হিজরাব্দে শওয়াল মাসে শুক্রবার দিন ১২০ বৎসর বয়সে শেখ সাদীর আত্মাপক্ষী দেহ-পিঞ্জর শূন্য করিয়া মহাপ্রস্থান করে।‡ কবি জামী কবি শেখ সাদীর জন্ম-মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে বলেন, কবি শেখ সাদী ৫৭১ হিজরাব্দে জন্ম ও ৬৯০ হিজরাব্দে ১২০ (চান্দ্র) বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।§ আমীন রাজী‖ বলেন, কবি শেখ সাদী ১১০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।¶ প্রাচ্যভাষাবিৎ ইংরাজ পণ্ডিত চার্লস রিউ (Charles Rieu) বলেন, কবি ১২০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।§§

কবির মৃত্যু তারিখ

---

* The date of his death is scarcely less uncertain than that of his birth. Introduction to Gulistan.

† তারিখ-ই-গুজিদা।

‡ তজ্‌কিরাতু শোয়ারা।

§ নাফাৎ-উল-আনাস।

‖ চরিত-অভিধান রচয়িতা। এই গ্রন্থের নাম "হাপ্ত আকলিপ" (সপ্তঋতু) এই গ্রন্থ খানি লেখক ১০০২ হিজরাব্দে (১৫৯৪ খৃঃ) সম্রাট আকবরের রাজত্ব-সময়ে শেষ করেন।

¶ হাপ্ত আক্লিম্।

§§ Catalogue of Persian manuscripts in the British Museum prepared by Charles Rieu Vol. II 1881.

মুস্তওফি খন্দেমির * বলেন, ৬৯০ হিজরাব্দে (১১ই ডিসেম্বর ১২৯১ খ্রীঃ) ১০৭ বৎসর বয়সে, † হাজি খলিফা ‡ বলেন, ৬৯১ হিজরাব্দে (১২৯২খ্রীঃ) ১০৮ বৎসর বয়সে § মুশো হেনরী মাস (M. Henry Mass) বলেন, ১০৮ বৎসর বয়সে কবি দেহত্যাগ করেন। || দেখা যাইতেছে যে আমীন রাজী, মুস্তওফি খন্দেমির, হাজি খলিফা, ফরাসী পণ্ডিত মুঁশো হেনরী মাস ব্যতীত ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তওফি, চরিতকার দৌলত শাহ ও কবি জামী শেখ সাদী মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে একমত। ইহা ব্যতীত প্রাচ্যভাষাবিৎ ইউরোপীয় সুধীবৃন্দও একবাক্যে সাদীর ১২০ বৎসর বয়স স্থির করিয়া ৬৯০ হিজরাব্দে কবির মৃত্যু তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ¶

আমরা কবির প্রচলিত মৃত্যু ও বয়সের তারিখ অনুসরণ করিলাম। আমাদের মনে হয় ১২০ বৎসরই ঠিক, "কেননা তিনি অল্লমা ইবনে জৌজির উপদেশের কথা গুলিস্তাঁর কয়েক স্থানে লিখিয়াছেন। তিনি

---

* হিরাত নিবাসী সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক। প্রসিদ্ধ আমির খওন্দ শাহের পুত্র। ইহাঁর সম্পূর্ণ নাম ঘিয়াসুদ্দিন মহম্মদ বিন হামিদ উদ্দিন খন্দা মুস্তওফি আমির: ইনি অনেকগুলি ইতিহাস রচনা করেন। তন্মধ্যে রউ-সাৎ-উস-সাফা সুবিখ্যাত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহা ৯০৪ হিজরাব্দে (১৪৯৮ খ্রীঃ) রচিত।

† রউ-সাৎ-উস-সাফা।

‡ সুবিখ্যাত জীবনী-অভিধান রচয়িতা। ইঁহার চরিত-অভিধানের নাম কাশ্‌ফ-উস্‌-জুনুনুন্‌। ইহা ব্যতীত আরও দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই জীবনী-অভিধান খানি Oriental Translation Fund কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে।

§ কাশ্‌ফ-উস্‌-জুনুনুন।

|| Essaie on Le Port sur de Sadi. 1922.

¶ Bodlion, British museum India Office প্রভৃতি পাঠাগারে রক্ষিত পারস্য ও আরব্য ভাষার পাণ্ডুলিপিতে উক্ত তারিখই লিখিত আছে।

অল্লমার কাছে হদিশ্‌ও তফ্‌সীর পড়িয়া বিদ্বান্ মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। অল্লমা কবিকে সুফীর দলে গান শুনিতে যাইতে নিষেধ করিতেন। কবি লিখিয়াছেন, যৌবনের আবেগে তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বকুনি খাইতাম। এই অল্লমা ৫৯৭ হিঃ ১২০১ খৃীঃ) অর্থাৎ কবির মৃত্যুর ৯৪ (চান্দ্র) বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। অতএব কবির বয়স একশত কুড়ি বৎসরই হইবে। ১০২ হইলে অল্লমার মৃত্যুর সময় কবির বয়স আট বৎসর, ১১০ হইলে ১৩ বৎসর হয়। এই বয়সের পূর্ব্বে যৌবনের তাড়নায় গান শুনিতে যাওয়া ও বকুনি খাওয়া এবং হদীশ্‌ ও তফশীরে কৃতবিদ্য হওয়ার কথা অশ্রদ্ধেয় *

পারস্য কবিগণের জীবনী পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা নিজ নিজ সমাধিস্থান কিরূপ স্থানে ও কিরূপ ভাবে সজ্জিত হইবে, তাহা জীবতাবস্থায় স্থির করিয়াছেন। ওমর খৈয়াম বলিয়াছিলেন, আমার সমাধি-মন্দির এমন জায়গায় প্রস্তুত হইবে, যে স্থানের গোলাপ বৃক্ষ বৎসরে দুইবার আমার সমাধির উপর পুষ্প বর্ষণ করিবে।† কবি সাদীও বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ সিরাজের পূর্ব্বপ্রান্তদিকের নির্জ্জন পল্লীর মধ্যস্থলে যেন তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। সিরাজ বাসীরা কবির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিল।

কবির সমাধি-মন্দির

কবির ইচ্ছামত সিরাজ নগরের পূর্ব্ব প্রান্তদিকে কবির মনোমত নির্জ্জন স্থানে প্রস্তর সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করেন। সমাধি-মন্দিরের চারি পার্শ্ব কবির প্রিয় গোলাপ বৃক্ষের দ্বারা ঘেরিয়া দেন; এই সমাধি-মন্দির সম্বন্ধে দৌলত শাহ লিখিয়াছেন, যে মনোরম নির্জ্জন স্থানে কবির সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়, সেই স্থানটী

* মানসী ও মর্ম্মবাণী ১ম খণ্ড ১৩২৫-২৬

† চাহার মকৃলা।

সাদীয়া—শেখ সাদীর সমাধি-ক্ষেত্র

সৌধমালায় পরিবেষ্টিত; তাহার চারিধারে ঝরণার ঝর ঝর বারি ধারা অবিশ্রাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। এই নির্জ্জন সমাধি-ক্ষেত্র তীর্থ-ক্ষেত্র অপেক্ষাও পবিত্র ও শ্রদ্ধার বস্তুরূপে পরিগণিত। ইব্রাহিম খাঁ বলেন, কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের চিহ্ন স্বরূপ সিরাজবাসীগণ এই পবিত্র স্থানটীকে সাদীয়া নামে সম্মানিত করিয়াছেন। * গুলিস্তাঁর অনুবাদক —প্লাটস বলেন, কবির সমাধির নিকটে একটী কলেজ ও জমকাল রকমের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। সিরাজবাসীরা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী বৃন্দ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ প্রতি বুধবার সমাধী-মন্দিরে সাদীয়া আসিয়া সমবেত হয়। † কবির মৃত্যুর ৪৯১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃঃ কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন নামক জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক কবির সমাধি মন্দির পরিদর্শন করিবার জন্য সিরাজ যাত্রা করেন। তিমি বলেন, কবির সমাধি মন্দিরে তাঁহার একখানি ছবি ও তুর্কি ভাষায় লিখিত কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত জীবনের নশ্বরতা সূচক কয়েকটী কবিতা খোদিত আছে। কবি যে চতুষ্কোণ প্রস্তর সমাধি-মন্দির মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত, সে মন্দিরটী দেখিলেই মনে হয়, যেন কবিকে এই মাত্র সমাধিস্থ করা হইয়াছে। কবির চিত্র সম্বন্ধে সমাধি মন্দির পরিদর্শনকারী আর একজন ইংরাজ পর্য্যটক বিনিঙ্ (Binning) বলিয়াছেন, কবি নীল রঙের খিরকা মশক পরিধান করিয়া দরবেশের বেশে চিত্রিত। কবির মস্তকে টুপি, একহস্তে খাসকুল অর্থাৎ ভিক্ষা পাত্র ও অন্য হস্তে একখানি

* Introduction to Gulistan by Ross.

† He was burried short distance out of Shiraz, and his tomb (adjoiniug which are a college and a superb monastry) is resited every Wednesday by the inhabitants of the town and its vecinity. Brief sketch of life of Shaik Sadi by Platts.

কুড়্‌ল। * ইব্রাহিম খাঁ সাদিয়া সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার জেমস রস (Dr. James Ross) বলেন, ইব্রাহিম খাঁ বোধ হয় সিরাজের তোরণ দ্বারকেই উদ্দেশ করিয়াই বলিয়াছেন। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিনের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে Engelbert Kœmpfer সিরাজ ভ্রমণ করেন। তিনি শেখ সাদীর সমাধি-মন্দির পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, এই সমস্ত সৌধ অসংখ্য মহাত্মা ও জ্ঞানী মহাপুরুষগণের সমাধি মন্দির, ইহারা সংস্কারাভাবে জীর্ণাবস্থায় রহিয়াছে। প্রাচ্যভাষাবিৎ অধ্যাপক জ্যাকসন (Prof A. W. Jackson) কবির সমাধি-মন্দির সম্বন্ধে বলেন :—

পর্য্যটকগণের সমাধি মন্দির পরিদর্শন ও তাঁহাদের মন্তব্য।

আরও মাইল খানেক উত্তরে সমতলের অপেক্ষাকৃত নিম্ন অংশে শেখ সাদীর সমাধি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাই "সাদীয়া" নামে পরিচিত। হাফিজের সমাধির ন্যায় ইহাও এক পুষ্পোদ্যান ও ঘনতরু নিকুঞ্জে পরিবেষ্টিত। যে অট্টালিকায় পারস্যের এই শ্রেষ্ঠ নীতি বিদ ও কবির দেহাবশেষ রক্ষিত, সেখানিকে ঘেরিয়া সাইপ্রেস, সুগন্ধি লতাগুল্ম ও নানা জাতীয় গোলাপ গাছের ঝাড় শোভমান। আপনার শ্রেষ্ঠ কাব্যদ্বয়কে যিনি গোলাপ বাগান (গুলিস্তাঁ) ও ফলের বাগান (বুস্তাঁ) নামে চিহ্নিত করিয়া ছিলেন, তাঁহার মত কবির বিশ্রামের পক্ষে এই স্থানটী যথোপযোগী। এই সীমানার মধ্যে একা কবি শেখ সাদীই সমাহিত, অন্ততঃ আমি অন্য কোন সমাধি দেখি নাই। এই সমাধিটীকেও এক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কক্ষে সমাধি-ফলক দণ্ডায়মান, তাহার প্রবেশ-পথ এক সুদৃঢ় তোরণের ভিতর দিয়া এবং ধাতব জালির কাজে সুদৃশ্য গুরুভার এক প্রস্তর-আধারে কবির

* Binning's Travel in Persia Vol. ii.

দেহাবশেষ আবৃত। কক্ষটী অনাড়ম্বর, কিন্তু একখানি পারস্য দেশীয় বহুমুল্য গালিচায় উহার তলদেশ আচ্ছাদিত। মৃত কবির উদ্দেশে সম্মান বহন করিয়া যখন দর্শকেরা শ্রদ্ধা-নম্র-চিত্তে ঐ সমাধি ফলকের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন, তখন গালিচাখানি তাঁহাদের পদশব্দ আত্মসাৎ করিয়া সমাধির শান্তি বিক্ষুব্ধ হইতে দেয় না। হাফিজের সমাধিতে যেরূপ, এখানেও তেমনি সমাধি-ফলকে স্বকীয় রচনা হইতে উদ্ধৃত পংক্তিও তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। ঐ রচনাবলীর একটী সুন্দর পাণ্ডুলিপিও অট্টালিকার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। *

কবি শেখ সাদীর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়াছে, তাঁহার প্রাণ মহাপ্রাণে মিশাইয়াছে। কিন্তু কবির অমৃতময়ী বাণী জগদ্বাসী কখনও বিস্মৃত হইবে না, চিরদিনই শ্রদ্ধার সহিত মস্তকে-ধারণ করিয়া রাখিবে।

শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য-নিবেদন।

জগদ্বরেণ্য ঋষি কবির উদ্দেশে আমাদের ভক্তি-নম্র-চিত্তের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য-নিবেদন করিয়া মানব-জাতিকে কবি ইমার্শনের বাণী স্মরণ করাইয়া আমরা বিশ্ব-ভারতীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির জীবনী শেষ করিলাম।

সাদীর কুটীর দ্বারে হও সবে সজাগ প্রহরী,
তাহার হৃদয় খানি ভাগবত-প্রজ্ঞার মন্দির,
শ্রদ্ধায় তাহার বাণী চিত্তমূলে রাখগো আহরি'।
বনদেবতারা সবে চারিধারে বাঁধে সুখ-নীড়
ঘেরিয়া ঘেরিয়া তার জ্ঞান-দীপ্ত দীপশিখা খানি!
কাব্য-উপবনে তার নিত্য নব অতিথির ভিড়।
পরম আত্মীয়, তথা হৃদয়ের প্রিয় সখা জানি'
নিষ্পাপ যুবক আর কুমারীরা আসে পাশে তা'র
সত্যের পূজারী, সবে হৃষ্ট মনে লয় কোলে টানি।

Persia Past and Present ; Curzon's Persian and Persian Questions.

যে চায়, তাহার তরে কবি-গৃহ সদা মুক্ত-দ্বার—
হারাণো হিয়ার তৃপ্তি লভে সবে এইখানি আসি'।
লভে উচ্চতর লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মে অধিকার।
দম্ভ করিওনা বৃথা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ওগো ছিদ্রান্বেষী,
ঢেকে রাখ বিদ্যা তব—তিক্ত যত বাক্য আড়ম্বর;
ভুলেও ভেবোনা কভু তার চেয়ে তুমি জানো বেশী
মানবের মর্ম্মকোষে সে যে গো আনন্দ-সুধাকর।

তমাম্ শুধ্।